1 College Row, Calcutta.

YANTRA KOSHA

OR

A TREASURY OF THE MUSICAL INSTRUMENTS OF ANCIENT AND OF MODERN INDIA, AND OF VARIOUS OTHER COUNTRIES.

BY

SOURINDRO MOHUN TAGORE,

President, Bengal Music School.

Calcutta:

1875.

All rights reserved.

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

কলিকাতা, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নং ৩০, মধ্যস্থ যন্ত্রালয়।
শ্রীঅভয়চরণ ঘোষ দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

TO

H. WOODROW, Esq., M. A.,

OFFG. DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,

BENGAL,

THIS BOOK IS MOST RESPECTFULLY DEDICATED

BY

THE AUTHOR.

ভূমিকা।

যন্ত্রকোষ প্রকাশিত হইল। ইহাতে প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয় এবং অন্যান্যদেশীয় সঙ্গীতযন্ত্র সমূহের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি প্রধানতঃ মূল ও পরিশিষ্ট, এই দুই ভাগে বিভক্ত। মূলে কেবল ভারতবর্ষীয় যন্ত্রাবলীর বিস্তারিত ইতিহাস এবং পরিশিষ্টে অপরাপর দেশের যন্ত্রবিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভারতবর্ষেরও কোন কোন যন্ত্রের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষীয় যন্ত্রের সহিত অন্যান্য দেশীয় যন্ত্রের উদ্ভব, অবয়ব, নাম ইত্যাদি নানা সংস্কৃত, পারস্য এবং ইংরাজি গ্রন্থের সাহায্যে পরস্পর মিলাইয়া, তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে ত্রুটি করি নাই। কিন্তু জানি না, এই কোষ আমার ভাগ্যক্রমে যথার্থ যন্ত্ররূপ মহাধন দ্বারা পূরিত অথবা কেবল যন্ত্রকোষ এই বৃথা নাম মাত্রেই আখ্যাত হইল, তাহা পাঠক মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, মদীয় পূজ্যপাদ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে আমাকে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

কলিকাতা,
পাথুরিয়াঘাটা।
১লা পৌষ, ১২৮২।

—※—

সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
চতুর্ব্বিধ যন্ত্র-বিবরণ।	১
প্রথম অধ্যায়—সঙ্গীত-যন্ত্র।	
ততযন্ত্র।	
মহতীবীণা (বীণা বা বীণ)	৩
কচ্ছপী বা কচুয়া সেতার	১৭
ত্রিতন্ত্রী বীণা	২২
কিন্নরী বীণা	২৪
রঞ্জনী বীণা	২৫
রুদ্রবীণা বা রবাব	২৬
শারদীয় বীণা বা শরদ	২৮
স্বর-শৃঙ্গার বা সুর-শৃঙ্গার	৩১
সুর-বাহার	৩৪
বিপঞ্চী-বীণা	৩৫
নাদেশ্বর-বীণা	৩৬
ভরত-বীণা	৩৬
তুম্বুরু-বীণা বা তম্বুরা	৩৭
কানুন	৪১
প্রসারণী বীণা	৫০
স্বরবীণা	৫২
মোচঙ্গ	৫৩
সারঙ্গী	৫৪
এস্রার	৫৬

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
ময়ূরী বা তায়ূশ্	৫৭
অলাবু-সারঙ্গী	৫৮
মীন-সারঙ্গী	৫৯
সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ।	৬০
সারিন্দা	৬১
এক-তন্ত্রিকা বা এক-তারা	৬২
আনন্দ-লহরী	৬৩
গোপীযন্ত্র	৬৪
তন্তযন্ত্রের উৎপত্তি	৬৪
শুষিরযন্ত্র	৭২
বংশীজাতি	৭৪
মুরলী	৭৫
সরল-বংশী	৭৯
লয়-বংশী	৭৯
কাহলজাতি	৮০
কলম	৮০
রোশনচৌকী	৮১
সানাই	৮১
বেণু	৮২
শৃঙ্গজাতি	৮৩
রণশৃঙ্গ	৮৪
রামশৃঙ্গ	৮৪
তুরী	৮৪
ভেরী	৮৫

সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
শঙ্খজাতি	৮৫
দ্বিনলযন্ত্র	৮৬
তিত্তিরী	৮৬
শুষিরযন্ত্র	৮৯
আনদ্ধযন্ত্র	৯৪

আনদ্ধযন্ত্র।

মৃদঙ্গ	৯৬
ঢোলক	৯৮
তবলা বা তল-মৃদঙ্গ	৯৯
ঢোল	৯৯
ঢক্কা	১০০
কাড়া	১০০
নাগ্‌রা	১০১
জগঝম্প	১০২
তাসা	১০২
দামামা	১০২
টিকারা	১০৩
ঘোড়ঘাই	১০৩
খোরদক্	১০৪
ডমরু	১০৪
আনদ্ধান্ত্র	১০৫
ঘনযন্ত্র	১০৬

ঘনযন্ত্র।

ঝাঞ্জা বা ঝাঁজর	১০৮
সপ্তশরাব	১০৮
নূপুর	১০৯
ঘড়ি	১০৯

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
দ্বিতীয় অধ্যায়—ঐকতান-বাদন।	
হিন্দু-ঐকতান-বাদন	১১১
আসিরীয় ঐকতান-বাদন	১১৮
য়িহুদীয় ঐকতান-বাদন	১১৯
পারস্য ঐকতান-বাদন	১২০
মৈসর ঐকতান-বাদন	১২১
পরিশিষ্ট	১২৩

চিত্র-সূচি।

বীণা	৬
কচ্ছপী বা কচুয়া সেতার	১৮
ত্রিতন্ত্রী বীণা	২৩
কিন্নরী বীণা	২৪
রঞ্জনী বীণা	২৫
রুদ্রবীণা বা রবাব	২৬
শারদীয় বীণা বা শরদ	২৮
মোচঙ্গ	৫৩
সুরসঙ্গ বা সুরসোঁ	৬০
সারিন্দা	[illegible]
একতন্ত্রিকা বা একতারা	৬২
আনন্দ-লহরী	৬৩
গোপীযন্ত্র	[illegible]

যন্ত্রকোষ।

এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে পূর্ব্বকালাবধি নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রের প্রচলন আছে, অপর কতকগুলি, সঙ্গীত কুতূহলী মহাত্মাদের উৎসাহে অধুনা সৃষ্ট হইয়া আসিতেছে। হিন্দুরা ঐ যন্ত্র-সমূহকে প্রধান চারিভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন (১) যথা—তত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র তন্তু বা তারসংযোগে বাদিত হয়, যেমন বীণা, সেতার, রবাব, সরোদ, দেওড়া (২) সারঙ্গী, রঞ্জনী, সারিন্দা, তম্বুরা, মীনসারঙ্গী, কানুন, স্বরশৃঙ্গার, মোচঙ্গ, একতারা, অলাবুসারঙ্গী, আনন্দলহরী, স্বরবীণা, গোপীযন্ত্র, এসরার্ ইত্যাদি। শুষির অর্থাৎ যে সমস্ত যন্ত্র বায়ুদ্বারা বাদিত হয়, যথা শঙ্খ, বংশী, বেণু, বুক্কা, আলগোজা, গোমুখ, লয়-বাঁশী, রৌসনচৌকি, সানেয়ী বা সানাই, শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ, তুরি, কলম, তুব্ড়ি ইত্যাদি। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে নাগবন্ধ নামে এক

---

(১) ততানদ্ধঞ্চ শুষিরং ঘনমিতি চতুর্ব্বিধং।
ততং বীণাদিকং বাদ্যমানদ্ধং মুরজাদিকং॥
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্যতালাদিকং ঘনং॥
ইতি দামোদরে।

(২) এই যন্ত্রটীকে আশামীভাষায় খুটিতালী কহে।

প্রকার শুষির যন্ত্র ছিল, স্কটীস্ ব্যাগ্‌পাইপ তাহার অনুকৃত। আনদ্ধ অথবা বিতত অর্থাৎ যে সকল যন্ত্র চর্ম্মাচ্ছাদিত হইয়া বাদিত হয়, যেমন মৃদঙ্গ, খোল, তব্‌লা, ঢোলক, ঢোল, মর্দ্দল, খঞ্জনী, ঘুট্‌রু, ডম্ফ, ডমরু, হুড়কা, ঢক্কা, জগঝম্প, চর্চ্চরী, দারা, কাড়া, নাগরা, (১) টিকারা, ধামসা, খোরদক ইত্যাদি। ঘন অর্থাৎ লৌহ বা কাংস্য ইত্যাদিধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র সমূহ, যেমন ঘণ্টা, ঝাঁঝর, কাঁসর, কাঁসি, খটতালী, খরতাল, মন্দিরা, সপ্তশরাব বা জলতরঙ্গ, ঘড়ী, রামখরতালপ্রভৃতি, এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও বহুবিধ যন্ত্র ছিল, সে সকলের এক্ষণে বড় প্রচলন নাই।

কথিত চতুর্বিধ যন্ত্রের মধ্যে তত যন্ত্র দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—সভ্য ও গ্রাম্য, তদ্ভিন্ন ত্রিবিধ যন্ত্র প্রত্যেকই আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, যথা—সভ্যযন্ত্র (২), বাহির্দ্বারিক যন্ত্র (৩) এবং গ্রাম্যযন্ত্র (৪)। সভাতে যে সকল যন্ত্র সর্ব্বদা বাদিত হয়, সে সকলের নাম সভ্যযন্ত্র। সভ্যযন্ত্র আবার দুইভাগে বিভক্ত, যথা—স্বতঃসিদ্ধ (৫) এবং অনুগতসিদ্ধ (৬); যে সকল যন্ত্র গাত অথবা অন্য কোন যন্ত্রের অননুগত হইয়া বাজে, সে

(১) নগরে ঘোষিত হয় বলিয়া ইহার নাম নাগরা হইয়াছে

(২) Drawing room instruments.

(৩) Out door instruments.

(৪) Pastoral instruments.

(৫) Solo.

(৬) Accompanied.

গুলির নাম স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র, যথা—বীণা, ত্রিতন্ত্রী বা সেতার, রবাব, সরোদ, রঞ্জনী, কানুন, সুরতরঙ্গ, স্বরবীণা, সুরশৃঙ্গার এই সমুদয় তার-যন্ত্রগুলিই স্বতঃসিদ্ধ-সভ্যযন্ত্রমধ্যে পরিগণিত। শুষিরযন্ত্রের মধ্যে এতদ্দেশে বংশী ব্যতীত অন্য কোন রূপ স্বতঃসিদ্ধ সভ্যযন্ত্রের বড় ব্যবহার নাই। কথিত যন্ত্র সমূহের মধ্যে যে গুলির বহুপ্রচলন সেইগুলি ক্রমশঃ বিবৃত করা যাইবে।

প্রথম অধ্যায়।

মহতী বীণা (১)।

এই যন্ত্রটী অতি প্রাচীন ও সর্ব্বযন্ত্রপ্রধান, মহর্ষি নারদ-কর্ত্তৃক ইহা প্রথম সৃষ্ট হয়। সংস্কৃত-শাস্ত্রকারেরা বলেন, এই যন্ত্র

(১) প্রাচীন-সঙ্গীত-শাস্ত্র-কর্ত্তারা তারযন্ত্র মাত্রেরই প্রথমে সামান্যতঃ "বীণা" এই ব্যাপক আখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া পরে বিশেষ বিশেষ আকার ও প্রকৃতি অনুসারে মহতী বীণা, রুদ্র বীণা, সারস্বত বীণা, রঞ্জনী বীণা, কচ্ছপী বীণা ও স্বরবীণা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ব্যাপ্য নামও প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমরা মহতী বীণার বিষয় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সুতরাং এ স্থলে বীণা-সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিব, কুতূহলী পাঠকগণ তৎ সমুদয়ই

মনুষ্যদেহের অনুকৃত; মনুষ্যদেহে যে রূপ একটী মেরুদণ্ড আছে, ইহাতেও ঐ মেরুদণ্ডের পরিবর্ত্তে একটী বংশদণ্ড থাকে। মনুষ্যদেহে তিনটী স্বর স্থানের মধ্যে নাভি এবং মস্তক এই দুইটীই যেমন প্রধান স্বরস্থান, ইহাতেও তদনুযায়ী বংশ-দণ্ডের উভয়পার্শ্বে দুইটী অলাবু যোজিত থাকে। দেহের পরিমাণানুরূপে নাভিস্থানহইতে তারস্থান পর্য্যন্ত নবমুষ্টিপরিমিত স্বরস্থান রাখিবার সচরাচর বিধি আছে। নারদ-নির্ম্মিত এই জাতীয় বীণাকে মহতী বীণা বলা যায়। এই বীণাতে সচরাচর তিনটী লৌহের এবং চারিটী পিত্তলের সাকল্যে

মহতী বীণা-সম্বন্ধীয় জানিবেন। এই যন্ত্রটী ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রকার বাদ্য যন্ত্র অপেক্ষা অধিকতম প্রাধান্য লাভ করিলেও যে,ইহার বাদক সংখ্যা অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না, বোধ হয় ইহার বাদন-ক্রিয়ার কাঠিন্য ও অতিরিক্ত-পরিশ্রম-সাধ্যত্বই তাহার অদ্বিতীয় কারণ; তজ্জন্যই সঙ্গীত কুতূহলীদিগের মধ্যে অনেকেই অগ্রসর হইতে পারেন না। বিশেষতঃ উক্ত যন্ত্র বাদনাভ্যাসে যেরূপ পরিশ্রমের আবশ্যক, তদপেক্ষা অল্পায়াসে কচ্ছপী বীণা বাদনে সমধিক পটুতা জন্মিতে পারে এবং কচ্ছপী বীণাতেও প্রায় বীণার যাবতীয় কার্য্যকৌশল প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বীণাবাদন এতদূর দুরূহ ব্যাপার যে, এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমিতে সঙ্গীতের এত অধিক চর্চ্চা সত্ত্বেও আমরা নিম্ন লিখিত কয়েক ব্যক্তি মাত্র বীণা বাদকের নাম অবগত হইতে পারিয়াছি, যথা— জীবনসা, নির্ম্মল সা, মহম্মদ আলি, নসির আহম্মদ, সজ্জু খাঁ, গোলাপ খাঁ, গোলাম রসুল, করিম খাঁ, ওস্তাদজী লছমী প্রসাদ মিশ্র, ফিরজ খাঁ, নহবৎ খাঁ, প্রভৃতি (ইঁহারা বর্ত্তমান নাই) গোলাম হুসেন খাঁ, মেহদি হুসন খাঁ ওয়ারিস খাঁ,ইত্যাদি (এই কয়েক ব্যক্তি মাত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন।) পরিশেষে বক্তব্য যে, পূর্ব্বে ওস্তাদজী লছমী প্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের নিকট বীণার

সাতটী তার আবদ্ধ থাকে (১) ঐ সাতটী তার সহজে বুঝাইবার জন্য এক দুই করিয়া সাত পর্য্যন্ত চিহ্নে চিহ্নিত করা হইয়াছে যথা—

অনেক বিষয় জ্ঞাত হই, সম্প্রতি বাবু অভয়াচরণ মল্লিকের নিকটেও তৎসম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় অবগত হইয়াছি। মহতী বীণার লক্ষণ এই, যথা—

দণ্ডং বংশময়ং কান্তং বর্ত্তুলং তুম্বযুগ্মকং।
নবমুষ্টি স্বরস্থানং চাত্র যত্নেন কারয়েৎ॥
তস্মিন্ দণ্ডে সপ্তসংখ্যামোটনীং সন্নিবেশয়েৎ।
দক্ষিণে বিন্যসেদন্যৎ ক্ষুদ্রতন্ত্রীদ্বয়ং ক্রমাৎ॥
বৃক্ষবজ্রময়ী কার্য্যা মোটনী দণ্ডরক্ষিকা।
তাবচ্চ ভ্রাময়েৎ পূর্ব্বাং মোটনীঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ॥
অস্যাস্ত্বষ্টাদশ প্রোক্তাঃ সারিকাঃ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
এতাস্তু তারবাদিন্যস্তিষ্ঠন্তি পদিকোপরি॥
মদনস্য চ সিক্থস্য যোগেন সুদৃঢ়ীকৃতাঃ।
মহত্যা নাম বীণায়া এতল্লক্ষণমুচ্যতে॥

ইতি কোহলীয়ে॥

(১)এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালম পঞ্চম এডিশনের ২৯৬ পৃষ্ঠায় সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় তাঁহার বীণা বিষয়ক প্রস্তাবে বলেন যে, প্রসিদ্ধ মুসলমান বৈণিকদ্বয় পিয়ার খাঁ এবং জীবন সাহা তাঁহাদের বীণাতে দুইটী লৌহ এবং পাঁচটী পিত্তল তার ব্যবহার করিতেন, পরন্তু অধুনাতনবৈণিকেরা তিনটী লৌহ এবং চারিটী পিত্তল তার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

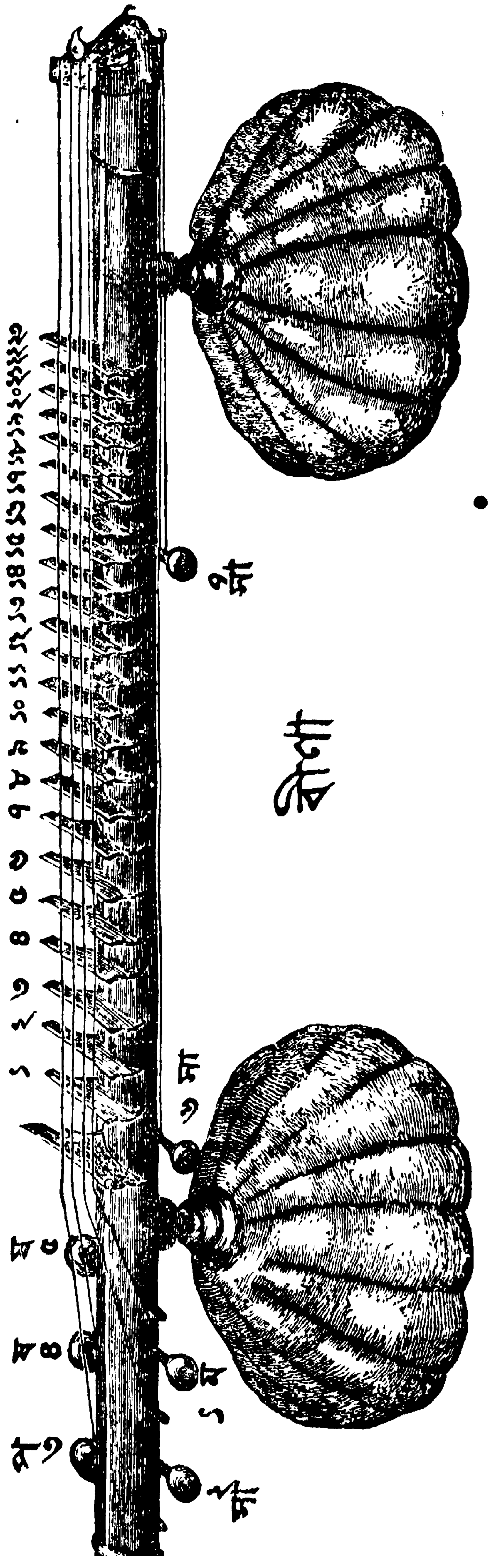

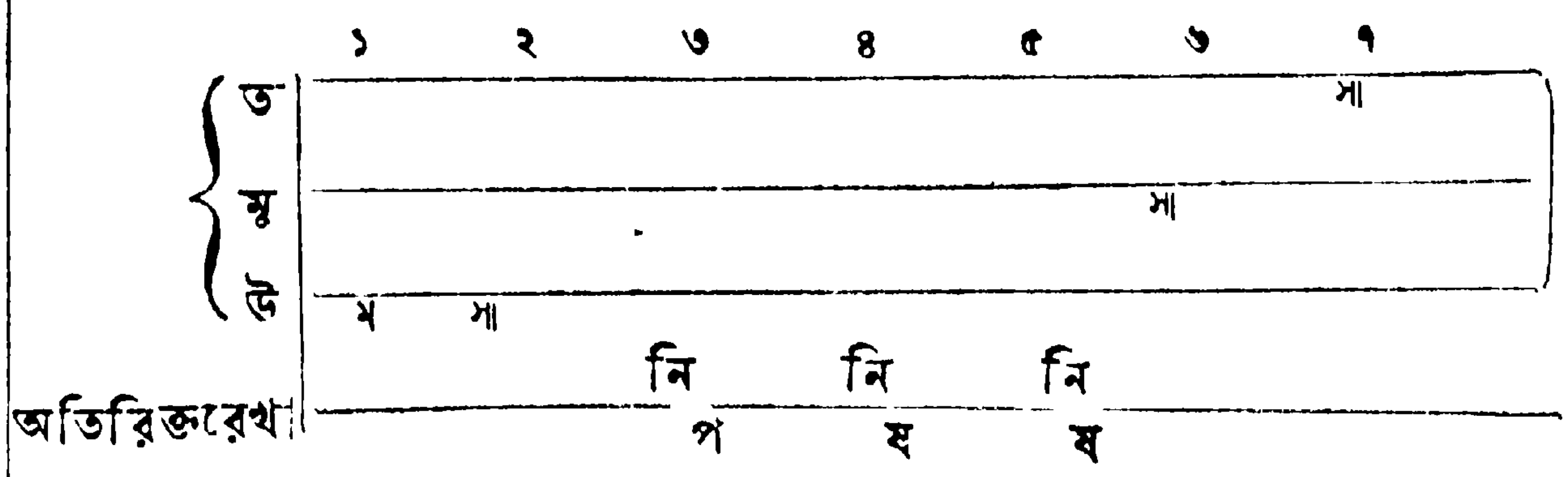

উপরি লিখিত একচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটী উদারা সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায় এবং ঐটীকেই নায়কী তার বলে। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঐ তারকে পিত্তলতার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। বরঞ্চ কুতূহলী পাঠক এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালম ২২৬ পৃষ্ঠায় "আর" চিহ্নবিশিষ্ট তারটীর প্রতি দৃষ্টি করিবেন। ঐটী আমাদের এক্ষণকার ব্যবহারগত নায়কীতার, তিনিও উহাকে নায়কীতার বলিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সহিত ধাতুগতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মূর্চ্ছনা এবং গমকাদি পিত্তলতারে সুন্দররূপে নিঃসারণ করিতে গেলে ক্রমশঃ ঐ তার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্বরভ্রষ্ট করে ও ছিন্ন হইয়া যায়। আমরা ঐ তারকে মধ্যম করিয়া বাঁধিয়া থাকি, তিনি স্বরগ্রাম বিভিন্নতায় উহাকে অন্যবিধ নিয়মে বাঁধিবার বিধি করিয়াছেন, ইহার এবং অন্যান্য তার বন্ধন বিভেদ বিষয়ক বিশেষ বিবরণ পরে লিখিত হইবে।

দুই চিহ্ন বিশিষ্ট পিত্তল-তার উদারার ষড়্জ করিয়া বাঁধাই প্রসিদ্ধ, কথিত মহোদয় উক্ত পুস্তকের উক্ত পৃষ্ঠায় ঐ দ্বিতীয় তারটী "এস্" চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন,আমাদের সহিত এইটীর ধাতুগতভেদ কিছুই নাই, পরন্তু গ্রাম বিভেদ কল্পনা জনিত

স্বরবন্ধনগতভেদ লক্ষিত হয়। তিনচিহ্ন-বিশিষ্ট-তারটীও পিত্তলের, ঐ তারটী অবলম্বিত উদারার নিম্নসপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার আছে এবং সেই জন্য উহার স্বরলিপি অতিরিক্ত রেখাতে অর্থাৎ (উদারা সপ্তক অপেক্ষা আরও নিম্ন সপ্তক স্বরলিপি করিতে গেলে আমাদিগের সঙ্গীতে অতীব প্রয়োজনীয় উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী সপ্তকের স্বর-লিপিজন্য যে তিনটী সরলরেখা নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ তিনটী রেখা ব্যতীত অপর একটী অতিরিক্ত রেখা ব্যবহার করিতে হয়, যেমন উপরে তদুদাহরণ লিখিত হইয়াছে) আর নিম্ন সপ্তক জ্ঞাপনজন্য ঐ স্বরটীর মস্তকে (নি) দেওয়া আছে। ফলতঃ হিন্দু সঙ্গীতে উদারা, মুদারা এবং তারা এই তিনটী সপ্তক ব্যতীত নিম্ন সপ্তক কেবল স্বরের সহযোগ ব্যতীত অন্য বিষয়ে প্রায় ব্যব-হৃত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঐ পিত্তলের তারটীকে "টী" চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া-ছেন এবং "এ" (১) অর্থাৎ ধৈবতকে ষড়্জ শব্দের সমান অর্থ বোধক করিয়া উক্ত তারকে উহার ধৈবত গ্রামের উদারা সপ্ত-কের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সহিত এটীতেও গ্রাম-ভেদ-জনিত স্বরভেদ লক্ষিত হয়; আমরা উদারা সপ্তক হইতে নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধিয়া থাকি। তিনি উহাকে

(১) "এ" কে ষড়্জের সমান অর্থ বোধক বুঝায় না, ধৈবত এবং "এ" এইদুইটী একার্থবোধক বটে, ইহার কারণ পরে বিবৃত হইবে, এই কারণ বশতঃ মহোদয় সার্ উইলিয়ম্ জোন্সের সহিত গ্রামভেদ কল্পনা জনিত তার-বন্ধনগত স্বরভেদ লক্ষিত হয়।

মান্তরের উদারা সপ্তকের পঞ্চমে বাঁধিয়াছেন, কাযেই এই তারটী বাঁধা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের এক্ষণকার প্রচলিত রীতির সপ্তকগতভেদও লক্ষিত হয়। চারি এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলের তারদ্বয় উদারার নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধিবার রীতি আছে। ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তার দুইটী লৌহনির্ম্মিত, তন্মধ্যে প্রথমেরটী মুদারা সপ্তকের ষড়্জ এবং পরেরটী তারা সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধার নিয়ম আছে। সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় চারি-চিহ্ন-বিশিষ্ট পিত্তলের তারটীকে "ইউ" এবং পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলের তারটীকে "ভি" এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। কথিত কারণ বশতঃ এই দুইটী তারবন্ধনেরও এক্ষণকার প্রচলিত বন্ধনরীতির সহিত তাঁহার মতের অনৈক্য আছে। ছয় এবং সাত-চিহ্ন-বিশিষ্ট তারদ্বয়কে তিনিও লৌহ তার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া প্রথমেরটী "পি" এবং শেষেরটী 'কিউ" এই দুই চিহ্নে চিহ্নিত করিয়াছেন। পরন্তু উক্ত মহোদয় গ্রামভেদবন্ধন কল্পনা করাতেই উক্ত তারদ্বয় অন্যবিধ রীতিতে বাঁধা হইয়া থাকে। ছয় এবং সাতচিহ্নবিশিষ্টলৌহ তারদ্বয়কে সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থকর্ত্তারা ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা বলেন, সচরাচর যাহা পারস্য ভাষায় চিকারি বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ফলতঃ একচিহ্নবিশিষ্টলৌহনির্ম্মিত এবং দুইচিহ্নবিশিষ্টপিত্তলনির্ম্মিত তার ব্যতীত অপর

পাঁচটী তারই সহযোগিতারূপে মাত্র সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বংশ-দণ্ডের উপরে স্বরস্থানে ঊনবিংশতি হইতে ত্রয়োবিংশতিপর্য্যন্ত ইস্‌পাতাদিধাতুনির্ম্মিতসারিকা মম্ দ্বারা জমাইত থাকে। এই যন্ত্রের সারিকা-বিন্যাসবিকৃত স্বর-গ্রামানুযায়িক, সচরাচর যে প্রকার স্বরগ্রাম প্রণালীকে হিন্দি-ভাষায় অচল ঠাট বলে এবং ইউরোপীয়েরা যাহাকে ক্রোমে-টিক্ স্কেল্ বলেন। সারিকাবিন্যাসসম্বন্ধে সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের সহিত আমাদের মতের ঐক্য আছে। বীণাযন্ত্র স্কন্ধে স্থাপিত এবং বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা-ঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমাঙ্গুলীদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে, এই দুইটী অঙ্গুলীই অঙ্গুলীত্র অর্থাৎ "মিজ্‌রাপ" দ্বারা বাদনকালে আবরণ রাখার রীতি আছে, দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলী সুরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর পাঁচ চিহ্ন বিশিষ্ট তারটীও সুরযোগ দিবার জন্য বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীযোগে কখন কখন ধ্বনিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে অনামিকা অঙ্গুলীর প্রয়োজন প্রায় দেখা যায় না। নিম্নলিখিতনিয়মে সার্দ্ধদ্বিসপ্তকমাত্র বীণাঁতে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

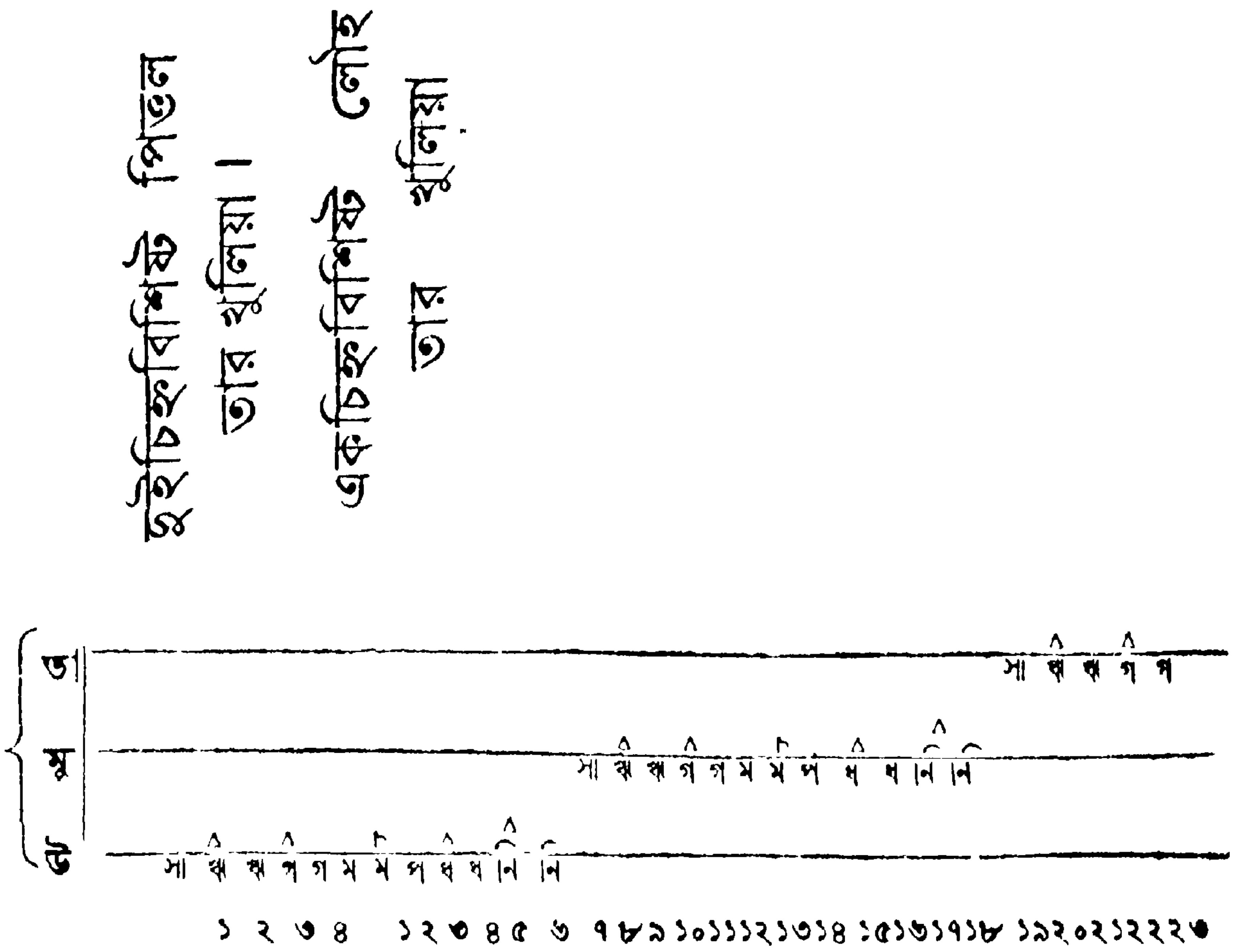

সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় ঊনবিংশতি খানি সারিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার মতানুযায়ি বীণায় উদারা সপ্তকের স্বরগ্রাম দ্বাদশ খানি বিকৃতস্বরোৎপাদিকা সারিকা দ্বারা মণ্ডিত আছে। এটীর সহিত আমাদের অধুনাতন প্রস্তাবিত বীণা-টীরও উদারা-গ্রামের ঐক্য দেখা যায়; মুদারা সপ্তকে কোমল নিষাদ পরিত্যাগে উক্ত মহাত্মা একাদশ খানি সারিকা দিয়াছেন, কিন্তু আমাদের কথিত বীণার স্বরগ্রামে মুদারা-গ্রামের কোমল নিষাদ অপরিত্যক্তরূপে ১২ খানি সারিকা দেওয়া আছে, সুতরাং এই সপ্তকের এক খানি সারিকা আমাদের অপেক্ষা তাঁহার বীণায় ন্যূন আছে, তিনি তারা সপ্তকের ষড়্জ এবং প্রকৃত ঋষভ মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন, কা-যেই তাঁহার বীণাতে পূর্ণ সার্দ্ধ দ্বিসপ্তক পর্য্যন্ত পাওয়া যায়

না। আমাদের অধুনাতন প্রচলিত বীণাটীতে তারাসপ্তকের স্বরগ্রামে কোমল ঋষভ, কোমল গান্ধার এবং প্রকৃত গান্ধার এই তিন খানি সারিকা জোন্স মহোদয়ের বীণার সারিকা অপেক্ষা অধিক আছে, সেই হেতু তাৎকালিক বীণাতে মুদারা সপ্তকের এক খানি এবং তারা সপ্তকের তিন খানি সাকল্যে এই চারি খানি সারিকা অধুনাতন বীণা অপেক্ষা ন্যূন প্রতিপন্ন হয়, ফলতঃ ইহাতে কার্য্যগত কোন বিশেষ হানি হইতে পারে না। ঊনবিংশতি খানি সারিকাবিশিষ্ট বীণাতে মূর্চ্ছনাদ্বারা অপর অতিরিক্ত সারিকা চারি খানির কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হইতে পারে, সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ও ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

কথিত হইল সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় এসিয়াটিক্ রিসার্চেস্ প্রথম বালমে যে রূপ বীণাযন্ত্রের তারবন্ধনপ্রণালী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই প্রণালীর সহিত আমাদের মতের অনেক বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়; তাহার কারণ এই, উক্ত মহোদয় স্বরগ্রামের প্রথম স্বর ষড়্জকে ইটালীয় “লা” অথবা ইংরাজি “এ” বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রাম আরম্ভক ষড়্জের সহিত স্বরগ্রাম আরম্ভক ইটালীয় ‘অট” অথবা ইংরাজী “সি”র সাদৃশ্য লিখিলে যুক্তিযুক্ত বোধ হইত, হিন্দু সঙ্গীতবিষয়ক অন্যতর গ্রন্থকর্ত্তা উইলার্ড সাহেবের সহিত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের মতবিরুদ্ধতায় আমাদের মতের সহিত বিশেষ ঐক্য দেখা যায়, বরঞ্চ সঙ্গীত কুতূহলী মহাশয়েরা উইলার্ড্ সাহেরের ট্রিটিজ্ অন্ দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৭

পৃষ্ঠায় দেখিবেন। আরও ষড়্জের সহিত "এ"র ঐক্য করিলে, হিন্দু-সঙ্গীত-শাস্ত্রানুযায়িক শ্রুতিগত বিশেষ দোষ স্পর্শে। "লা" অথবা "এ" যদ্যপি চারি শ্রুতি বিশিষ্ট পূর্ণ ষড়্জ হয় (১) সুতরাং "লা"র পর সুর "সি" অর্থাৎ ইংরাজি "বি" আমাদের ঋষভ হইবে, এবং তাহার অব্যবহিত পর স্বর "অট্" অর্থাৎ ইংরাজি "সি" আমাদের গান্ধার হইবে, সংস্কৃত-সঙ্গীতগ্রন্থকারেরা ঋষভ এবং গান্ধারের মধ্যে তিনটী শ্রুতি-বিশিষ্ট পূর্ণ স্বরস্থান নির্ণয় করেন, কিন্তু ইটালীয় "সি" এবং "অট্" অর্থাৎ ইংরাজি "বি" এবং "সি" ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণে স্থান আছে, ইউরোপীয়সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা উহাকে অর্দ্ধস্বরস্থান বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলে চারি শ্রুতি-বিশিষ্ট ষড়্জকে "লা" অর্থাৎ ইংরাজি "এ"র সহিত একার্থ-বোধক করিলে ইটালীয় "সি" অথবা ইংরাজি "বি" অর্থাৎ সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয় (যাহাকে আমাদের ঋষভ বলিয়া স্থির করিয়াছেন) এবং "অট" অর্থাৎ ইংরাজী "সি" সেটী উক্ত মহোদয়ের মতে আমাদের গান্ধার বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইটালীয় "সি" অথবা অর্দ্ধস্বর-স্থান-বিশিষ্ট ইংরাজি "বি"র সহিত সার্ উইলিয়ম্ জোন্স মহোদয়ের মতে পূর্ণ স্বরস্থান বিশিষ্ট ঋষভকে একার্থ প্রতিপাদক করিলে যে কতদূর শ্রুতিদুষ্ট হয়, তাহা উইলার্ড সাহেবের ২৯ পৃষ্ঠায় শ্রুতিবিবেকপ্রণালী কুতূহলী পাঠক দেখিলে অনায়াসে

(১) চারিটী শ্রুতিবিশিষ্ট ষড়্জের বিষয় উইলার্ড সাহেবের ট্রিটিজ অন্‌দি হিন্দু মিউজিক্ গ্রন্থে ২৯ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।

বুঝিতে পারিবেন। ফলতঃ "অট্" অর্থাৎ ইংরাজি "সি" হইতে ষড়জাদির আরম্ভ করিলে আমাদের মতে শ্রুতিগত এবং যুক্তিগত কোন দোষই স্পর্শে না, উইলার্ড্ সাহেবও এ বিষয়ের পোষকতা করিয়াছেন।

	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	অর্দ্ধস্বর	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	পূর্ণস্বর	অর্দ্ধস্বর
হি	ষড়্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ
ই	অট্	রি	মি	ফা	সো	লা	ষি
ইং	সি	ডি	ই	এফ	জি	এ	বি

ইউরোপীয়েরা যে যে স্বরমধ্যস্থানকে পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে যেরূপ (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ সিদ্ধান্ত করেন, আমাদের দেশেও শ্রুতিগত তদনুযায়িকস্বরস্থানের পূর্ণতা এবং অর্দ্ধতানুসারে প্রকৃত স্বরগ্রাম স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। আরও ইহার প্রমাণ জন্য বলিতেছি যে, পিয়ানো যন্ত্রে সন্নিহিত দুইটী কৃষ্ণসারিকার অব্যবহিত পূর্ব্বে যে শ্বেতসারিকা আছে, সেই শ্বেতসারিকাটী হইতে সি, ডি, ই, এফ্, জি, এ, বি, অথবা ইটালীয় অট্, রি, মি, ফা, সো, লা, সি, ইত্যাদি সাতটী স্বরের ক্রমান্বয়ে নাম উল্লেখ করিয়া অরিচ্ছেদে পর সপ্তকের "সি" অথবা "অট" পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যাইলে একটীও কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় না লইয়া যেমন একটী ইংরাজি (Diatonic) ডায়টনিক্ স্কেল্ সুসম্পাদিত করে, তদ্রূপ ঐ কথিত "সি" অথবা "অট্" নামক শ্বেতসারিকা হইতে যদ্যপি আবার আমাদের ষড়্জ ইত্যাদি সাতটী স্বর কথিত সারিকায় সারিকায় নাম উচ্চারণ করত যথাক্রমে পর সপ্তকের "সি" পর্য্যন্ত গণনা করা যায়, তাহা হইলে আমা-

দের ও প্রকৃত স্বরগ্রাম কৃষ্ণসারিকার আশ্রয় ব্যতীত বিনা শ্রুতিদুষ্টতায় সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইবে, কিন্তু অন্যতর শ্বেত-সারিকা "এ" অথবা "অট" হইতে ষড়্জাদির নাম উল্লেখে কৃষ্ণ সারিকার আশ্রয় বিনা কথিত পরসপ্তকের এ পর্য্যন্ত গণনা করিলে সঙ্গীতকুতূহলী মহোদয় শুনিবেন যে প্রকৃত স্বরগ্রাম শ্রুতির ন্যূনাধিক্যজনিতশ্রবণদুষ্ট হইবেই হইবে। ইটালীয় "অট্" ইংরাজি "সি" এবং আমাদের ষড়্জ এই তিনই একার্থপ্রতিপাদক তাহার সন্দেহ নাই, বস্তুতঃ ইটালীয় "লা" ইংরাজি "এ" এবং আমাদের ধৈবত, কখনই ষড়্জ বোধক নহে।

বীণার স্বর অতীব মধুর সুতরাং সুশ্রাব্য, প্রিয়ানো প্রভৃতি ইউরোপীয় যন্ত্রে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার অধিক ভাগই বীণায় নিষ্পাদিত হইতে পারে, বরঞ্চ মূর্চ্ছনা, কৃন্তন-প্রভৃতি যাবতীয় সঙ্গীতোপযোগী উৎকট উৎকট কার্য্য যাহা এই যন্ত্রে সুচারু রূপে সহজে প্রতিপন্ন হয়, সে সমুদায় কার্য্য ইউরোপীয় যন্ত্রে অতীব দুঃসাধ্য। বীণার বাদন-পারিপাট্য, মধুরতা এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে উইলার্ড এবং সার্ উইলিয়ম্ জোন্স প্রভৃতি হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ মহোদয়গণ অত্যুৎকৃষ্ট পিয়া-নোর সহিত তুল্যতা স্থাপন করেন। ইংরাজি সংস্কৃত-অভিধা-নকর্ত্তা মণিয়র্ উইলিয়ম্‌স্ সাহেব ইউরোপীয় "লায়ার যন্ত্র এবং বীণা এই উভয় যন্ত্রকে এক জাতীয় বলিয়া স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আমাদের বীণাতে যেমন সাতটী তার আবদ্ধ থাকে প্রাচীন গ্রীক্ জাতীয় লায়ার যন্ত্রেও সেইরূপ সাতটী

তার সম্বন্ধ থাকিত, গ্রীক্ এবং রোমীয়দের পুরাবৃত্তকর্ত্তা উইলিয়ম্ স্মিথ্ সাহেব উক্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, গ্রীক্জাতিরা যখন "লায়ার" এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানিত না, তাহার পূর্ব্বেও আসিয়াস্থ নানা দেশে এবং মিশরে লায়ার প্রভৃতি যন্ত্রের বহু প্রচলন ছিল, কিছু কাল পরে গ্রীক্জাতিরা "লায়ারের" উৎকর্ষতা দর্শনে গ্রীস্‌দেশে প্রথমে উহা আনয়ন করেন। এতদ্বিষয়ের পোষকতা হকিন্ সাহেব, বার্ণি সাহেব এবং কার্‌লেন্‌জেল্ সাহেব-কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থে ভূরি প্রমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বীণা যে অতি প্রাচীন এবং ভারতবর্ষ যে ইহার প্রথম জন্মস্থান তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে দেশভেদে অবয়বভেদ এবং নামভেদ হইয়া থাকিবে এই মাত্র। সংস্কৃত-সঙ্গীত-গ্রন্থ-কর্ত্তারা নানা জাতীয় বীণার নাম বিধিবদ্ধ করেন তন্মধ্যে বল্লরী নামে এক জাতীয় বীণা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, মণিয়র্ উইলিয়ম্ সাহেব তাহাকে "হার্প" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। হার্প যন্ত্র ব্রহ্মদেশে "শন্" এবং চীন্ দেশে "কীণ্" বলিয়া ব্যবহৃত হয়। ইজিপ্ট দেশে বীণাকে "বেণ্" বলিয়া ব্যবহার করিত। "বীণ" এবং "বেণ্" এই দুইটী নামে কতক অংশে শব্দগত ঐক্য দেখা যাইতেছে। "বল্লরী" এবং "হার্প" এক বিধ যন্ত্র নাই হউক, বস্তুতঃ "হার্প" "বল্লরী"র অনুকৃত যন্ত্র বটে, বোধ করি এ বিষয়ে আর কেহ সন্দেহ করিতে না পারেন।

সংখ্যা ২।

কচ্ছপী বা

কচুয়া সেতার।

আমাদের দেশে কচ্ছপী নামক অপর একবিধ বীণার বহু প্রচলন আছে, অধুনাতন লোকেরা তাহাকে " কচুয়াসেতার " বলিয়া ব্যবহার করেন। " সেতার " এই শব্দটী পারসিক ভাষা ; খ্রীঃ ১৩ শতাব্দীতে পাঠান বংশীয় রাজা গয়েস্ উদ্দিন্ বুল্‌বানের রাজত্বকালে আমীর খস্‌রু নামে যে বিখ্যাত কবিপ্রধান রাজসভাসদ্‌মধ্যে পরিগণিত ছিলেন তিনিই কচ্ছপী, ত্রিতন্ত্রী ইত্যাদি বীণাকে সামান্যতঃ " সেতার " এই আখ্যা প্রদান করেন। বস্তুতঃ ত্রিতন্ত্রী নামের সহিত " সেতার " এই সংজ্ঞার অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয় না, যেহেতু পারস্যভাষায় " সে " শব্দে তিন বুঝায়, সুতরাং " সে—তার " আর " ত্রি—তন্ত্রী " উভয়েই একার্থ-বাচক অর্থাৎ তিনতারবিশিষ্ট যন্ত্র। ত্রিতন্ত্রী বীণার আকারও প্রায় কচ্ছপী বীণার মত, তবে বিশেষের মধ্যে এই যে, কচ্ছপী বীণার খোলটী অলাবুনির্ম্মিত এবং তাহাতে পাঁচ হইতে সাতটী পর্য্যন্ত তার আবদ্ধ থাকে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর খোল প্রায়ই কাষ্ঠনির্ম্মিত (১), আর তাহাতে তিনের অধিক তার দৃষ্টিগোচর হয় না। যাহাই হউক, এক্ষণে কচ্ছপীজাতীয় ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতি যন্ত্রমাত্রই প্রায় " সেতার " এই নামে

(১) ইহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় সংখ্যক যন্ত্রে দ্রষ্টব্য।

প্রচলিত হইয়াছে। কচ্ছপী বীণার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্‌টা বলিয়াই ইহাকে কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণা বলে। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য সচরাচর প্রায় চারি ফুটই হইয়া থাকে। তবে বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহার ন্যূনাতিরেকও করিয়া থাকেন, কিন্তু রাগ বাজাইবার কচ্ছপী আকারে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ বৃহৎ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তাহা না হইলে আলাপের সময় মূর্চ্ছনা-কৌশল সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইতে পারে না। কচ্ছপীর দৈর্ঘ্য চারিফুট হইলে তাহার পত্থী হইতে পাঁচ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে তন্ত্রাসন এবং তিনফুট পাঁচ ইঞ্চ ঊর্দ্ধে আড়ি সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। পরিমাণে চারি ফুটের ন্যূনাধিক হইলে ইহারই সমানুপাত অনুসারে তন্ত্রাসন ও আড়ি স্থাপিত করিতে হইবে। শাস্ত্রকারেরা কচ্ছপী বীণাকেই বাগ্‌দেবী সরস্বতীর হাতের যন্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন; আমাদিগের বর্ণ্যমান কচ্ছপী বীণাটীতে যে সাতটী তার আবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে চারিটী লৌহের এবং তিনটী পিত্তলের। যথা—

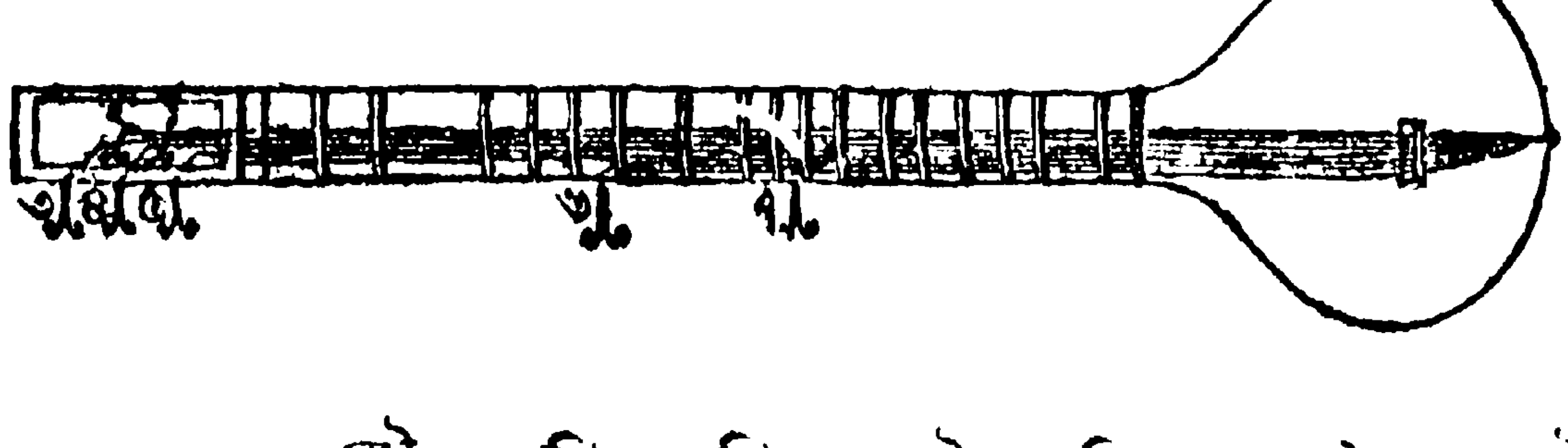

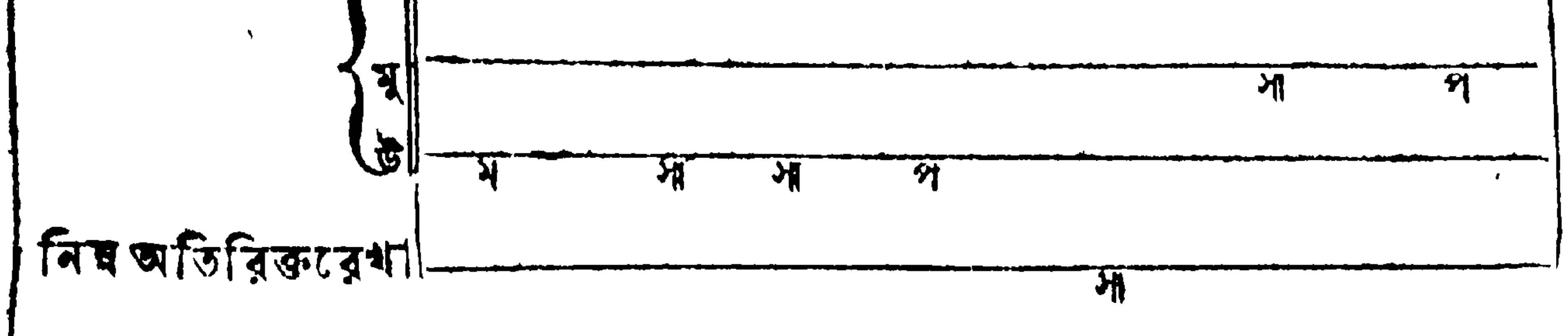

একচিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতারটীকে নায়কী অথবা প্রধান তার বলে। নায়কী তারটী লৌহনির্ম্মিত, সুতরাং অতি দৃঢ় বলিয়া বাদনকালে ইহারই বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। এই তারটী সচরাচর উদারা সপ্তকের মধ্যম করিয়া বাঁধা যায়। দুই ও তিনচিহ্নবিশিষ্ট পিত্তল তারদ্বয় উদারা সপ্তকের ষড়্‌জ, চারিচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ তারটী উদারার পঞ্চম, পাঁচ-চিহ্নবিশিষ্ট পিত্তলতার নিম্নসপ্তকের ষড়্‌জ, ছয়চিহ্ন-বিশিষ্ট লৌহতার মুদারার ষড়্‌জ ও সাতচিহ্নবিশিষ্ট লৌহ-তারটী মুদারার পঞ্চম করিয়া বাঁধার রীতি আছে। ছয় ও সাত-চিহ্নবিশিষ্ট ক্ষুদ্র তারদ্বয় কচ্ছপী যন্ত্রের পার্শ্বে আবদ্ধ থাকে, ঐ দুইটী তারকে সচরাচর "ক্ষুদ্রতন্ত্রিকা" বা "চিকারি" বলে। নায়কী ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার ব্যতীত অপর কয়েকটী-তার কেবল স্বরযোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে ক্ষিপ্রহস্ত নিপুণ কাচ্ছপিকেরা ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা ভিন্ন অবশিষ্ট তার গুলিতে বাম-হস্তের অঙ্গুলী সারিকায় সারিকায় সঞ্চালন করত সংযোগাদি নানাবিধ স্বরকৌশল দর্শাইয়া থাকেন। ইচ্ছা করিলে কচ্ছপী বীণাতেও ইউরোপীয়গিটার যন্ত্রের ন্যায় দুই তিনটী স্বর একত্র ধ্বনিত করা যাইতে পারে। কিন্তু ভারতীয়সঙ্গীতে এরূপ রীতির বড় একটা ব্যবহার নাই। কচ্ছপী বীণার কাষ্ঠদণ্ডের উপরে সতরখানি লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত সারিকা তন্তুদ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং তাহাতে সার্দ্ধদ্বিসপ্তকমাত্র স্বর প্রতিপন্ন করা যায়। কচ্ছপী এতৎসম্বন্ধে মহতী বীণার সহিত প্রায়ই তুল্য। তবে তাহার সারিকাবিন্যাস বিকৃতস্বরগ্রামানুযায়িক,

আর ইহার সারিকা গুলি কেবল ব্যবহারগত তীব্রমধ্যম ও কোমলনিষাদযোগে প্রকৃতস্বরগ্রামানুসারে বিন্যস্ত, এইমাত্র বিশেষ। যথা—

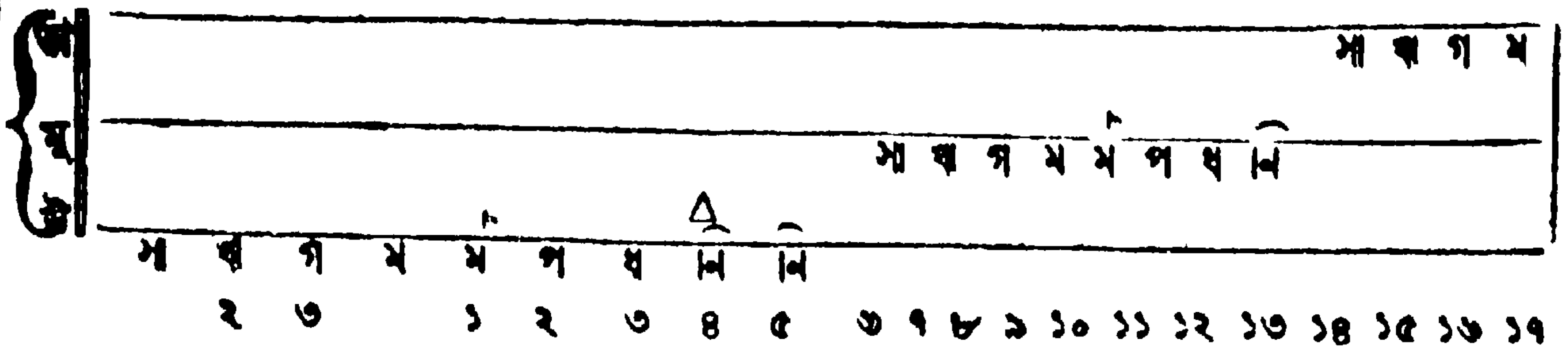

কচ্ছপীযন্ত্রবাদনকালে তাহার পশ্চাদ্ভাগ বাদকের সম্মুখে স্থাপনপূর্ব্বক অলাবুটীর পার্শ্বদিক্ দক্ষিণহস্তের কব্জী সহকারে চাপিয়া, দাণ্ডাটী বামহস্তে আলগোছা ঠেশ রাখিয়া ধরিতে হয়। পরে স্বরস্থানস্থ প্রতি সারিকায় বামহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিকে তারের উপর সঞ্চালিত করত দক্ষিণহস্তের মৃজাপাবৃততর্জ্জনী দ্বারা সারিকাশূন্য প্রদেশে সেই তারের উপর আঘাত দিলে উল্লিখিত সার্দ্ধদ্বিসপ্তক উত্তম রূপে প্রকাশ পাইবে। কচ্ছপী বীণার ধ্বনিবিষয়ে মহতী বীণার সহিত অনেকাংশে সমতা দেখিতে পাওয়া যায়; মহতী বীণাতে যে সকল উৎকট উৎকট কার্য্য অধিক আয়াসে সম্পাদিত হয়, কচ্ছপী বীণাতে তৎসমুদায় কার্য্য অতি সহজে, অল্প পরিশ্রমে এবং সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। গ্রীক্ এবং রোমান্জাতীয়পুরাবৃত্তবিষয়ক অভিধানকর্ত্তা উইলিয়ম্ স্মিথ্ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্টীডো ও কচ্ছপী এই তিনই এক জাতীয় যন্ত্র। অধুনাতন ইউরোপীয় গীটার যন্ত্রেরও সহিত কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এন্সাইক্লোপিডিয়া-প্রণেতা রিজ্ সাহেব বলেন কচ্ছপী হইতেই গীটারের

উৎপত্তি। স্কুল অব্ ইউনিভর্ষেল্ মিউজিক্‌গ্রন্থকার ডাক্তার এডল্‌ফ মার্কস্ সাহেবের মতে গীটার কচ্ছপীর অবয়বভেদমাত্র, জর্ম্মান্ জাতীয়েরা তাহাকে জিতার বলিয়া ব্যবহার করেন। বস্তুতঃ কচ্ছপী বীণা সামান্যের "সেতার" এই নাম ভারতবর্ষে আমীর খস্রু রদিবার অনেক পূর্ব্বে অন্যান্য দেশেও উক্তবিধ যন্ত্র ঐ নামেই প্রচলিত ছিল। বৃটানিকাকর্ত্তা বলেন যে, আরবদেশ হইতেই কচ্ছপী অবয়বভেদে গীটার নামে বিখ্যাত হয়। অতি প্রাচীন কালে যখন পারসিকদিগের সহিত ভারতবর্ষীয়-দিগের বাণিজ্যাদি ঘটিত বিশেষ সংস্রব ছিল, তৎকালে পারসিকেরা ভারতবর্ষহইতে কচ্ছপীকে স্বদেশে লইয়া গিয়া "সেতার" নাম প্রদান করে। পরন্তু বিখ্যাত পারসিক-কবি আমীর খস্রু যে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে না আসিয়াছিলেন তদবধি এতদ্দেশে কচ্ছপী নামই অবিচলিতভাবে প্রচলিত ছিল। পরে উক্ত যন্ত্র পারস্যদেশ হইতে আরবে গিয়া কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে গীটার, এসিরিয়া দেশে এসোর্, প্রাচীন গ্রীশে খিতারা, ইহুদীদিগের দেশে কিমোর, নিউবিয়ায় কিশোর এবং অপরাপর দেশে বিভিন্ননামে প্রসিদ্ধ হয়। আরব্যদেশহইতেই যে, গীটার নামের উৎপত্তি, ডাক্তার বার্ণিসাহেবও একথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। রিজ্ সাহেবকৃত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ায় লিখিত আছে যে, খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে আরবীয়েরা যখন স্পেন্ দেশে আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করে, সেই সময়ে তাহা-দিগের দ্বারাই গীটার যন্ত্র উক্তদেশে নীত এবং স্থাপিত

THE RAMAKRISHNA MISSION
INSTITUTE OF CULTURE
২২. 116

হয়। অনন্তর কালসহকারে ঐ গীটার যন্ত্র ইউরোপের যাবতীয় দেশে অবয়বভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে; ফলতঃ ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণাই বোধ হয় তৎসমুদায় যন্ত্রের মূল।

সংখ্যা ৩।

ত্রিতন্ত্রীবীণা।

কচ্ছপী বীণার প্রস্তাবে কথিত হইয়াছে যে, ত্রিতন্ত্রীবীণার অবয়ব প্রায় কচ্ছপীরই মত, কেবল ইহার খোলটী কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ইহাতে তিনটী তার আবদ্ধ থাকে এই মাত্র ভেদ। কচ্ছপীতে যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, ইহাতেও সেই সেই কার্য্য অনেকাংশে সম্পন্ন হইতে পারে, কেবল অবয়বের কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রতানিবন্ধন রাগরাগিণীর আলাপোপযোগী মূর্চ্ছনাদি কার্য্য নিষ্পন্ন করা কিছু কষ্টসাধ্য হয়। কচ্ছপীর লৌহময় নায়কী তারটী যেমন উদারার মধ্যমে বাঁধে, ইহার নায়কী তারও অবিকল তদ্রূপ বাঁধা থাকে, তাহার পিত্তল-নির্ম্মিত-দ্বিতীয় তার যেমন উদারার স্বরে বাঁধিবার রীতি আছে, ইহার দ্বিতীয় তারটীও ঠিক সেইরূপ, কেবল তৃতীয় তারটীতে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য লক্ষিত হয়। কচ্ছপীর তৃতীয় তার দ্বিতীয় তারের সমস্বরে

বাঁধিবার রীতি প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে, কিন্তু ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারটী দ্বিতীয় তারের সমস্বরে অর্থাৎ উদারার ষড়্জে না বাঁধিয়া তাহার নিম্ন সপ্তকের পঞ্চম করিয়া বাঁধার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়, এই মাত্র বিশেষ। যদিচ কচ্ছপীর তৃতীয় তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তৃতীয় তারের বন্ধনগত ভেদ আছে তথাপি ধাতুগতভেদ কিছুই লক্ষিত হয় না। যথা—

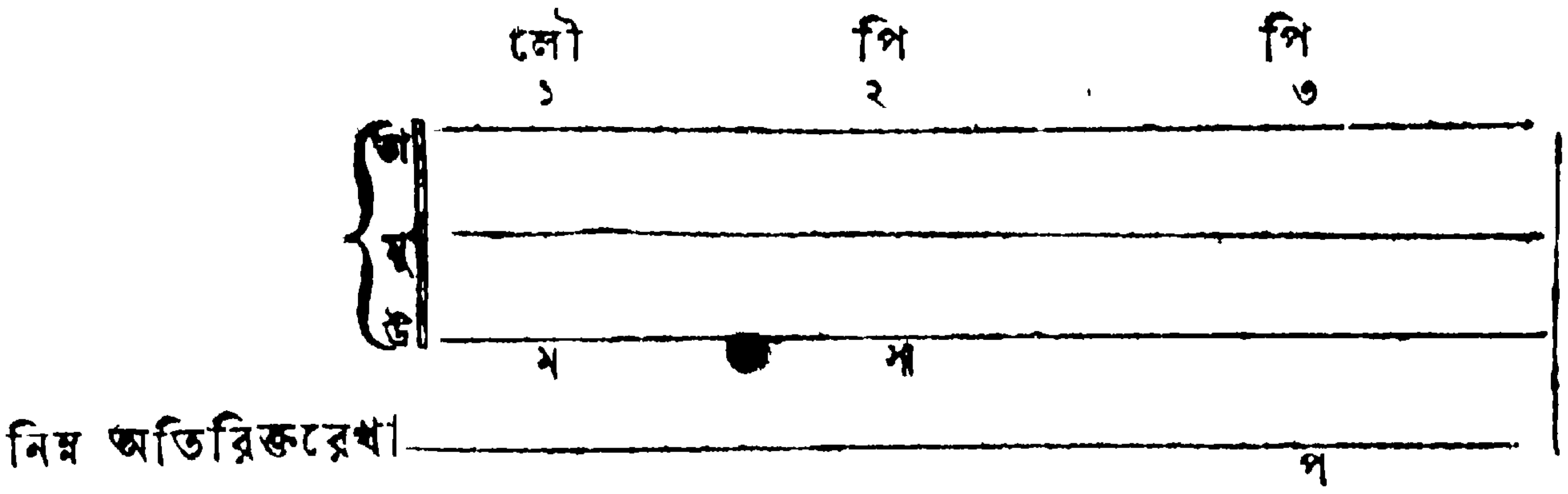

সারিকাসম্বন্ধে কচ্ছপীর সহিত ত্রিতন্ত্রীর কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই, এবং তাহাতে সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর যে নিয়মে প্রতিপন্ন হয়, ইহাতেও সেই প্রণালীতে সার্দ্ধদ্বিসপ্তক সম্পন্ন হইয়া থাকে। ত্রিতন্ত্রীর বাদনাদির নিয়ম অবিকল কচ্ছপীর ন্যায়। প্রাচীন গ্রীক্ দিগের হার্মিসের লাইয়র্ যন্ত্রের তারের সহিত ত্রিতন্ত্রীর তারের সংখ্যাগত কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না, কেবল বন্ধনবিষয়ে কিঞ্চিৎ অনৈক্য প্রত্যক্ষ হয়।

সংখ্যা ৪।

কিন্নরী বীণা।

কিন্নরী নামে অপর এক জাতীয় বীণা এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত আছে। কোন কোন গ্রন্থকারের মতে এই যন্ত্রের খোলটী অলাবু বা কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত না হইয়া পূর্ব্বকালে নারিকেলের খোলদ্বারা প্রস্তুত হইত, অধুনাতন সঙ্গীত-কুতূহলীদিগের মধ্যে কেহবা বৃহৎ পক্ষীবিশেষের অণ্ড এবং আঢ্যেরা রজতাদি উৎকৃষ্ট ধাতুদ্বারা প্রস্তুত করাইয়া থাকেন; ফলতঃ নারিকেলখোলনির্ম্মিত কিন্নরীর ধ্বনির সহিত অণ্ডাদি নির্ম্মিত কিন্নরীর ধ্বনির কিছুমাত্র ইতর বিশেষ অনুভূত হয় না। এই জাতীয় বীণাতে সচরাচর পাঁচটী তার আবদ্ধ থাকে, কচ্ছপী বীণার সাতটী তারের মধ্যে পার্শ্বস্থ দুইটী ক্ষুদ্র তন্ত্রিকা অর্থাৎ চিকারি ব্যতীত অবশিষ্ট পাঁচটী যে যে ধাতু নির্ম্মিত ও যে যে স্বরে আবদ্ধ হয়, ইহার পাঁচটী তার ও সেই সেই ধাতু-নির্ম্মিত ও সেই সেই নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার অবয়ব কচ্ছপীহইতে অনেক ক্ষুদ্র, সুতরাং তজ্জন্য ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। এড্‌ওয়ার্ড এফ্ রিম্বল এল্ এল্ ডি সাহেবকৃত পিয়ানোফোর্টি যন্ত্রের

ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, কিন্নরী জাতীয় বীণাই ইহুদীদিগের দেশে কিন্নর ও গ্রীশ্ দেশে শম্বূকা নামে বিখ্যাত ছিল। কিন্তু দেশভেদে ও নামভেদে কিন্নরীর অবয়বভেদ অসম্ভব নহে। এই উভয়বিধনাম-প্রসিদ্ধযন্ত্র তত্তদ্দেশে কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতি কর্ত্তৃক অধিক ব্যবহৃত হইত।

সংখ্যা ৫।

রঞ্জনী-বীণা।

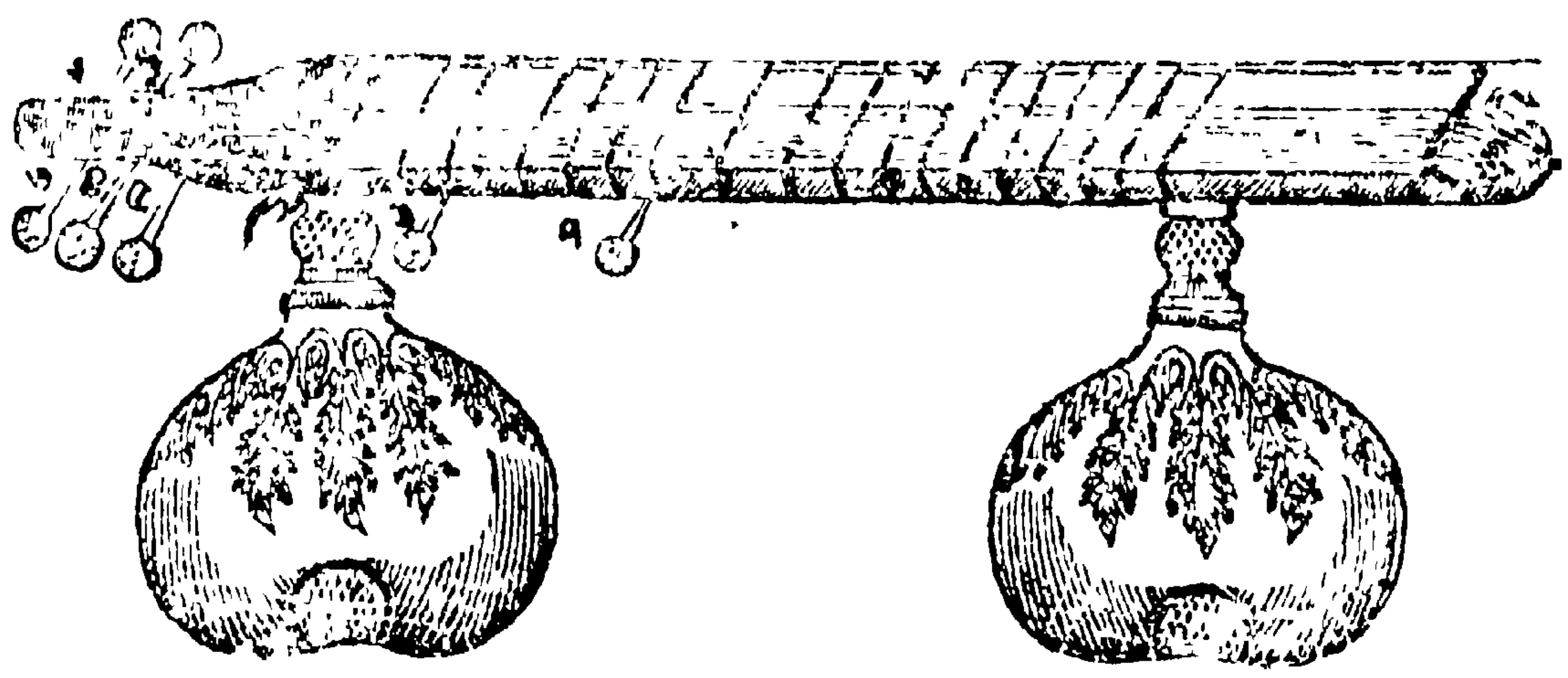

রঞ্জনী-বীণা দেখিতে কতকাংশে মহতী-বীণার ন্যায়, কিন্তু বিশেষ এই যে মহতী-বীণার দণ্ড বংশের আর ইহার দণ্ডটী কচ্ছপী প্রভৃতির ন্যায় কাষ্ঠের হইয়া থাকে। আরও রঞ্জনী উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা পরিমাণেও কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। ইহার সারিকাবিন্যাস কচ্ছপীজাতীয় অন্যান্য বীণার ন্যায় এবং তার সংখ্যা সাতটী। ইহাকে কচ্ছপী বীণার অনুরূপ করিয়া বাঁধা যায়। তবে মহতীর সহিত রঞ্জনীর সমতা এই মাত্র

যে, মহতী-বীণার ন্যায় ইহারও দণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটী অলাবু যোজিত থাকে।

সংখ্যা ৬।

রুদ্র-বীণা বা রবাব।

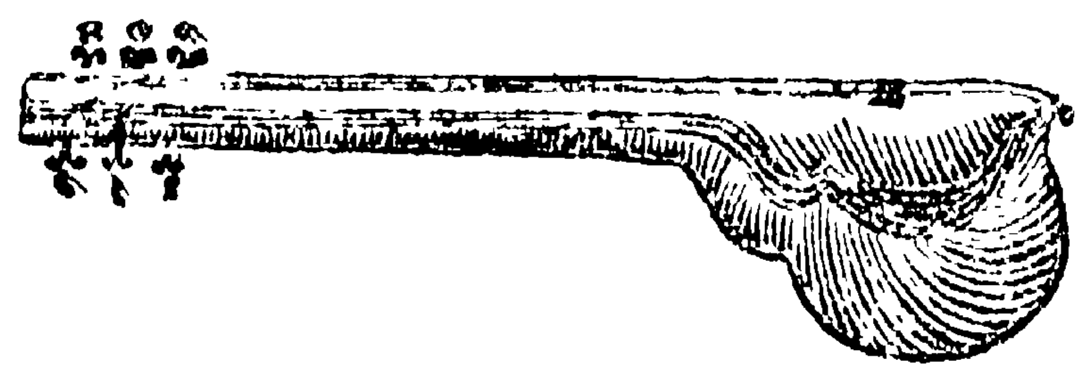

ভারতবর্ষে যবনাধিকারের পূর্ব্বে এই যন্ত্রটী রুদ্র-বীণা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল, অনন্তর বিজয়ী যবনরাজগণকর্তৃক রবাব-নামে বিখ্যাত হয়। রবাব-যন্ত্রও সেতারাদির ন্যায় একটী খোল ও দণ্ডদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে; বিশেষের মধ্যে এই যে, ঐ খোল ও দণ্ড এ উভয়ই একখানি অখণ্ডকাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত এবং খোলটী গোধাচর্ম্ম অথবা ছাগাদির পাতলাচর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। মহতী প্রভৃতি বীণার ন্যায় ইহাতেও একখানি হস্তিদন্তের তন্ত্রাসন আছে। রবাবযন্ত্রে ছয়টী কীলকে অর্থাৎ কাণে ছয় গাছি তন্ত্ত অর্থাৎ তাঁত আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্রে লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত তার ব্যবহৃত হয় না এবং নিম্নলিখিত নিয়মে ঐ ছয় গাছি তন্ত্ত বাঁধা যায়। যথা—

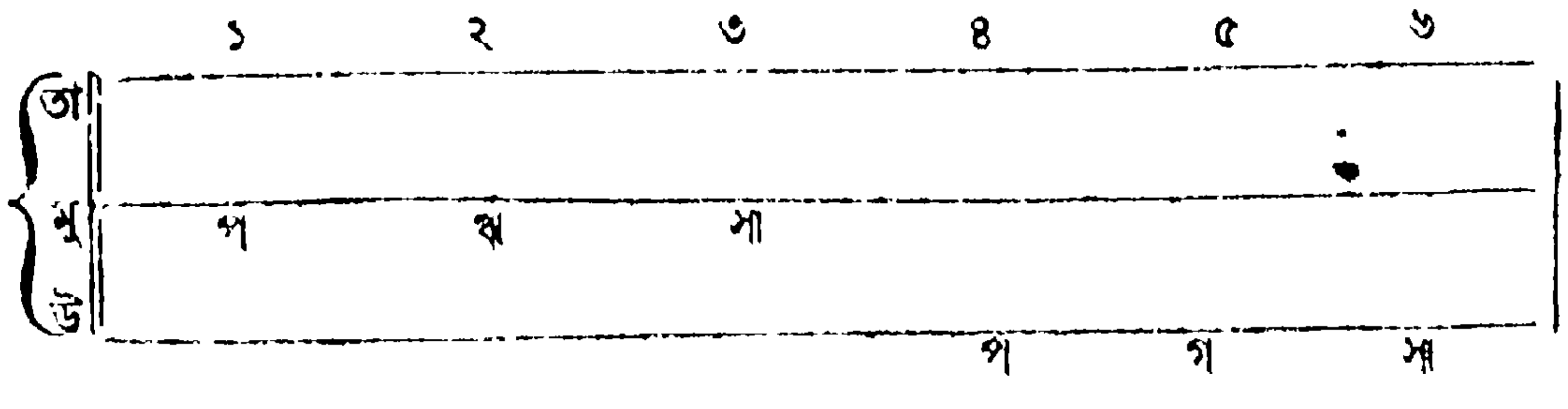

রবাবযন্ত্রে সারিকাবিন্যাস থাকে না, যন্ত্রটী স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের কেবল তর্জ্জনীতে মৎস্যের একখানি মোটা শল্ক অর্থাৎ আঁইস এক গাছি সূত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া তৎসহকারে তারের উপরে উপরে স্বরস্থানে ঘর্ষণ এবং দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপযোগে চন্দনকাষ্ঠের বা বংশনির্ম্মিত একটী কোণস্ (অর্থাৎ ত্রিভুজাকৃতি একখণ্ড ক্ষুদ্র ফলক, পারস্য ভাষায় ইহাকে জওয়া বলে) ধারণ করিয়া তাহার আঘাতযোগে বাজাইতে হয়। ইহার আঘাত গুলি কোলের দিকে না হইয়া তদ্বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল উল্টা আঘাতদ্বারাই ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। রবাবযন্ত্রের এইটী বিশেষ নিয়ম। বীণাজাতীয় অন্যান্য হিন্দু যন্ত্রের ন্যায় রবাবেও সার্দ্ধদ্বিসপ্তক স্বর সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। রবাবের যে যে তন্ত্র হইতে যে যে স্বর-নির্গত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

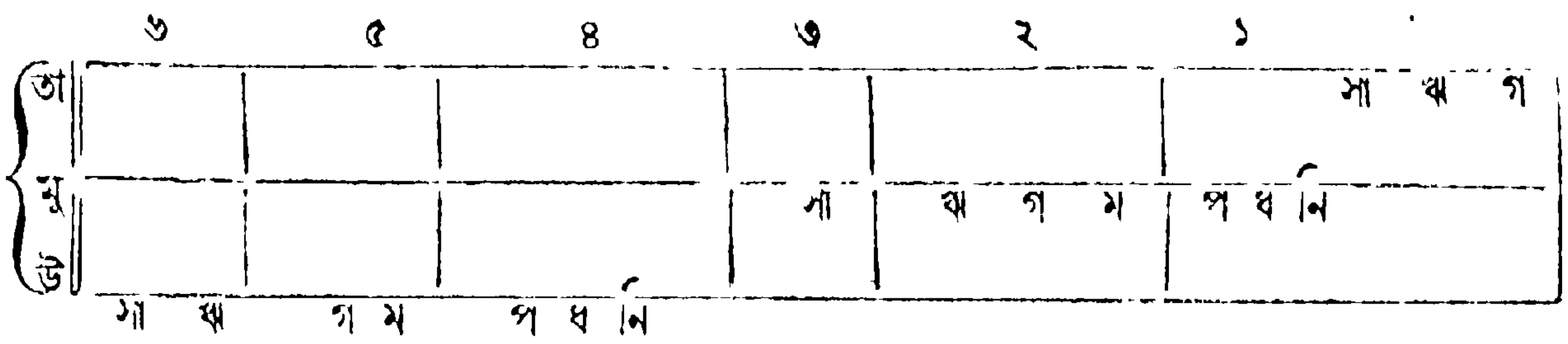

রবাবের ছয়টী তন্তুই নিয়মিতরূপে বাজিয়া থাকে। পশ্চিম হিন্দুস্থানের রামপুরপ্রভৃতি অঞ্চলে ইহার বহুলপ্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। আফ্‌গানস্থান ও পারস্যপ্রভৃতি দেশেও এই যন্ত্রটী রবাব নামেই প্রসিদ্ধ। আরবীয়েরা ইহাকে "রুবেব্" বলিয়া ব্যবহার করে। প্রসিদ্ধ আরবীয় শব্দশাস্ত্র-বেত্তা ফিরোজা বাদী মজদ্‌অল্‌দীন্ তাঁহার বিখ্যাত

অভিধান গ্রন্থে (কামুস্) লিখিয়াছেন যে, প্রায় সত সহস্র বৎসর অতীত হইল বস্দ্ গ্রাম-নিবাসী সঙ্গীত কুশলী আব্দ্দুলা এই যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করিয়া "রুবেব" এই নামকরণ করেন। উইলার্ড সাহেব বলেন, স্পেনিস্ গীটারের অবয়বের সহিত রবাবের অনেকাংশে সমতা আছে। ইউরোপীয় ম্যাণ্ডলিন্ প্রভৃতি প্রাচীন যন্ত্রসমুদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে ইহার অবয়বের অনেক সৌসাদৃশ্য দেখা যায়, বোধ হয় রুদ্র-বীণাই স্পেনিস্ গীটার ও ম্যাণ্ডলিন্ প্রভৃতি যন্ত্রের আদর্শ; যেহেতু রুদ্র-বীণা ইউরোপীয় উক্ত যন্ত্রসমূহ অপেক্ষা অনেক প্রাচীন।

সংখ্যা ৭।

শারদীয়-বীণা বা শরদ*।

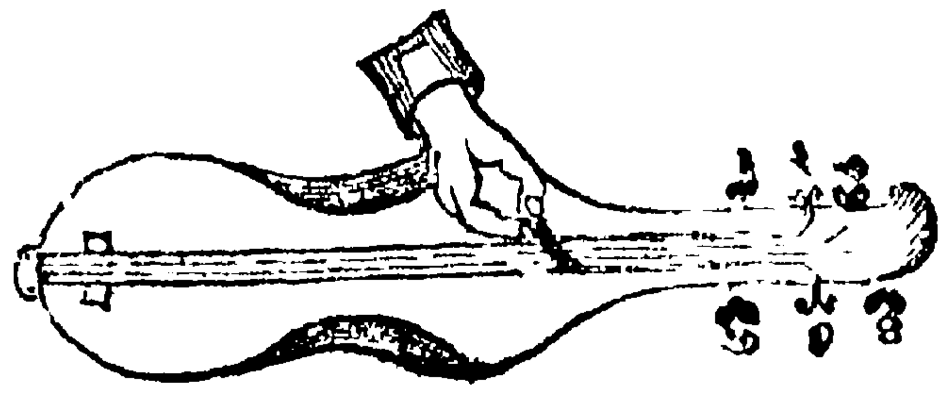

শারদীয়-বীণার দণ্ড হইতে খোল পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় অবয়বটী একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে, খোলটী আবার রবাবের মত গোধাদির চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। এই যন্ত্রেও রুদ্র-বীণার ন্যায় সারিকাবিন্যাস থাকে না এবং ইহাতে ছয়টী কীলকে বা কাণে ছয়গাছি তন্তু যথারীতি

* এই শব্দে পারস্য ভাষায় গান করা বুঝায়।

আবদ্ধ থাকে। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে ইহাতে তন্তর পরিবর্ত্তে লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত তারও সময়ে সময়ে যোজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু সচরাচর এরূপ পদ্ধতির বড় একটা ব্যবহার নাই। যন্ত্রদণ্ডের পার্শ্বে সাত হইতে একাদশ পর্য্যন্ত ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটী অতিরিক্ত কীলক সংযোজনা করা হয় এবং প্রত্যেকে পিত্তলাদি-ধাতু-নির্ম্মিত-তার আবদ্ধ থাকে, সেই তার গুলিকে পারস্য ভাষায় "তরফ্" ও সংস্কৃত ভাষায় "পার্শ্বতন্ত্রিকা" বলে। এই পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি নিয়মিত আঘাত দ্বারা বাদিত হয় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রধান ছয়টী তার-বাদন-কালে তাহাদিগের কম্পনেই এই অতিরিক্ত তার-গুলি ঝঙ্কারিত বা প্রতিধ্বনিত হয়। শরদের প্রধান তার ছয়টী। নিম্ন লিখিত নিয়মে তাহাদের বাঁধিবার রীতি দেখা যায়। যথা—

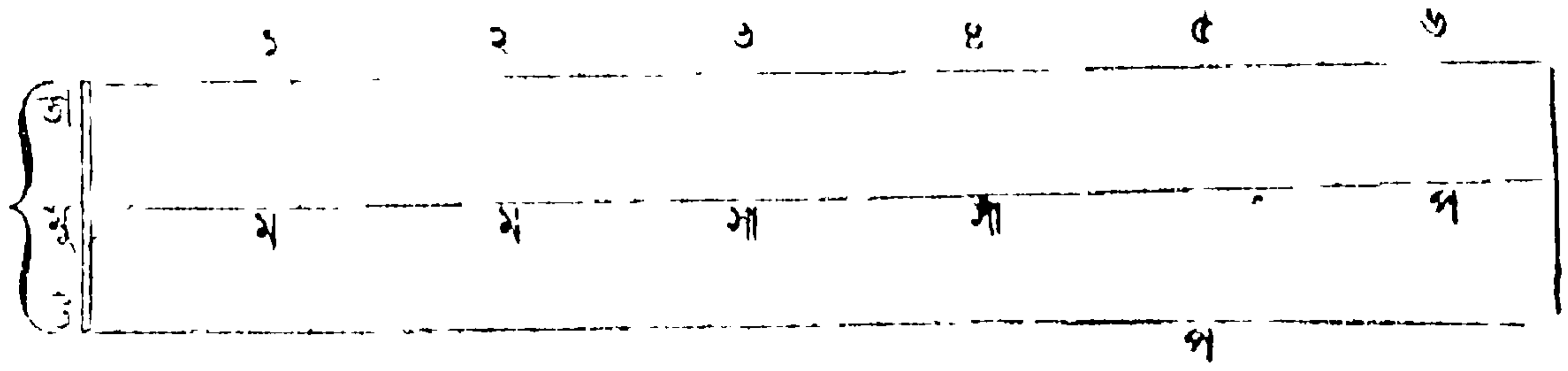

শরদ-যন্ত্র ক্রোড়ে স্থাপন করত সেতারাদি-যন্ত্রের ন্যায় বামহস্তে আলগে হা ঠেস্ রাখিয়া সারিকারহিত দণ্ডস্থ-কাষ্ঠ পট্টকের (পারস্য ভাষায় ইহাকে পট্রি কহে) স্বর-স্থানে তারের উপরে উপরে বামহস্তের অঙ্গুলি ঘর্ষণ এবং দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপ সহকারে রবাবাদিতে ব্যবহৃত জওয়ার ন্যায় অস্থির, কাষ্ঠের অথবা বংশ দ্বারা-নির্ম্মিত একটী জওয়া ধারণ

করিয়া তাহার আঘাতে ইহা বাজাইতে হয়। শরদ-বাদন-কালে বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ব্যতীত অপর চারিটী অঙ্গুলিরই ব্যবহার হইয়া থাকে। পরন্তু তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুইটী অঙ্গুলিরই অধিক ব্যবহার দেখা যায়। শরদে নিম্নলিখিত নিয়মে সার্দ্ধ-দ্বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা——

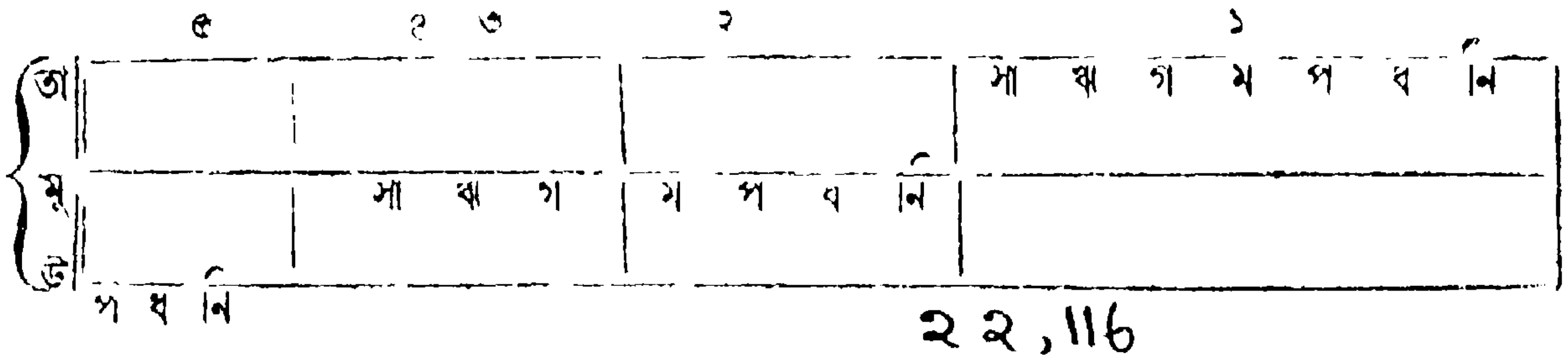

২২,118

অন্যান্য যন্ত্রাপেক্ষা শরদ-যন্ত্রের তার-যোজনায় কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে। ইহার এক ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট দুইটী তার এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্ট দুইটী তার ইহারা পরস্পর সন্নিকটে ও সমস্বরে আবদ্ধ থাকে। সমস্বরে আবদ্ধ এই দুই দুইটী তার একত্র অঙ্গুলি-ঘর্ষণে ব্যবহৃত হয়। পাঁচ ও ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তার-দ্বয় পৃথগ্‌ভাবে যোজিত ও বাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাতে ছয়টী তার সত্ত্বেও এক ও দুইচিহ্নবিশিষ্ট তার দুইটী সমস্বরে বদ্ধ এবং একত্র ধ্বনিত হয় বলিয়া একটীরই ন্যায় কার্য্যকারী হয় এবং তিন ও চারিচিহ্নবিশিষ্টতার দুইটীও এই রূপ। সুতরাং এই চারিটী তারে দুই তারের কার্য্য সম্পন্ন করে। বস্তুগত্যা ইহার চারিটী মাত্র তারই কার্য্যোপযোগী। প্রয়োজনীয় এই চারিটী তারের মধ্যে আবার ছয়চিহ্নবিশিষ্ট তারটী কেবল সুর-যোগ দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উপরে এই প্রকার রীতিতেই স্বরলিপি প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে সেতারাদির ন্যায় শরদ-যন্ত্রের বড় অধিক ব্যবহার দেখিতে

পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশেই ইহার সমধিক আদর আছে। যবন-রাজাদিগের রাজত্বকালে এই যন্ত্রটী যাত্রিক যন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, যখন রাজগণ বায়ু সেবন বা অন্য কোন কার্য্য নিবন্ধন বহির্গমন করিতেন, সেই সময়ে হস্তী বা উষ্ট্রের-পৃষ্ঠে শরদ-যন্ত্র স্থাপিত ও তাঁহাদিগের অগ্রে অগ্রে বাদিত হইত। পরন্তু এক্ষণে এই যন্ত্রটী তৎ-পরিবর্ত্তে সভ্য-যন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। কখন কখন এমনও হয় যে, শারদিকেরা ইহার সমস্বরে কণ্ঠ মিলাইয়া সভাতে গানও করিয়া থাকেন। শরদ-যন্ত্র কি স্বতঃসিদ্ধ, কি অনুগতসিদ্ধ উভয় ভাবেই এক প্রকার বড় মন্দ লাগে না। তবে মহতী, কচ্ছপী বা রুদ্র-বীণার সদৃশ নহে, শরদের ধ্বনি অপেক্ষাকৃত কিছু নীরস ও কর্কশ বোধ হয়। আফ্গান-স্থান ও আরব প্রভৃতি আসিয়াস্থ অনেক দেশে শরদ প্রচলিত আছে, কিন্তু আরবীয়শরদ ভারতবর্ষীয়শরদ অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং উভয়ের অবয়বগতও কিঞ্চিৎ তারতম্য আছে, সংজ্ঞাগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। শরদ-যন্ত্র কিঞ্চিন্মাত্র অবয়ব ভেদে মিশর দেশে গুস্যা নামে প্রচলিত আছে।

সংখ্যা ৮।

স্বর-শৃঙ্গার বা সুর-শৃঙ্গার।

এই যন্ত্রের খোলটী শরদ বা রবাবের ন্যায় একখানি অভিন্ন কাষ্ঠদ্বারা প্রস্তুত না হইয়া সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায়

অলাবু-নির্ম্মিত হয়। ঐ অলাবুর উপরে সেতারাদির ন্যায় কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একখানি ধ্বনি-পট্টক (পারস্য ভাষায় ইহাকে তবলি বলে) দেওয়া আছে; উক্ত ধ্বনি-পট্টকের উপর হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত একখানি তন্ত্রাসন (পারস্য ভাষায় যাহাকে সওয়ারি কহে) এবং পূর্ব্বকথিত অলাবুটীতে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটী দণ্ড যোজিত থাকে; আবার ঐ দণ্ড বা ডাণ্ডির উপরে একখানি সমতল লৌহপট্টক (হিন্দি ভাষায় ইহাকে পট্‌রি কহে) আছে, ধ্বনির আধিক্য করণ-জন্য দণ্ডের পরপার্শ্বেও অপর একটী অলাবু মহতী-বীণার ন্যায় যোজিত হয়। সুর-শৃঙ্গারের ছয়টী কীলকে বা কাণে তিনটী লৌহের এবং তিনটী পিত্তলের সাকল্যে ছয়টী তারের ব্যবহার দেখা যায় এবং ঐ তার কয়েকটী নিম্নলিখিত নিয়মে বাঁধা গিয়া থাকে। যথা—

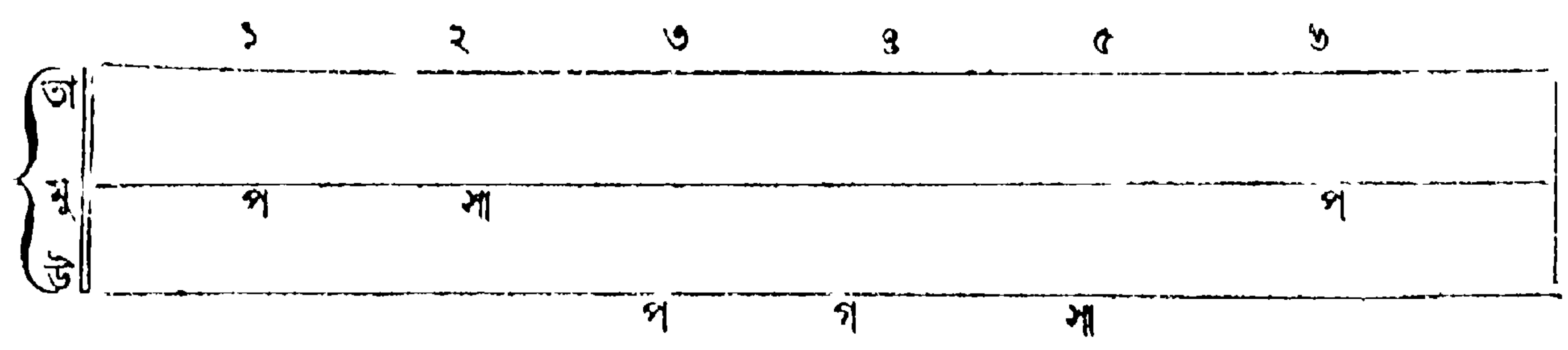

সুর-শৃঙ্গারে সারিকাবিন্যাস নাই, রবাব-যন্ত্রের ন্যায় এই যন্ত্রটীও স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বামহস্তের তর্জ্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলি লৌহপট্টকোপরিস্থ-তারের উপরে উপরে ঘর্ষণ করত দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলির টীপ-যোগে লৌহ-নির্ম্মিত-কোণস্ ধারণ করিয়া রবাবের প্রণালীতে বাজাইতে হয়, ইহাতে নিম্নে প্রদর্শিত প্রথানুসারে সার্দ্ধ-দ্বিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হয়। যথা——

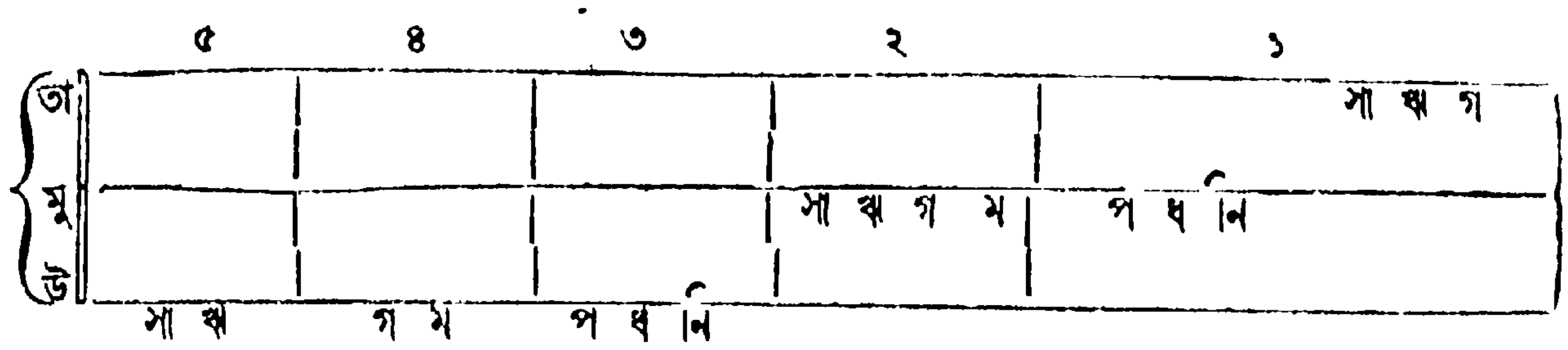

মহতী, কচ্ছপী ও রুদ্র এই তিন-জাতীয়-বীণার মিশ্রণে সুর-শৃঙ্গারের উৎপত্তি। প্রসিদ্ধ বীণকার পিয়ার খাঁ এই যন্ত্রটী প্রস্তুত করেন। এই যন্ত্রের নিম্নের অলাবু-নির্ম্মিতখোল, ধ্বনি-পট্টক ও তন্ত্রাসন এই তিনটী অংশ অবিকল কচ্ছপী-সদৃশ, দণ্ডটী রুদ্র-বীণার অনুকৃত, ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, রুদ্র-বীণার পট্রি খানি কাষ্ঠনির্ম্মিত, সুর-শৃঙ্গারের পট্রি খানি তৎপরিবর্ত্তে লৌহ-নির্ম্মিত হয় এবং পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দণ্ডের অপর প্রান্তে অবিকল মহতী-বীণার অনুকরণে আর একটী অলাবু যোজিত থাকে। রুদ্র-বীণাতে তন্ত ব্যবহার করে, ইহাতে তন্তর বিনিময়ে সেতারাদির ন্যায় লৌহাদিধাতুময় তার আবদ্ধ করা যায়; কিন্তু তার-যোজনা, সুরবন্ধন-পদ্ধতি, ধারণ এবং বাদন-প্রণালী সকলই প্রায় রুদ্র-বীণার অনুরূপ। যাহাই হউক, সুর-শৃঙ্গার গুণ-গরিমা বা বন্ধন-সম্বন্ধে কি মহতী-বীণা, কি কচ্ছপী-বীণা, কি রুদ্র-বীণা এই তিনের কাহারই সদৃশ নহে, ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত অনেক মৃদু এবং স্বল্পক্ষণস্থায়ী।

সংখ্যা ৯।

সুর-বাহার।

সুর-বাহার-যন্ত্র কচ্ছপী-বীণারই অবয়বভেদমাত্র, এতদুভয়ের মধ্যে পরস্পরের এই বিশেষ যে, সুর-বাহারের ধ্বনি-কোষ কখন কখন কাষ্ঠনির্ম্মিতও হইয়া থাকে এবং পরিমাণেও কচ্ছপী হইতে কিছু বৃহৎ হয়। কচ্ছপীতে যেমন সাতটী কীলক থাকে, সুর-বাহারেও তদনুযায়ী সাতটী কীলক সংলগ্ন আছে, এবং ঐ সাতটী কীলকে কচ্ছপীর অনুরূপ ধাতুনির্ম্মিত সাতটী তারও সংবদ্ধ করা যায়। অধিকন্তু ইহাতে তরফ্ ব্যবহৃত হয়, সেই তরফ্গুলি দণ্ডপার্শ্বে সংলগ্ন একখানি কাষ্ঠ-খণ্ডে সংযোজিত অতিরিক্ত কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীলকে সংবদ্ধ থাকে। তরফ্ বা পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি পিত্তল-নির্ম্মিত হওয়া উচিত। প্রধান সাতটী তার স্থাপনের নিমিত্তে ধ্বনি-পট্টকের উপরে যেমন একখানি তন্ত্রাসন থাকে, এই পার্শ্বতন্ত্রিকা গুলি সংস্থাপন জন্য ও অপর একখানি অতিরিক্ত ক্ষুদ্র তন্ত্রাসন দিতে হয়। এই তন্ত্রাসন খানি প্রধান তারের তন্ত্রাসন হইতে প্রায় অর্দ্ধহস্ত অন্তরে উপরের দিকে প্রধান তারের নীচে স্থাপিত থাকে। এই যন্ত্রের ধারণ ও বাদন-ক্রিয়া কচ্ছপীরই অনুরূপ। সুর-বাহারের তারবন্ধন, স্বরগ্রাম-প্রণালী, সারিকা-বিন্যাস ইত্যাদি ও কচ্ছপীর অনুকৃত; অপরন্তু পার্শ্ব-তন্ত্রিকা গুলি বাদকের ইচ্ছাধীন স্বরে বদ্ধ হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে সাতটী বিশেষ তার কচ্ছপীর ন্যায় বাদিত হয়, পার্শ্ব-

তন্ত্রিকা গুলি তৎসহকারে কেবল প্রতিধ্বনিত হয় এইমাত্র। সুরবাহার কচ্ছপীহইতে অবয়বে বৃহৎ; সুতরাং ইহার ধ্বনিও পরিমাণানুরূপ গম্ভীর, মিস্ট, সুশ্রাব্য এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী। কচ্ছপীও উত্তমশিল্পীদ্বারা নিয়মানুযায়িক কিঞ্চিৎ বৃহৎ আকারে নির্ম্মিত হইলে তাহার ধ্বনিও সুর-বাহার অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন হয় না। বস্তুতঃ কচ্ছপীই সুর-বাহারের মূল আদর্শ। সুর-বাহার অতি আধুনিক যন্ত্র, প্রায় ৫০ বৎসর গত হইল প্রসিদ্ধ বীণকার-পিয়ারখাঁর ছাত্র গোলামমহম্মদখাঁ সুর-বাহারযন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। গোলামমহম্মদখাঁ লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সভায় বীণকার ছিলেন।

সংখ্যা ১০।

বিপঞ্চী-বীণা।

বিপঞ্চী-বীণা দেখিতে অনেকাংশে কিন্নরী-বীণার ন্যায়, বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার ধ্বনি-কোষটী ডিম্ব, শুক্তি অথবা ধাত্বাদি অন্য কোন পদার্থের না হইয়া বিভিন্ন প্রকার অবয়ববিশিষ্ট একজাতীয় ক্ষুদ্র অলাবুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। (এই জাতীয় অলাবুকে বাঙ্গালা ভাষায় তিত লাউ বলে) বিপঞ্চীর পরিমাণ, তারসংখ্যা, সারিকাবিন্যাস, স্বর-বন্ধন, ধ্বনিমাধুর্য্য, ধারণপ্রণালী এবং বাদনাদির নিয়ম এতৎ সমুদায়ই কিন্নরীসদৃশ। পুরাকালে বিপঞ্চী-বীণাতে

সাতটী তার সংযোজিত হইত, কিন্তু এক্ষণে পাঁচটীর অধিক তার ইহাতে ব্যবহৃত হয় না।

সংখ্যা ১১।

নাদেশ্বর-বীণা।

নাদেশ্বর-বীণার ধ্বনিকোষ ও ধ্বনিপট্টক দেখিতে অবিকল ইউরোপীয় বাহুলীন-যন্ত্রের সদৃশ, এবং ইহার দণ্ড, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধনপ্রণালী, সারিকাবিন্যাস, ধ্বনির পারিপাট্য প্রভৃতি অপর সমুদায়ই কচ্ছপীর তুল্য। এই যন্ত্রটী অতি আধুনিক, বাহুলীন ও কচ্ছপী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি।

সংখ্যা ১২।

ভরত-বীণা।

ভরত-বীণার নাম শ্রবণমাত্র অনেকেই ইহার যৌগিক (অর্থাৎ ভরতঋষিপ্রণীতবীণা) এই অর্থ গ্রহণ করিয়া ইহাকে সংস্কৃত শাস্ত্রানুমত অতি প্রাচীন যন্ত্র মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, এটী অতি আধুনিক-যন্ত্র। রুদ্র-বীণা এবং কচ্ছপী এতদুভয়ের মিশ্রণেই ইহার উৎপত্তি। ভরত-বীণার ধ্বনিকোষটী অবিকল রুদ্র-বীণার মত কাষ্ঠনির্ম্মিত ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং দণ্ড, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন,

ধারণ ও বাদনপ্রণালী এতৎ সমুদায়ই কচ্ছপীর অনুরূপ। অধিকন্তু এই যন্ত্রে পিত্তল-নির্ম্মিত কয়েকটী পার্শ্বতন্ত্রিকা সংযোজিত থাকে, সেই সকল পার্শ্বতন্ত্রিকা পৃথগ্‌ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরত-বীণার নায়কী তারটী লৌহের, কিন্তু অপরাপর তার-গুলি কোন ধাতুর না হইয়া তন্তুময় হইয়া থাকে। পরন্তু ইহার ধ্বনির মধুরতা কি রবাব, কি কচ্ছপী ইহাদের কাহারই সদৃশ নহে, অপেক্ষাকৃত অনেক নীরস।

সংখ্যা ১৩।

তুম্বুরু-বীণা বা তম্বুরা।

তুম্বুরু-বীণা একটী অলাবু-নির্ম্মিত খর্পর বা ধ্বনিকোষ, একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত দণ্ড ও কাষ্ঠের ধ্বনিপট্টক প্রভৃতিদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। তুম্বুরুগন্ধর্ব্ব এই যন্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা। গীত বা বাদ্যের সময় সুরবিশ্রাম না হইবার জন্যই এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে দুইটী পিত্তলের ও দুইটী লৌহের সাকল্যে চারিটী মাত্র তার থাকে, এবং সেই চারিটী তার নিম্নলিখিত নিয়মে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

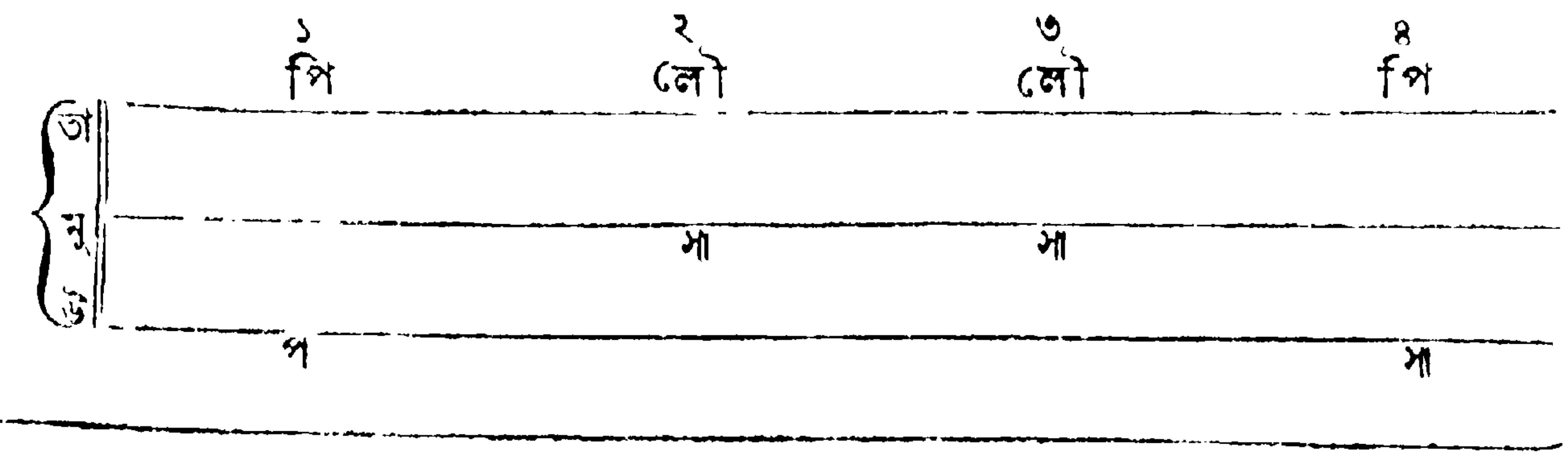

এই যন্ত্রের চারিটী তার উপরে লিখিত স্বরলিপির অনুযায়ী যে যে স্বরে আবদ্ধ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন স্বরই ইহাতে প্রদর্শিত হইতে পারে না, তবে গায়কগণ রাগবিশেষ গান করিবার সময়ে কখন কখন এক-চিহ্ন বিশিষ্ট তারটীকে উদারার পঞ্চমের পরিবর্ত্তে উদারার মধ্যম করিয়াও বাঁধিয়া থাকেন, কিন্তু অপর তিনটী তারের কোন পরিবর্ত্ত করেন না। ভারতবর্ষীয় তুম্বুরু বীণাতে সারিকা-বিন্যাস থাকে না। বাদকগণ এই যন্ত্রের দণ্ডটী দক্ষিণহস্তের অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি সহকারে নিজ নিজ সুবিধা মত সরলভাবে বা স্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া তর্জ্জনীদ্বারা ক্রমান্বয়ে এক একটী তার অবিচ্ছেদে বাজাইয়া থাকেন; কোন কোন বাদককে এক-চিহ্ন-বিশিস্ট তারটীকে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারাও বাজাইতে দেখা যায়। তুম্বুরু-বীণাতে কোণসাদি কিছুরই প্রয়োজন করে না, শুদ্ধ অঙ্গুলীর আঘাতেই তারগুলি ধ্বনিত হইয়া থাকে। বীণাজাতীয় যাবতীয় যন্ত্রের বাদন অপেক্ষা তুম্বুরু-বীণার বাদন অতি সহজ এবং স্বল্পায়াসসাধ্য। পারস্যদেশেও তুম্বুরু-বীণার বিশেষ প্রচলন আছে, তদ্দেশীয়েরা ইহাতে ছয়টী তার এবং পঞ্চবিংশ খানি সারিকা ব্যবহার করিয়া থাকেন। তুরুষ্কদেশীয় কোন কোন তুম্বুরু-বীণাতে আটটী তার, পঞ্চত্রিংশৎ খানি সারিকা, কোন কোনটীতে নয়টী তার, চতুশ্চত্বারিংশৎ খানি সারিকা এবং কোন কোনটীতে বা দশটী তার এবং সপ্তচত্বারিংশৎ খানি সারিকা যোজিত থাকিতে দেখা যায়। তুরুষ্কদেশে প্রচলিত তুম্বুরু-বীণার সারিকাগুলি লৌহাদি ধাতুর না হইয়া

প্রায়ই চতুর্গুণ বিনাইত-তন্তু-নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং সেই সারিকাগুলি আরবদেশীয় স্বরগ্রামানুযায়িক বিন্যস্ত। আরবদেশে এই যন্ত্রটীই কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে "ওউড" নামে প্রচলিত আছে। স্যার গার্ডনর্ উইল্‌কিন্‌শন্ বলেন খৃঃ জন্মের ১৫৭৫ বৎসর পূর্ব্বে মিসরদেশেও এই যন্ত্রের প্রচার ছিল, হাইরোগ্লিফিক্ লিখন প্রণালীর চিত্রময় প্রতিকৃতি দৃষ্টে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয় *। কিন্তু আধুনিক আদিম মৈসরেরা এই যন্ত্র বড় একটা ব্যবহার করে না, তবে গ্রীক্, ইহুদী, আর্ম্মেনিয়ান্, তুর্কী প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন দেশীয় লোক তথায় গিয়া বসতি করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে ইহার বহু ব্যবহার দেখা যায়। মিস্টার বনোমি বলেন এসিরিয়াদেশেও পূর্ব্বে তুম্বুরু-বীণা প্রচলিত ছিল, কিন্তু আমাদের দেশপ্রচলিত তুম্বুরু-বীণাতে ব্যবহৃত কীলকের পরিবর্ত্তে দুইটী আলম্বক অর্থাৎ থোব্‌না দেওয়া থাকিত এবং ঐ দুইটী থোব্‌নার সহিতই তার সংযোজিত হইত। এসিরিয়িকেরা মিজ্‌রাপদ্বারা উহা বাজাইত। এখন পর্য্যন্তও তুরুষ্কদেশের অন্তর্গত টাইগ্রীস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীতীরস্থ এসিরিয়িকদিগের মধ্যে তম্বুরা যন্ত্রের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায় †। দক্ষিণ ইটালীয় কৃষকেরাও এই যন্ত্রটীকে কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে "কেলেসিয়ান্" নামে ব্যবহার করে। তুম্বুরুজাতীয় "কেলেসিয়ান্" যন্ত্রে

* An Introduction to the study of the Egyptian Hieroglyphs, by Samuel Birch, London, 1857, P 225.

† Nineveh and its Palaces, by J. Bonomi, London, 1853, P. 231.

দুইটী মাত্র তন্তু-নির্ম্মিত তার যোজিত থাকে। সুবিখ্যাত সঙ্গীত গ্রন্থকার ডাক্তার বার্ণি এই জাতীয় যন্ত্রের বিষয় তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯৬ পৃষ্ঠায় যথোচিত নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এই তুম্বুরু যন্ত্রই কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে চীনদেশে "সান্সীন্" এবং জাপানে "সামসীন্" নামে বিখ্যাত। এই উভয়দেশীয় তুম্ব্‌রুর ধ্বনিপট্টকটী তত্তদ্দেশীয় সর্পবিশেষের চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং তাহাতে তিনটী মাত্র তার যোজিত থাকে। তত্রত্য লোকেরা উক্ত যন্ত্র কোণস্‌দ্বারা বাজায়। মিষ্টার হোমেয়ার ডি হেল্ সাহেব বলেন তাতারদেশে কাস্পিয়ান্ হ্রদের তীরবাসী কাল্মক্ জাতিদের মধ্যে ও তুম্বুরু-সদৃশ যন্ত্র অপ্রচলিত নাই। রুষিয়াদেশেও এই প্রকার যন্ত্র " ব্যালালাইকা " নামে প্রসিদ্ধ ছিল *। " ব্যালালাইকা " যন্ত্র পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই তথায় নীত হয়, আমরাও একথা অযৌক্তিক বোধ করি না। পুরাকালে ভারতবর্ষে " বল্লরিকা " নামে যে এক বিধ বীণা প্রচলিত ছিল, বোধ হয় " বল্লরিকাই " নামাপভ্রংশে তথায় " ব্যালালাইকা " নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে।

---

* Stuttgart, 1857, P. 227.

সংখ্যা ১৪।

কানুন।

কানুন এক প্রকার বহুতন্ত্রবিশিষ্ট তত যন্ত্র। এই যন্ত্রের উৎপত্তিস্থান লইয়া সঙ্গীতগ্রন্থকর্ত্তারা নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আখোয়াল্ উস্‌সোফা নামক একজন পারসিক সঙ্গীতগ্রন্থকার বলেন যে, আরবদেশই এই যন্ত্রের আদি উৎপত্তিস্থান। খৃষ্টের প্রথম শতাব্দীতে আরবদেশে নিকোমেকাস্ নামক যে অন্যতর বিখ্যাত সঙ্গীত-বিৎ পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার মতে মিসরদেশেই ইহার প্রথম সৃষ্টি হয়। অন্যান্য সঙ্গীতবেত্তাদিগের মধ্যেও এইরূপ বিস্তর মতভেদ লক্ষিত হয়, কিন্তু উক্ত পণ্ডিতগণ যে, কি কারণে এবং কি বিশেষ প্রমাণ দৃষ্টে কানুনের প্রথম উৎপত্তিস্থানঘটিত মতভেদ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা সহজ বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের বিবে-চনায় এই ভারতবর্ষেই কানুনের প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহার প্রমাণ এই যে, অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে শততন্ত্র বিশিষ্ট এক প্রকার বীণা প্রচলিত ছিল, শাস্ত্রকারেরা তাহাকে "শততন্ত্রীবীণা" এই আখ্যা প্রদান করেন। ঋক্‌বেদে কথিত আছে যে, মহর্ষি কাত্যায়ন * উক্ত জাতীয় বীণার প্রথম

* পাণিনি মুনির কিছু দিন পরে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের চারি শত বৎসর পূর্ব্বে যৎকালে পাটলিপুত্র নগরে নন্দ নামক রাজা রাজত্ব করেন সেই সময়েই ভারত-বর্ষে কাত্যায়ন ঋষি প্রাদুর্ভূত হন। জন্ গ্যারেট্‌কৃত হিন্দু জাতির পুরাবৃত্ত, শিল্প, সাহিত্যাদি বিষয়ক অভিধানে কাত্যায়ন এবং বররুচি শব্দ দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টিকর্ত্তা। কাত্যায়নঋষিকর্ত্তৃক প্রথম সৃষ্ট হয় বলিয়া অনেকেই উহাকে কাত্যায়নবীণা বলিয়া ব্যবহার করিত। মধ্যে কোন বিশেষ বিপ্লবে উক্ত যন্ত্র ভারতবর্ষে নামমাত্রে পর্য্যবসিত হয়। মিসরবাসীরা যে সময়ে বাণিজ্যোপলক্ষে সর্ব্বদা ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত, সেই সময়েই জনৈক মৈসরবণিক্‌কর্ত্তৃক কাত্যায়নবীণা ভারতবর্ষ হইতে তদ্দেশে নীত হয়। একথা যে কেবল আমরাই বলিতেছি এমন নহে, ফ্রান্সদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মাষ্টার ভিলেটিউ (Velleteau) মিসরদেশের সঙ্গীত সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত লিখিবার সময়ে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, মৈসরেরা ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে কাত্যায়নবীণা স্বদেশে লইয়া গিয়া তাহারই অনুকরণে স্বদেশপ্রসিদ্ধ কাতুন নামক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। অনন্তর আরবীয়েরা মৈসরনির্ম্মিত কাতুন যন্ত্র তথা হইতে স্বদেশে লইয়া গিয়া কানুন নাম প্রদান করেন *। ইহুদীজাতীয় সঙ্গীতবিৎ সলোমেনের মতে খৃষ্ট জন্মিবার পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে

* কাত্যায়নবীণাই যে, দেশভেদে সংস্কৃত নামাপভ্রংশে কোন স্থানে কাতুন, কোন স্থানে কানুন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে একথা অযৌক্তিক নহে, যেহেতু আমাদিগের প্রচলিত ভাষাই নামাপভ্রংশে এই বঙ্গ দেশেই নানা স্থানে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে। যেমন বঙ্গ হইতে বাঙ্গালা, লবণ হইতে নুণ, যশোহর অঞ্চলে নোণ, ঘৃত হইতে ঘি, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় গৃত বা গি, বৃদ্ধ হইতে বুড়া, মেদিনীপুর অঞ্চলে বুঢ়া, এরণ্ড হইতে ভেরেণ্ডা, প্রস্তর হইতে পাতর, মক্ষিকা হইতে মাচী বা মাছী, বক্ত্র হইতে ব্যাঁত (বগড়ি ও মেদিনীপুর অঞ্চলে এই ব্যাঁত শব্দ ব্যবহৃত হয়) ইত্যাদি। এই সকল প্রমাণ দৃষ্টে ভাষাবিজ্ঞাতৃ মহোদয়গণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যে, যখন এক দেশের ভাষা স্থানভেদে নানারূপ ধারণ করিয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় কাত্যায়নবীণা শতযোজন বিস্তীর্ণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ হওয়া সঙ্গত কি না?

মিসরদেশেই কাতুন প্রথম উৎপন্ন হয়। মিসরীয় কাতুনের দৈর্ঘ্য চল্লিশ পর্ব্ব, প্রস্থ ষোড়শ পর্ব্ব এবং বেধ দুই পর্ব্বমাত্র হইয়া থাকে, ইহাতে বায়াত্তরটী কীলকে বায়াত্তর গাছি তন্তু আবদ্ধ হয় এবং কীলকাদি সহিত সমুদায় যন্ত্রটী একটী কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে সংস্থাপিত থাকে।

মাষ্টার ভিলেটিউ সাহেবের মতানুসারে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কাতুন যন্ত্র মিসর হইতে আরবে নীত ও কানুন নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাষ্টার লেন সাহেব বলেন যে, খৃষ্ট জন্মিবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আরবদেশেই কানুন প্রস্তুত হইয়াছিল। আরবীয় কানুনের চল্লিশটী কীলকে চল্লিশ গাছি তার যোজিত এবং সমুদায় যন্ত্রটী পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে একটী বাক্সমধ্যে স্থাপিত থাকে। তৎপরে পারসিকেরা আরবদেশ হইতে উক্ত যন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে আর দুইটী অতিরিক্ত তার যোজনা করত সাকল্যে বিয়াল্লিশটী তারবিশিষ্ট কানুনযন্ত্র ব্যবহার করে। কালক্রমে ভারতবর্ষের অতি গৌরবের সামগ্রী সেই কাত্যায়ন বীণাই দেশভেদে নাম ও অবয়বভেদ প্রাপ্ত হইয়া পারসিক বণিক্‌দ্বারা এই ভারতবর্ষে পুনরানীত হয়! হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, এখন কোথায় সেই কাত্যায়ন-বীণা, কোথায় তাহাতে শততন্তু যোজনা এবং কোথায়ইবা তৎপ্রণেতা মহর্ষি কাত্যায়ন! খৃষ্টের তিন শত সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রীসের অন্তঃপাতী মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর আলেক্‌জাণ্ডার কি অশুভক্ষণেই এই স্বর্ণভূমি ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন, উক্ত মহাত্মার

পাদস্পর্শ হইতে না হইতেই ভারতের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরকালের জন্য অস্তমিত হইল। তদবধিই এই মহারাজ্যের স্বাধীনতা-লোপ, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি শাস্ত্রের দুরবস্থা, সঙ্গীতশাস্ত্রের ক্ষয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই কাত্যায়ন প্রভৃতি নানা জাতীয় বীণা ও অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের বিনাশ হয়।

পারসিক ইতিবৃত্তলেখক আলেক্‌জাণ্ডার চটস্কো সাহেব বলেন যে, খৃষ্টের আট শত বৎসর পরে কানুন যন্ত্র কোন কোন অংশে পরিবর্ত্তিত হইয়া ভারতবর্ষে পুনর্ব্বার আনীত ও স্থাপিত হয়। অধুনাতন ভারতবর্ষীয় কানুনের দৈর্ঘ্য প্রায় দুই হস্ত, প্রস্থ প্রায় এক হস্ত এবং বেধ অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশব্যবহৃত কানুনে সচরাচর প্রায় বাইশটীহইতে ত্রিশটীপর্য্যন্ত তার যোজিত থাকিতে দেখা যায়। সেই তারগুলি লৌহাদিধাতুনির্ম্মিত। আধুনিক ভারতীয় কানুনের তারগুলি মিসর, আরব প্রভৃতি দেশীয় কানুনের ন্যায় একটী কাষ্ঠের বাক্সের মধ্যে উভয় পার্শ্বে কীলকদ্বারা আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র সমতল স্থানে স্থাপন-পূর্ব্বক কোণস্‌বিশিষ্ট দুই হস্তের চারিটী চারিটী করিয়া আটটী অঙ্গুলিদ্বারা বাজাইতে হয়। কানুনের দ্বাবিংশতি সংখ্যক তার নিম্নলিখিত স্বরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

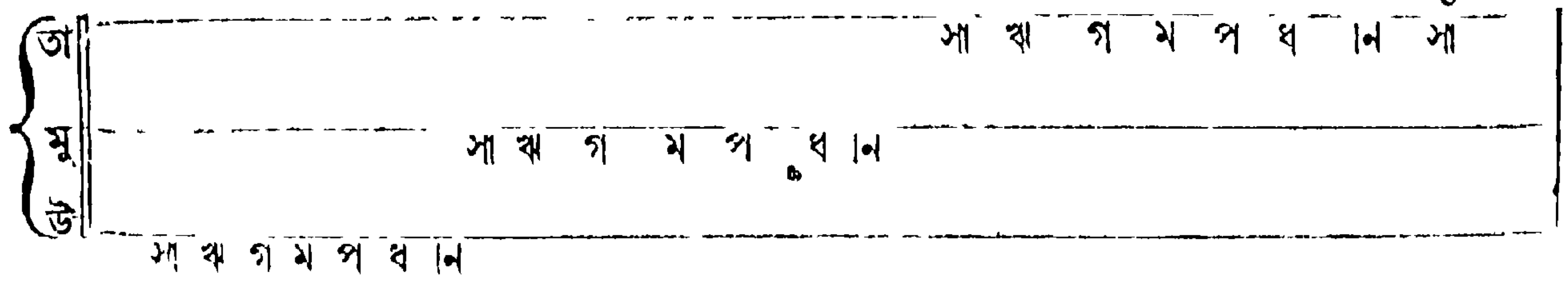

অথবা।

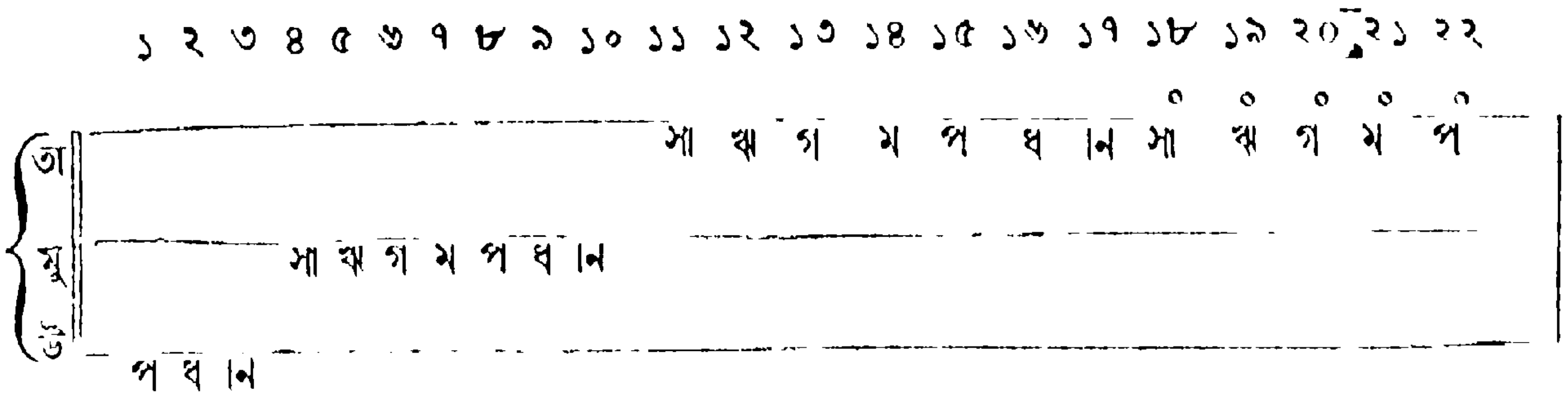

উপরে লিখিত প্রথম স্তবকটীতে বাইশটী তারের মধ্যে প্রথম সাতটী উদারা সপ্তকের সপ্ত স্বরে, দ্বিতীয় সাতটী মুদারা সপ্তকের সপ্ত স্বরে, তৃতীয় সাতটী তারা সপ্তকের সপ্ত স্বরে এবং দ্বাবিংশসংখ্যক তারটী তারার উচ্চ সপ্তকের শুদ্ধ সা, সাকল্যে এই বাইশটী স্বরে, আবদ্ধ আছে। তাহা হইলেই এই যন্ত্রে স্বাভাবিক তিনটী পূর্ণ সপ্তক ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ সপ্তকের সা মাত্র পাওয়া যায় এবং তারার উচ্চ সপ্তকের স্বর জ্ঞাপনার্থ সেই স্বরের মস্তকোপরি একটী বিন্দু স্থাপিত করা গিয়াছে। দ্বিতীয় স্তবকটীতে উদারার পঞ্চম হইতে তারার উচ্চ সপ্তকের পঞ্চম পর্য্যন্ত স্বর পাওয়া যায় *।

এড্‌ওয়ার্ড্ এফ্ রিম্বল্‌ট্ এল্ এল্ ডি (Edward F. Rimbault L.L.D) সাহেবকৃত পিয়ানযন্ত্রের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, ইহুদীদিগের দেশে কানুনযন্ত্র "নাবি" অথবা "সাল্‌টরি" † (Psaltery) নামে বিখ্যাত ছিল। রোসেলিনি বলেন,

* বাদকগণ প্রয়োজনানুসারে ঐ বাইশটী স্বরই কোমল ও তীব্রভাবে বিকৃত করিয়া লইতে পারেন।

† ডল্‌সিমার নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র সাল্‌টরির প্রকার ভেদে তৎকালে প্রস্তুত হইত ডল্‌সিমারের আকার ত্রিকোণ, ইহা প্রায় অষ্টাদশ

প্রসিদ্ধ সলমান ভারতবর্ষ হইতে মেহগনী কাষ্ঠ (সংস্কৃত ভাষায় যাহাকে নন্দিককাষ্ঠ বলে) আনাইয়া সাল্‌টরিযন্ত্র প্রস্তুত করাইতেন। ইহুদীয় সাল্‌টরি যন্ত্রে ১০টী, ১২টীর অধিক তার প্রায় থাকিত না। সাল্‌টরি, হার্‌প্‌, লাইয়ার, শাম্বূক * প্রভৃতি যন্ত্র, সমুদয়ই প্রায় এক জাতীয়, তবে নির্ম্মাণগত ও উপাদানগতভেদে ধ্বনির তারতম্য লক্ষিত হইয়া থাকে। ১১১৮ খৃষ্ট অব্দে নানাবিধ সাল্‌টরির চিত্রময় প্রতিরূপ প্যারিসের কৌতুকাগারে প্রদর্শিত হইয়াছিল। (MS) তৎকালে স্পেনদেশে উক্ত যন্ত্রকে কণ্টিকম্ বলিত, অন্যান্য বীণাজাতীয় যন্ত্রের ন্যায় অঙ্গুলিত্র অথবা কেবলমাত্র অঙ্গুলিদ্বারা সাল্‌টরি বাজান রীতি ছিল।

অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং ইহাতে পঞ্চাশটী তার একটী সেতুর উপর দিয়া কীলকে আবদ্ধ থাকিত। ডল সিমার যন্ত্র সম্মুখে সমতল ভূমিতে স্থাপনানন্তর উভয় হস্তেরতর্জ্জনীতে মহিষশৃঙ্গনির্ম্মিত দুইটী অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া উহা বাজাইবার রীতি ছিল। ১৫৪০ খৃষ্ট অব্দে ইংলণ্ডেশ্বর অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে ডল্‌-সিমার ইংলণ্ডদেশে বহুলভাবে প্রচলিত হয়। কথিত আছে, রাজাধিরাজ অষ্টম হেনরি পীড়িতাবস্থায ডল্‌সিমার শ্রবণ করিলে অনেক সুস্থ হইতেন সেই জন্য রাজপ্রাসাদের প্রায় প্রতি গৃহেই এক একটী উক্ত যন্ত্র সংস্থাপিত থাকিত। প্রসিদ্ধ জার্‌মেন দেশীয় সঙ্গীত গ্রন্থকার অটমেরাস লুসিনিয়ান বলেন, ডল্‌-সিমার জারমেন দেশে হ্যাক্‌বোর্ড নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হ্যাক্‌বোর্ড যন্ত্র উভয় হস্তে দুইটী শলাকা বা দুইটী তাড়নী লইয়া বাজাইবার রীতি ছিল।

* সাম্বুক যন্ত্র বৃহদাকার সামুদ্রিক শম্বুক আবরণ দ্বারা প্রস্তুত হইত সেই জন্য ইহার নাম শাম্বূক হইয়াছে। পাঠকগণ এস্থলে বিবেচনা করিবেন, শাম্বূক শব্দের অর্থটী সংস্কৃত শব্দগত হইতেছে যথা—"শম্বুকাৎ জাত ইতি শাম্বূক।"

খৃষ্টের ত্রয়োদশশতাব্দীতে গুইলাম্ নামক জনৈক শিল্পী কর্ত্তৃক ইটালীদেশে কানুন যন্ত্রের প্রতিরূপে সিটোল্ নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। সিটোল্যন্ত্র তাড়নী বা অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত না হইয়া কেবলমাত্রঅঙ্গুলিদ্বারা বাজিত। মিষ্টার ফেটিস্ সাহেব বলেন, সিটোল্ যন্ত্র হইতে ত্রয়োদশশতাব্দীর মধ্যে ইটালিদেশেই ক্লাভিকর্ড্ নামক অপর এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল। ক্রমশঃ ক্লাভিকর্ড্ বেলজিয়ম্ এবং জার্মেনী দেশে প্রস্তুত হইতেও আরম্ভ হয়। * ক্লাভিকর্ড্যন্ত্রকে অনুকরণ করিয়া খৃষ্টের ষোড়শশতাব্দীতে ক্লাভিসিথিরীয়ম্ (Clavicytherium or Keyedcithara) অথবা সকুঞ্চিক সেতার নামে এক প্রকার যন্ত্র প্রস্তুত হয়। প্রসিদ্ধ লুসিনিয়াস্ এবং মারসেন্স বলেন, ক্লাভিসিথিরীয়মের আদি উৎপত্তি সেতার † হইতে। অনন্তর ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথীরয়ম্ ক্রমশঃ ভর্জিনেল্ ‡ স্পিনেট্ ** হার্প-

* ক্লাভিকর্ড্ এবং ক্লাভিসিথীরিয়ম্ এই দুইটী যন্ত্রের মধ্যে কোন্টী অগ্রে এবং কোন্টী পরে প্রস্তুত হয়, এতৎ সম্বন্ধে তার যন্ত্রের ইতিহাস লেখক গণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। প্রসিদ্ধ মেঃ ফেটিস্ সাহেবের মতে ক্লাভিকর্ড্ যন্ত্র অগ্রে জাত।

† বীণাজাতীয় যন্ত্র সামান্য অন্যান্য দেশে প্রায় সেতার নামে ব্যবহৃত হইত।

‡ Some authors have supposed that the name of this instrument was intended to convey a complument to Queen Elezabeth—the "Virgin Queen"; but what we have just stated shows that the Virginal was known anterior to the date of her birth. Dr Johnson suggests that the instrument was so called "because played upon chiefly by young ladies."

** সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা যেমন বীণাযন্ত্রকে মনুষ্য দেহের অনুকৃতি বলিয়া লিখিয়াছেন, তেমনি প্রসিদ্ধ মার্সেনাসের মতেও স্পিনেট যন্ত্রকে মনুষ্য

সিকর্ড্ প্রভৃতি যন্ত্র প্রস্তুত হয়। হার্পসিকর্ড্ দেখিতে অবিকল অধুনাতন অনুপ্রস্থ মহাপিয়ানফোর্ট যন্ত্রের ন্যায় ছিল। হার্পযন্ত্রের অনুকরণে হার্পসিকর্ডের উৎপত্তি। বেলজিয়মের অন্তঃপাতী আণ্টর্প নগরবাসী প্রসিদ্ধ রকর্ কর্ত্তৃক হার্পসিকর্ডের বিশেষ চমৎকারিত্ব ও পূর্ণত্ব লাভ হয়। ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ইটালীদেশের অন্তঃপাতী টস্কানী প্রদেশের রাজধানী পাডুয়া নগরবাসী সিগ্নর্ বার্ত্তিলোমিয়ো কৃষ্টফালী (Signor Bartilommeo christophali) রোমের নাট্যশালায় ঐক্যবাদন জন্য ফ্লরেন্স্ নগরে পিয়ানফোর্ট যন্ত্র প্রথম প্রস্তুত করেন। ১৭১৬ খৃঃ অব্দে সুবিখ্যাত ফ্রান্স দেশীয় হার্পসিকর্ডনির্ম্মাতা মেরিয়স্ (Merius)পিয়ানযন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া স্বদেশে প্রচলিত করেন। এই রূপে স্বল্পকাল মধ্যে এই পিয়ানযন্ত্র ইউরোপীয় সর্ব্ববাদি-সম্মত ও সর্ব্বদেশপ্রচলিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহার নির্ম্মাণকৌশল ধ্বনিপারিপাট্য প্রভৃতি বহুবিধ উন্নতিসাধন জন্য নানা দেশীয় শিল্পীগণ বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে এ ব্রড্ উড্ কলর্ প্রভৃতি পিয়াননির্ম্মাতৃগণ এতৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

দেহের প্রতিরূপ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। মারসেনাস্ বলেন, "The sounding-boards are the muscles; the cross bars the bones; and the strings the organs of speech". But what is more valuable, he adds, "the spinet had ordinarily forty-nine strings of which the lower thirty were made of cotton, bec use that was strongest and deepest, and the higher ones, nineteen in number, were of steel and iron * * *. There were but six or seven sizes of strings; but if the spinet were made in real perfection, there would be strings of different sizes, suited purposely to every note. Even in the length of string the makers are careless. and everything depends upon the tention."

প্রায় ৮ বৎসর অতীত হইল আমাদের দেশে এই কানুন যন্ত্রের প্রতিরূপ স্বরূপ 'সুরপুরা' নামে এক যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে। শুনিয়াছি যন্ত্রকর্ত্তা এরূপ যন্ত্র নির্ম্মাণে বঙ্গদেশীয় কোন এক বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিলেন—সেই মহোদয়ই আবার সেই যন্ত্রের নামকরণ করেন। কলিকাতাস্থ কোন এক প্রসিদ্ধ যন্ত্রনির্ম্মাতা সেই যন্ত্রের নির্ম্মাণবিধি সম্পাদন করেন। সেই নির্ম্মাতার নিকট হইতে আমরাও অবিকল সেইরূপ অথচ তাহা অপেক্ষা সুন্দরতর ও উৎকৃষ্টতর আর একটী যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছি। সুতরাং সেইটী নূতন যন্ত্র নহে, আমাদের দেশে ইহা এখনও স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে। আমরা জানি, অনেক মুসলমান সঙ্গীতদর্শী এতদ্বাদনে বিশেষ কুশলী। বস্তুতঃ এ যন্ত্র কানুনের অনুকৃতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এড্‌ওয়ার্ড রিম্‌বল্‌ডের পিয়ানফোর্ট নামক গ্রন্থে ডল্‌সিমার্‌ অধ্যায়ে তাহার একটী চিত্রময় প্রতিরূপ দৃষ্ট হইবে। সুতরাং এ যন্ত্র নূতন বলিয়া কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। যে যন্ত্র মিসরে কাতুন, আরব ও পারস্য প্রভৃতি দেশে কানুন বলিয়া প্রচলিত—যাহার অনুকরণে অবশেষে ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ যন্ত্র 'পিয়ান' প্রস্তুত হইয়াছে—সে যন্ত্র যে ভারতের সহস্রাধিকবৎসরপ্রচলিত কাত্যায়ন-বীণা তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল।

সংখ্যা ১৫।

প্রসারণী বীণা।

দুইটী চিকারি পরিত্যাগে পাঁচটী কাণবিশিষ্ট একটী কচ্ছপী বীণার দণ্ডপার্শ্বে অপর তিনটী কীলকযুক্ত একটী ক্ষুদ্র দণ্ড সংলগ্ন করিলেই প্রসারণী বীণা হয়। এই যন্ত্রের প্রধান দণ্ডটীতে ১৬ খানি এবং অতিরিক্ত ক্ষুদ্র দণ্ডটীতেও ১৬ খানি সাকল্যে ৩২ খানি সারিকা অবিকল কচ্ছপী আদি বীণার অনুকরণে বিন্যস্ত থাকে। প্রধান দণ্ডস্থ পাঁচটী তার কিয়ৎ পরিমাণে রঞ্জনী বীণার মত বন্ধন করার রীতি আছে এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থিত তারত্রয় প্রধান দণ্ডের তারবদ্ধ স্বরের মধ্য সপ্তক করিয়া বাঁধিতে হয়, অর্থাৎ প্রধান দণ্ডের দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী যে স্বরে বাঁধা থাকিবে, ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী তাহা অপেক্ষা এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধিতে হইবে। কিন্তু প্রধান দণ্ডের দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী উদারার নিম্ন সপ্তকের ষড়্জ করিয়া বাঁধার রীতি আছে, সুতরাং ক্ষুদ্র দণ্ডের দুই চিহ্ন বিশিষ্ট তারটী উদারার ষড়্জ স্বরে আবদ্ধ হইবে। অপরাপর তার গুলি যে যে স্বরে বাঁধিতে হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

প্রধান দণ্ড।
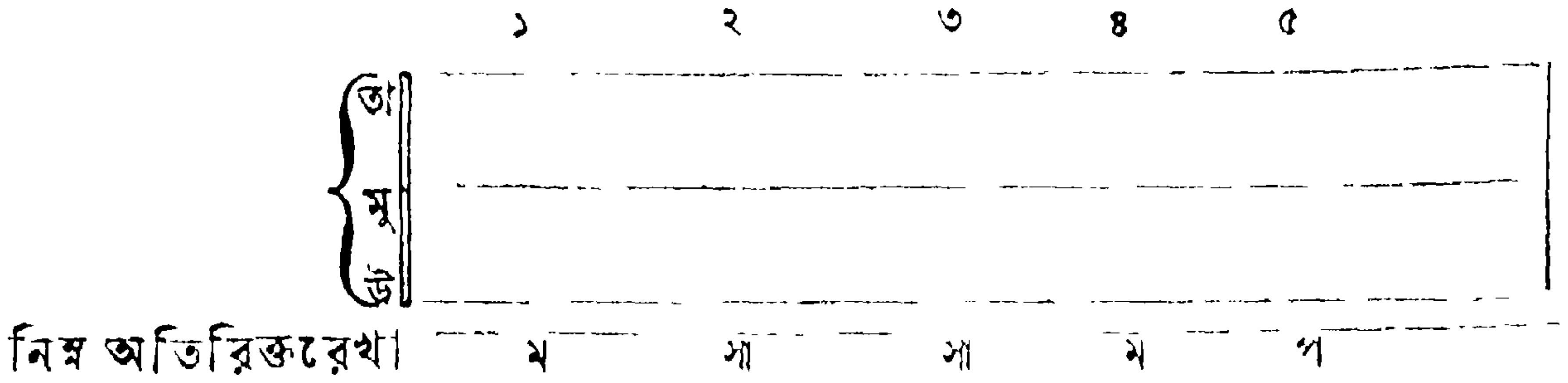
ক্ষুদ্র দণ্ডিকা।

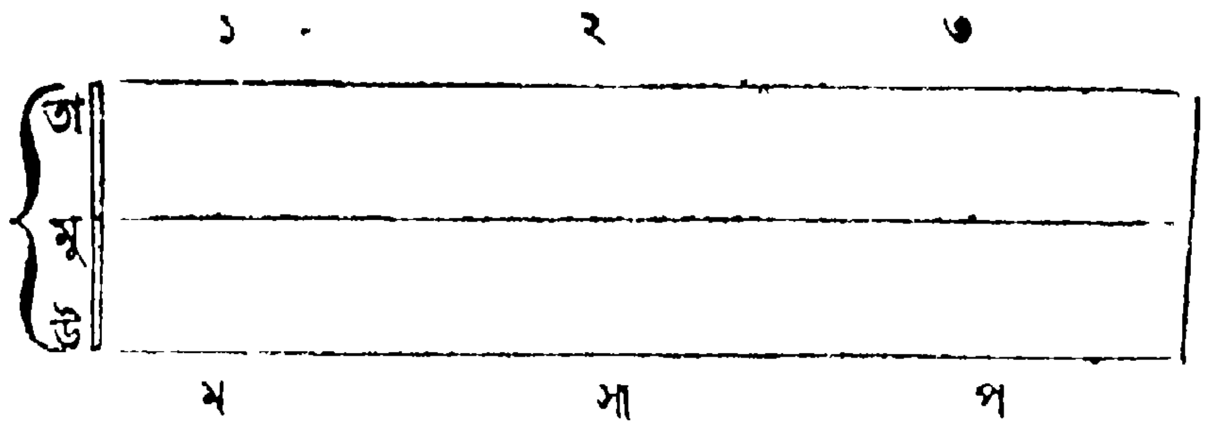

সেতারাদি অন্যান্য যন্ত্র যে পদ্ধতিতে বাজাইতে হয়, ইহার বাদন প্রণালী অবিকল তদনুরূপ নহে। প্রসারণী সমতল স্থানে বা ক্রোড়ে ঠিক সমভাবে শায়িত করিয়া বংশ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র শলকা দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিযোগে ধারণ করণানন্তর তাহারই আঘাতে বাজাইতে হয় এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি তারের উপরে সারিকায় সারিকায় টীপ ও ঘর্ষণ সহকারে সঞ্চালন করিতে হয়। কিন্তু প্রত্যেক আঘাতই যন্ত্রের সারিকা-শূন্য স্থানে হওয়া উচিত। বাদকগণ স্বেচ্ছানুসারে শলাকার পরিবর্ত্তে কোণস্‌ও ব্যবহার করিতে পারেন। প্রসারণী বীণাতে নিম্ন লিখিত নিয়মে দুইদণ্ডে সাকল্যে সার্দ্ধত্রিসপ্তক স্বর প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। যথা—

প্রধান দণ্ড।

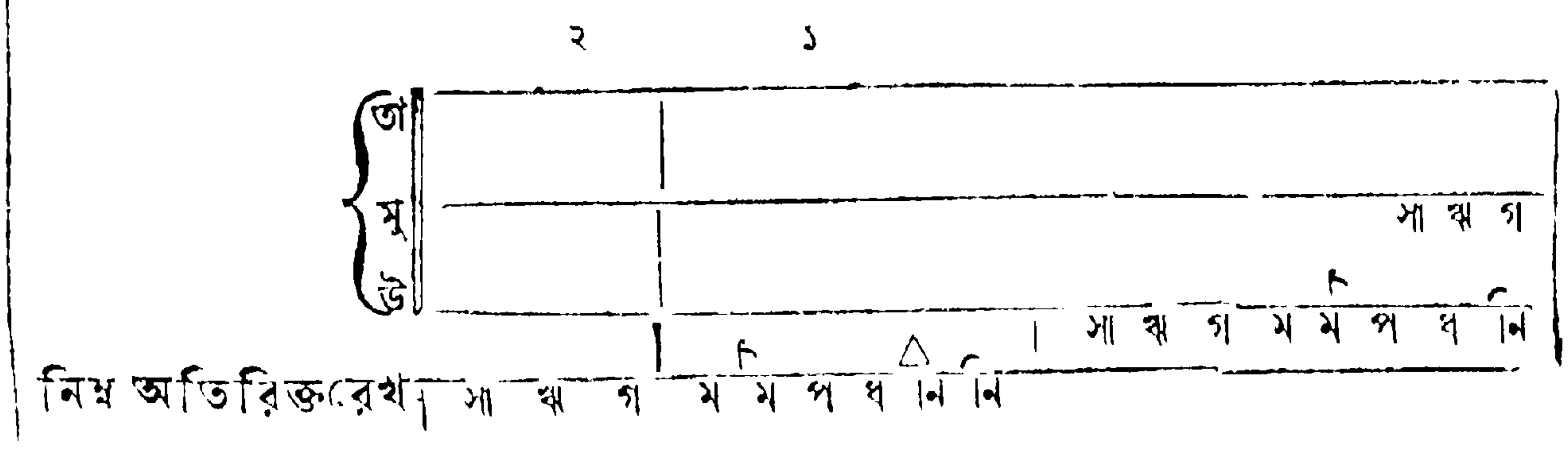

ক্ষুদ্র দণ্ডিকা।

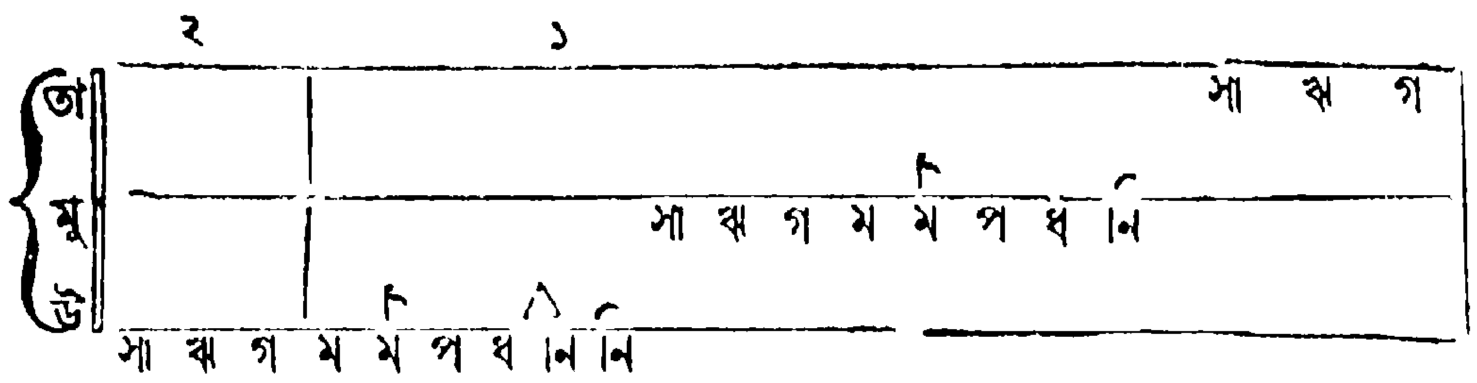

এই যন্ত্রে দুইটী দণ্ড যোজনা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা ইহাতে এক সপ্তক অধিক স্বর অনায়াসে প্রতিপন্ন হয়, যেহেতু অপরাপর বীণাদিতে সার্দ্ধ দ্বিসপ্তকের অধিক স্বর পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহাতে সার্দ্ধ-ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত অক্লেশে প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। দ্বিতী-য়তঃ প্রধান দণ্ডস্থ তারের স্বর নীচ এবং ক্ষুদ্র দণ্ডস্থ তারের স্বর এক সপ্তক উচ্চ করিয়া বাঁধা থাকাতে বাদনকালে সময়ে সময়ে উভয় দণ্ডের উচ্চ ও নীচ স্বর যোগ দিলে বাদ্য, বিশেষ অলঙ্কৃত ও শুনিতে অতীব মধুর হয়। প্রসারণী বীণাটীও আধু-নিক যন্ত্র।

সংখ্যা ১৬।

স্বরবীণা।

স্বরবীণা সংস্কৃতশাস্ত্রানুযায়ী অতি প্রাচীন যন্ত্র, ইহা দেখিতে অনেক অংশে রবাবের মত। ইহার ধ্বনি কোষটী অলাবু নির্ম্মিত এবং দণ্ডাদি অবশিষ্ট অবয়ব সমুদয় কাষ্ঠের।

রবাবের ধ্বনি কোষ যেমন চর্ম্মাচ্ছাদিত থাকে, ইহার ধ্বনি-কোষ তৎ পরিবর্ত্তে কাষ্ঠ ফলক দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। স্বর-বীণার তার চারিটী নিম্ন লিখিত স্বরে আবদ্ধ থাকে। যথা—

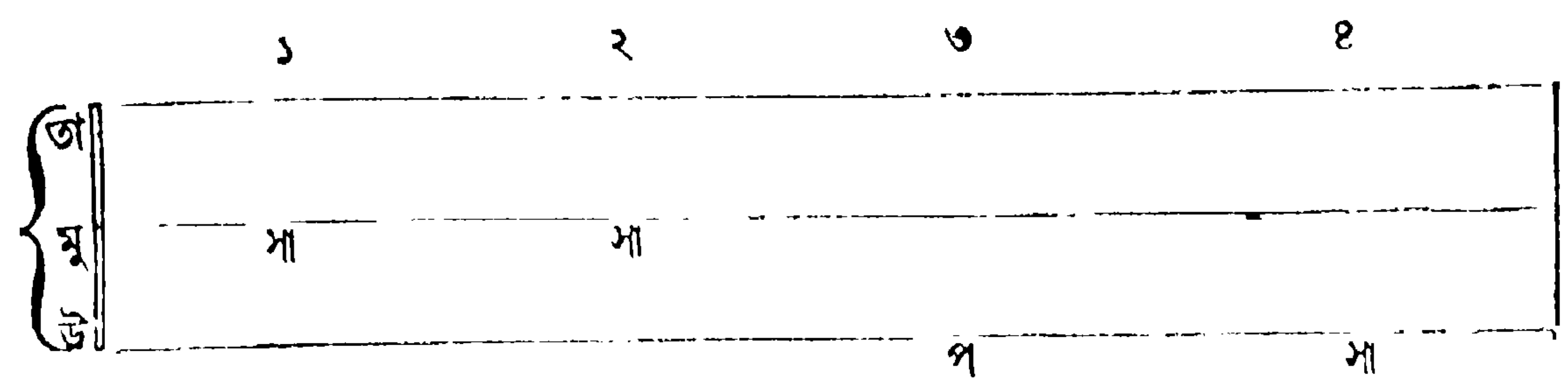

এই যন্ত্রে উদারা, মুদারা ও তারা এই তিনটী পূর্ণ সপ্তক পাওয়া যায়।

সংখ্যা ১৭।

মোচঙ্গ।

মোচঙ্গ-যন্ত্র বিশুদ্ধ লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হয় এবং দেখিতে কতকাংশে ত্রিশূলের অগ্রভাগের ন্যায়। ইহার মধ্যভাগে একখানি পাত্‌লা সরু লোহার পাত সংবদ্ধ থাকে। যন্ত্রটী বাম হস্তের সাহায্যে দন্তদ্বারা চাপিয়া ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা উক্ত লোহার পাতে আঘাত দিয়া বাজাইতে হয়। ইহাতে একটীর অধিক স্বর প্রায় নিষ্পন্ন হয় না। স্বরের স্থায়িত্ব রক্ষার জন্য প্রতি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে অতি সজোরে

শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়। মোচঙ্গ বাজাইবার এইটীই বিশেষ কৌশল। যাঁহারা সর্ব্বদা মোচঙ্গ ব্যবহার করেন, তাঁহারা প্রায়ই দন্তরোগ ও শ্বাসরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকেন। যদিচ এই যন্ত্রের সন্তোষজনক ধ্বনি-মাধুর্য্য নাই বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে আভ্যন্তরিক ঐকতানিকা সহযোগে বাদিত হইলে এক প্রকার শুনিতে মন্দ লাগে না। নিপুণ মোচঙ্গিকেরা ময়দা বা মমদ্বারা মোচঙ্গের স্বরের উচ্চনীচতা সম্পাদন করিয়া থাকেন। এই যন্ত্রটী অতি প্রাচীন, কোন কোন সঙ্গীতকুতূহলী মহাত্মা ইহাকে ভারতবর্ষীয় হার্প বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, কিন্তু আমরা একথা যুক্তিযুক্ত বোধ করি না। যেহেতু ইহাতে হার্পের কোন সাদৃশ্যই লক্ষিত হয় না।

সারঙ্গী।

সংখ্যা ১৮।

সারঙ্গী-যন্ত্রটী অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, ইহার ধ্বনিকোষ ও দণ্ড উভয়ই একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, ধ্বনিকোষটী পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটী কাষ্ঠের পট্‌রিতে আবৃত হইয়া থাকে। দণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী কীলক এবং ঐ চারিটী কীলকে চারি গাছি তন্ত্র সংবদ্ধ করা যায়। দণ্ড-পার্শ্বে নির্ম্মাতার ইচ্ছাধীন অপর কয়েকটী কীলক ও তাহাতে

কীলকসংখ্যানুগত পিত্তলনির্ম্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা থাকে। উল্লিখিত প্রধান চারিটী তন্তু অর্থাৎ তাঁত নিম্নলিখিত ভিন্ন ভিন্ন স্বরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

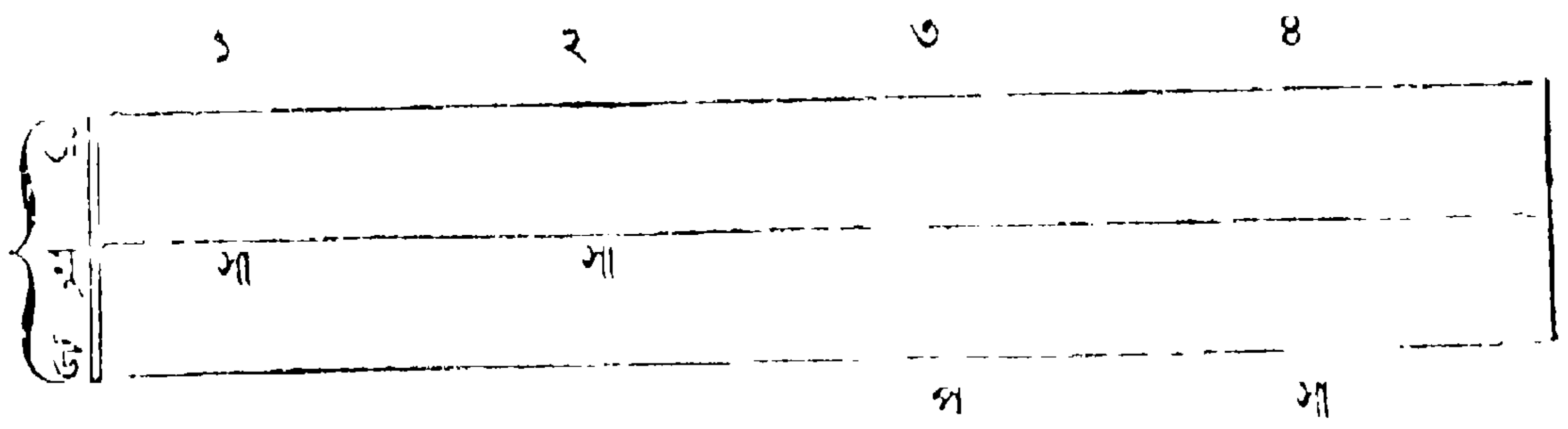

এই যন্ত্র ক্রোড়ে লম্বভাবে বক্ষঃস্থলের ঠেস্ সহকারে স্থাপন করিয়া বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ভিন্ন অপর চারিটী অঙ্গুলির নখের ঘর্ষণে এবং দক্ষিণ হস্তধৃত ধনুর্দ্বারা বাজাইতে হয়। নখের ঘর্ষণগুলি তন্তুর পার্শ্বে পার্শ্বে হওয়া উচিত। সারঙ্গী-যন্ত্রে নিম্নে প্রদর্শিত নিয়মে পূর্ণ ত্রিসপ্তক প্রতিপন্ন হয়। যথা—

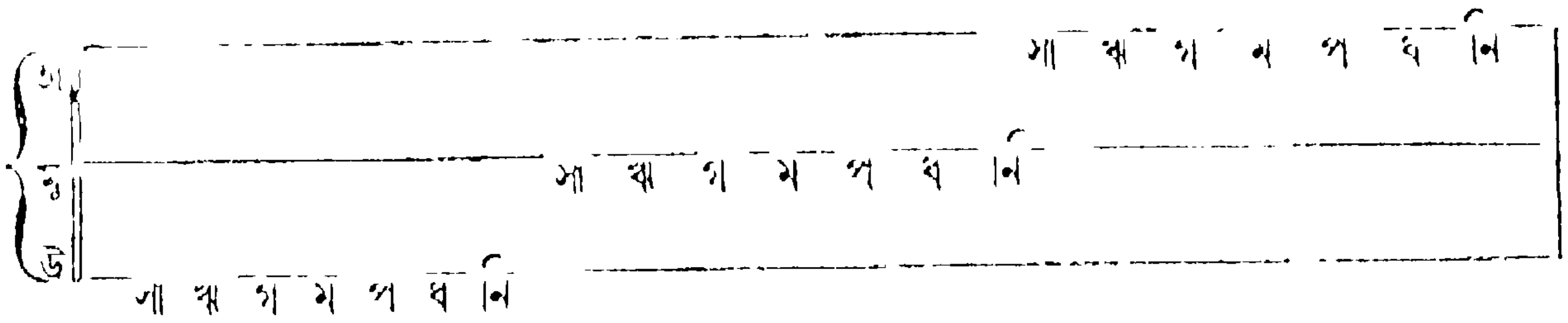

সারঙ্গী কোমলকণ্ঠী স্ত্রীজাতির সুস্বরানুগত হইয়া সামাজিক নৃত্যশালায় ব্যবহৃত হয়। সারঙ্গীর ধ্বনি অতীব মধুর, অথচ কণ্ঠস্বরানুরূপ, এমন কি কখন কখন সুকণ্ঠী স্ত্রীলোকদিগের কণ্ঠের স্বরের সহিত ইহার ধ্বনি এরূপ সমস্বরে মিলিত হইয়া যায় যে, উত্তম সুরজ্ঞ সঙ্গীত ব্যবসায়ীরাও অতি কষ্টে উভয়ের পার্থক্য সহসা স্থির করিতে পারেন না, যন্ত্রধ্বনি ও কণ্ঠস্বর দুইই এক বলিয়া প্রতীতি

হয়। এই যন্ত্রটী যে বহুকালাবধি ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুলভাবে প্রচলিত ও ধনুস্তন্তযন্ত্রের আদি বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, ইহা জন্ বিসপ্ কর্ত্তৃক অনুবাদিত বেল্‌জিয়ম্ রাজ্যের রাজধানী ব্রসেল্ নগরস্থ সঙ্গীতবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এফ্, জে, ফেটীস্ সাহেবকৃত সুবিখ্যাত বাহুলীননির্ম্মাতা এস্‌টেডিভেরিয়াসের জীবন বৃত্তান্ত এবং ধনুর্যন্ত্রের আদি উৎপত্তি-বিষয়ক ইতিহাসগ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। কথিত আছে খৃঃ জন্মের ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে মহাবল পরাক্রান্ত লঙ্কাধিপতি রাবণ রাজাই এই জাতীয় যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি করেন। পরে নানা দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবয়বভেদে নানা নামে প্রসিদ্ধ হয়। ইউরোপের ভায়লিন্, চীনের "আরহীন" জাপানের "কোকীন" পারস্যের "কামাঞ্চা" সারঙ্গীর অবয়বভেদ মাত্র, এসিরিয়া দেশেও ইহা অপ্রচলিত ছিল না।

সংখ্যা ১৯।

এস্‌রার্।

এস্‌রার্ যন্ত্রটী অতি আধুনিক, সেতার ও সারঙ্গী এই দ্বিবিধ যন্ত্রের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। এই যন্ত্রের খর্পর হইতে দণ্ড পর্য্যন্ত সমুদায় অবয়বটী কাষ্ঠনির্ম্মিত। খর্পরটী কতকাংশে সারঙ্গীর ন্যায় এবং দণ্ডটী অবিকল সেতারের দণ্ডের অনুরূপ। দণ্ডের উপরিভাগে যোজিত পাঁচটী কীলকে পাঁচটী তার আবদ্ধ করা যায়। সেতারের পাঁচটী তার যে যে

ধাতুনির্ম্মিত এবং যে যে স্বরে বাঁধা থাকে, ইহার তার পাঁচটীও ঠিক সেই সেই ধাতুনির্ম্মিত ও সেই সেই স্বরে বাঁধিবার রীতি আছে। অধিকন্তু ইহাতে পিত্তলের পার্শ্বতন্ত্রিকা ব্যবহৃত হয়, কিন্তু তাহার সংখ্যা এবং স্বরবন্ধন বাদকের ইচ্ছার অধীন। ইহার পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি পৃথগ্‌রূপে বাদিত হয় না, প্রধান তারের কম্পনেই প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। বাদকগণ বাম হস্তের আলগোচা আশ্রয়ে যন্ত্রটী লম্বভাবে দাঁড় করাইয়া দক্ষিণ হস্তে ধৃত ধনুর্ব্বারা বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। সেতার বাদনের প্রণালীতে ইহার বাদনে বাম হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুইটী অঙ্গুলিরই সমধিক ব্যবহার দেখা যায়। এস্‌রারের লৌহনির্ম্মিত নায়কী তারটীই সর্ব্বদা [illegible] হইয়া থাকে, অপর তারগুলি প্রায় স্বরসহযোগিতার জন্যই ব্যবহার্য্য। এই যন্ত্রও কোমলকণ্ঠী স্ত্রী[illegible] গানের মধুরতাবর্দ্ধননিমিত্তই প্রয়োজনীয় এবং তাহাদিগের গীতানুবর্ত্তী হইয়া বাদিত হয়। কখন কখন সেতারাদি যন্ত্রের ন্যায় ইহা স্বতঃসিদ্ধ রূপেও বাদিত হইতে দেখা যায়।

সংখ্যা ২০।

মায়ূরী বা তায়ুশ্।

মায়ূরী-যন্ত্র এস্‌রারের অবয়বভেদ মাত্র। কেবল ইহার খর্পরমূলে একটী কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ময়ূরের সগ্রীবা মুখ যোজিত থাকিতে দেখা যায়। ময়ূরাস্যসংযোগে নির্ম্মিত

হয় বলিয়াই এই যন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় "মায়ূরী" ও পারস্য ভাষায় "তায়ুশ্" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহার ধারণ, স্বরবন্ধন, বাদন ও প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই এস্রারের ন্যায়। বস্তুগত্যা ইহা অতি আধুনিক যন্ত্র। বিবিধ অনুসন্ধানে বোধ হয় উত্তর পশ্চিম হিন্দুস্থানীয় কোন ব্যক্তি ৪০ বৎসরের মধ্যে এস্রার্ যন্ত্রে একটী ময়ূরাস্য যোজনা করিয়া তায়ুশ নামে বিখ্যাত করিয়া থাকিবেন। পারস্য ভাষায় ময়ূরকে তায়ুশ বলে। কেহ কেহ বঙ্গদেশস্থ বিষ্ণুপুর অঞ্চলীয় সেবারাম নামক জনৈক শিল্পীকে প্রথম তায়ুশ নির্ম্মাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন।

সংখ্যা ২১।

অলাবু-সারঙ্গী।

অলাবু-সারঙ্গী সারঙ্গীর প্রকারভেদমাত্র। বিশেষের মধ্যে এই যে, সারঙ্গীর সমুদায় অবয়বটী দারুনির্ম্মিত, ইহার খর্পর হইতে প্রায় দণ্ড প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাদ্ভাগটী একটী অখণ্ড অলাবুদ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। অতি প্রাচীন কালে এই যন্ত্রের খর্পরটী কখন কখন নারিকেলের খোলের দ্বারা নির্ম্মিত হইত। অলাবু-সারঙ্গীর অঙ্গুলিস্থান ধ্বনিপট্টক প্রভৃতি অপরাপর অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কাষ্ঠের। ইহার প্রধান তন্ত্র, পার্শ্বতন্ত্রিকা, সপ্তকের সংখ্যা, স্বরবন্ধন এবং প্রয়োজন প্রভৃতি সমুদায়ই সারঙ্গীর ন্যায়; কিন্তু ধারণ ও বাদন-

প্রণালীতে সারঙ্গী হইতে কিঞ্চিৎ বিশেষ লক্ষিত হয়। সারঙ্গীর ন্যায় যন্ত্রটী ক্রোড়ে দাঁড় করাইয়া না ধরিয়া ইহার পন্থির সন্নিকটস্থ খর্পরাংশ বামস্কন্ধে স্থাপনপূর্ব্বক বাম হস্ত কিয়ৎ পরিমাণে কুঞ্চিত করিয়া উক্ত হস্তের তালু ও অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিতে হয়; এবং বাদনকালে সারঙ্গীতে যেমন তন্তুর নীচে নীচে বামহস্তের নখরের ঘর্ষণে স্বর নির্গত হইয়া থাকে, ইহাতে তৎপরিবর্ত্তে তারের উপরে উপরে অঙ্গুলির টীপযোগে ইউরোপীয় বাহুলীনের রীতিতে স্বর সকল প্রদর্শিত করিতে হয়। ফলতঃ বাহুলীন এবং অলাবুসারঙ্গী এতদুভয়ই একজাতীয়, সেই জন্য কোন কোন ইউরোপীয় ইহাকে ভারতবর্ষীয় বাহুলীন বলিয়া থাকেন। যাহাই হউক অলাবু-সারঙ্গী অতি প্রাচীন বলিয়া এতদ্দেশে প্রসিদ্ধ।

সংখ্যা ২২।

মীন-সারঙ্গী।

মীনসারঙ্গী এস্‌রারের রূপান্তরমাত্র। উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা এই যে, মীন-সারঙ্গীর ধ্বনিকোষ হইতে দণ্ড-প্রান্ত পর্য্যন্ত সমুদায় পশ্চাদ্ভাগটী একটী অখণ্ড দীর্ঘাকার অলাবুনির্ম্মিত। ইহার সারিকার সংখ্যা ও বিন্যাস, কীলক, তারের সংখ্যা ও যোজনা, পার্শ্বতন্ত্রিকার নিয়ম, স্বরবন্ধন, ধারণ, বাদন, অঙ্গুলিবিক্ষেপ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় এস্‌রারের অনুরূপ। যন্ত্রের খর্পরের মূলদেশে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত একটী মৎস্যের মুখ যোজিত থাকে বলিয়াই ইহাকে মীন-সারঙ্গী বলে।

সংখ্যা ২৩।

স্বরসঙ্গ বা স্বরসোঁ।

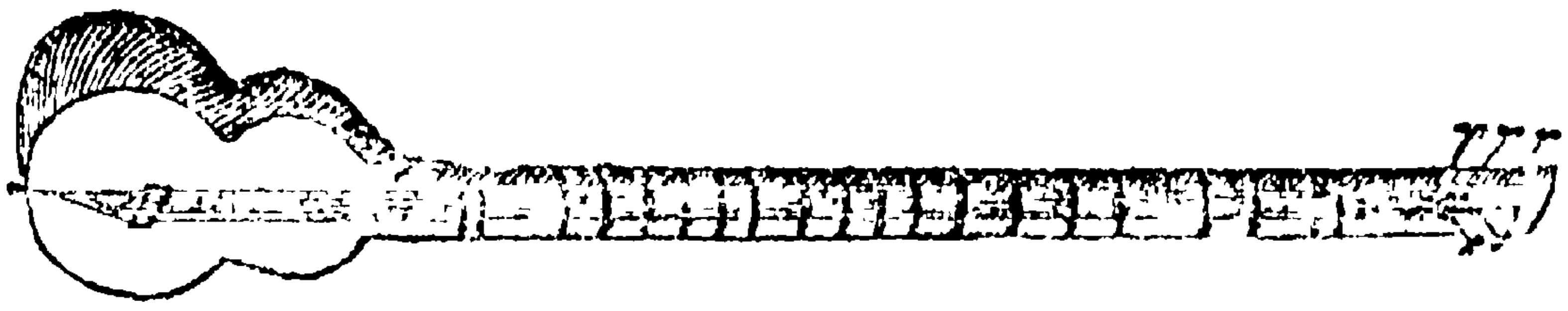

স্বরসঙ্গ যন্ত্র দেখিতে এস্‌রারের ন্যায়। এস্‌রারের যে যে অঙ্গ যে যে উপাদানে নির্ম্মিত হয়, ইহারও তত্তৎ অবয়ব সেই সকল উপাদানেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার বাদনাদির নিয়মও অবিকল এস্‌রারের সদৃশ। কেবল এস্‌রারের ন্যায় পার্শ্বতন্ত্রিকাগুলি না থাকাতেই "স্বরসঙ্গ" এই স্বতন্ত্র নামটী প্রথিত হইয়াছে, বঙ্গদেশের অন্তঃপাতী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে এই প্রকার যন্ত্রের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। তত্রত্য সেবারাম দাস এই যন্ত্র প্রথম সৃজন করেন।

অধুনা যে সকল সভ্য ততযন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়, তৎসমুদায়ের সবিস্তার বিবরণ লেখা হইল, এতদ্ভিন্ন বহুতর যন্ত্রের নাম সংস্কৃতসঙ্গীত গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু সে সকল যন্ত্রের প্রচলন না থাকাতে এ স্থলে তাহাদের নামোল্লেখ করা গেল না, পরিশিষ্টে যথাস্থানে লিখিত হইবে।

গ্রাম্য ততযন্ত্র।

সংখ্যা ২৪।

সারিন্দা।

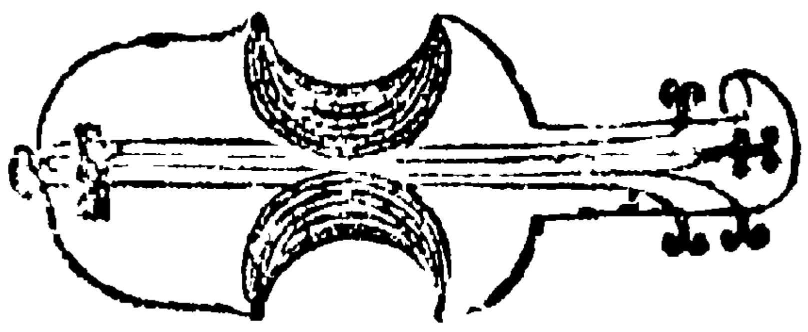

সারিন্দা কখন কখন সভাতেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বস্তুগত্যা বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ইহা গ্রাম্য ব্যতীত কখনই সভ্য যন্ত্রশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। সারিন্দার সমুদায় অঙ্গই কাষ্ঠনির্ম্মিত, ইহার ধ্বনিকোষ কিয়দ্ভাগ চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং কতক অংশ শূন্য থাকে। এই যন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশনির্ম্মিত তিনটী তার তিনটী কীলকে নিম্নলিখিত স্বরে আবদ্ধ করা যায়। যথা—

	১	২	৩
আ মু উ	সা	সা	প

সারঙ্গী যন্ত্রটী সারিন্দার অনুকৃত অথবা সারিন্দা সারঙ্গীর অনুকৃত ইহা স্থির করা কিছু কঠিন। বস্তুসম্বন্ধীয় উন্নতির বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে বোধ হয় সারিন্দাই আদিম যন্ত্র, কাল সহকারে দেশীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত হইয়া সারঙ্গীর আকারে পরিণত হইয়া থাকিবে, কিন্তু ইহাতেও একটী বিষম সন্দেহ উপস্থিত হয়; যেহেতু সংস্কৃত সঙ্গীত গ্রন্থ সমূহে সারিন্দার নামোল্লেখ নাই, তবে সারঙ্গানামক

যন্ত্রের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, বোধহয় সারঙ্গারই নামাপ-ভ্রংশে সারিন্দা হইয়া থাকিবে। সারঙ্গীর নাম প্রায় সকল গ্রন্থেই লক্ষিত হয়। যাহা হউক উভয় যন্ত্রই অতি প্রাচীন।

সংখ্যা ২৫।

এক তন্ত্রিকা বা এক-তারা।

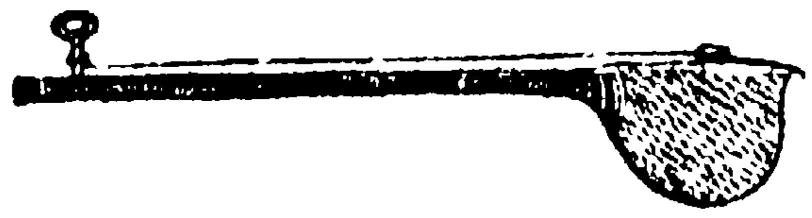

চর্ম্মাচ্ছাদিত একটী অলাবু খর্পরে একটী বংশদণ্ড যোজিত এবং সেই বংশ দণ্ডের উপরি ভাগে একটী মাত্র কীলক সংবদ্ধ করিলেই এক-তন্ত্রিকা বা এক-তারা যন্ত্র প্রস্তুত হয়। উক্ত কীলকে একগাছি লৌহতার সংযোজিত থাকে। বাদকগণ ঐ তারটী স্বীয় কণ্ঠের অনুসারী করিয়া আবদ্ধ করিয়া লয়। এই যন্ত্র বাদনে বাদকের কিছুমাত্র পারিপাট্য নাই, যন্ত্রটী দক্ষিণ স্কন্দে স্থাপনপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তুম্বুরু বীণার অনুকরণে বাজাইতে হয়। এক-তন্ত্রিকা যন্ত্রটী অতি প্রাচীন এবং এক তন্ত্র-বিশিষ্ট বলিয়াই এক-তন্ত্রিকা নামে পরিচিত। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রায় এই যন্ত্রের প্রচলন দেখা যায়। বাউল, বৈরাগী প্রভৃতি ভিক্ষোপজীবী ব্যক্তিরাই প্রায় এই যন্ত্রের সাহায্যে গ্রাম্যগান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য কোন সম্প্রদায়দ্বারাই এ যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় না।

সংখ্যা ২৬।

আনন্দ-লহরী।

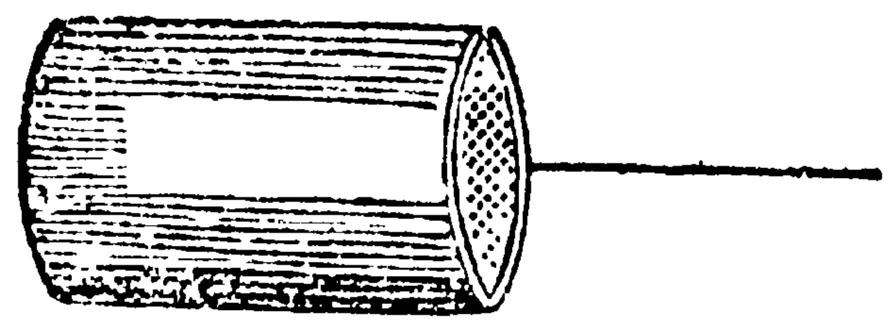

আনন্দলহরী গ্রাম্যযন্ত্র মধ্যে পরিগণিত। প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত একটী শূন্যগর্ভ কাষ্ঠের খোল, একগাছি তন্ত্ত এবং চর্ম্মাচ্ছাদিত একটী মৃণ্ময় বা কাষ্ঠাদিনির্ম্মিত ভাণ্ড এই তিন প্রকার উপকরণে আনন্দলহরী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। উল্লিখিত খোলটীর একমুখ অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ প্রশস্ত ও চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকা আবশ্যক এবং সেই আচ্ছাদক চর্ম্মের ঠিক মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র করিয়া পূর্ব্ব কথিত তন্ত্তর এক প্রান্ত আবদ্ধ করিয়া অপর প্রান্ত উক্ত মৃত্তিকাদি নির্ম্মিত ভাণ্ডের আচ্ছাদক চর্ম্মের মধ্যস্থিত ছিদ্রে সংলগ্ন করিতে হয়। যন্ত্রের কাষ্ঠ নির্ম্মিত খোলটী বাম কক্ষে দৃঢ়রূপে ধরিয়া ভাণ্ডটী বামহস্তে সবলে আকর্ষণ করত দক্ষিণ হস্তে ধৃত শলাকাদ্বারা তাঁতে আঘাত করিলে বাদন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে। বাম হস্তের আকর্ষণের ন্যূনাতিরেকেই স্বরের উচ্চ নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই যন্ত্রটীও ভিক্ষুকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে।

সংখ্যা ২৭।

গোপীযন্ত্র।

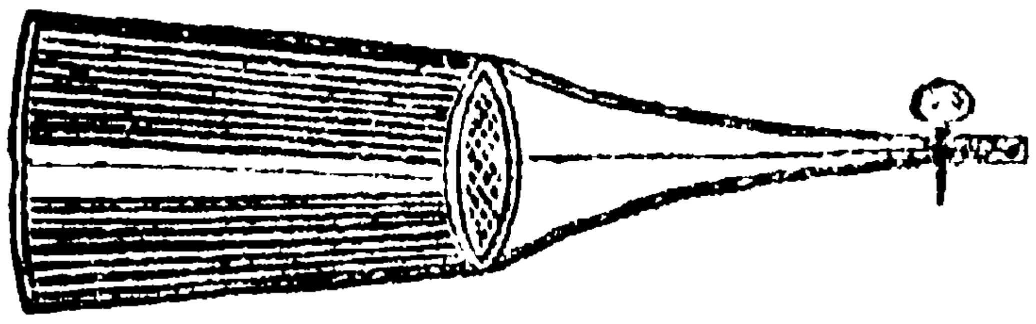

একটী সার্দ্ধহস্ত পরিমিত সগ্রন্থি সরু বংশদণ্ডের গ্রন্থিযুক্ত প্রান্তের ছয়, সাত অঙ্গুল অখণ্ডভাবে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ চারি সমান ভাগে চিরিয়া তাহার দুই অংশ পরিত্যাগ করিলে যে দুই অংশ থাকে, তাহার প্রান্তে আনন্দলহরীর খোলের অনুরূপ একটী অলাবুনির্ম্মিত খোল আবদ্ধ করিয়া তাহাতে আনন্দলহরীর রীতিতে একটী লৌহের তার সংলগ্ন করত ঐ তারের অপর প্রান্ত উক্ত বংশদণ্ডের অবিকৃত ভাগে প্রোথিত একটী কীলকে সংবদ্ধ করিতে হয়। যন্ত্রদণ্ডের প্রায় মধ্যস্থল দক্ষিণ হস্তের তর্জনী পরিত্যাগে অবশিষ্ট সমুদায় অঙ্গুলির সাহায্যে ধরিয়া তর্জনীদ্বারা তারটীতে আঘাত করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। দণ্ডধারক অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের আকুঞ্চন ও প্রসারণে ইহার স্বরের নীচতা ও উচ্চতা প্রকাশ পায়। এ যন্ত্রটীও বাউল প্রভৃতি ভিক্ষুকেরাই ব্যবহার করিয়া থাকে।

যে সকল ততযন্ত্রের বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইল তাহাদের মধ্যে যে অনেকেই এই আসিয়া বিশেষতঃ এই ভারতবর্ষ

হইতে উৎপন্ন হইয়া নানাদেশে নানাবিধ সংজ্ঞায় প্রচলিত হইয়াছে—অঙ্গভেদে বিবিধ বিলসিত প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন হইল। তাহারা কোথাও অবিকল অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় রহিয়াছে, কোথায়ও বা আকারে কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। কত যন্ত্রের আদিম প্রকৃত-সংজ্ঞা দেশভেদে—ভাষাভেদে বর্ণগত বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ধরিতে গেলে—মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে জানিতে পারা যায় যে, সেই একই যন্ত্র কোন একদেশবিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নাম বা আকার ধারণ করিয়াছে—তাহাদের বিলাস বিভ্রম বিভিন্ন হইয়াছে। কত যন্ত্র অধুনাতন প্রসিদ্ধতম যন্ত্রসকলের পত্তনভূমিস্বরূপ হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ বিভিন্নদেশপ্রচলিত ভাষাসমূহের পরস্পর সাদৃশ্য সমালোচনা করিতে গিয়া এইরূপ কত সত্য আবিষ্কার করিতেছেন। অবশেষে এমন দিন আসিবে যে দিনে আমাদের এই বাক্য সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে যে, পশ্চিমে পারস্য বা মিডিয়া দেশান্তর্গত ইরাণ প্রদেশ, পূর্ব্বে মগধদেশ, দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি এবং উত্তরে হিমাচল এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী বিস্তীর্ণভূভাগের অধিবাসীদিগের নিকট ইউরোপ অন্যান্য অনেক বিষয়ের ন্যায় অধিকাংশ সঙ্গীতযন্ত্রের—বিশেষতঃ ততযন্ত্রের নিমিত্ত চিরকালের জন্য অধমর্ণ রহিয়াছে। আমাদের এই মত। আবার যদি ইতিহাস পর্য্যালোচনা করি, তাহা হইলে জানিতে পারি যে, প্রায় সমুদায় ইউরোপীয় সঙ্গীত-ইতিহাসলেখকগণও আমাদের এই মতের সম্পূর্ণ

অনুমোদন করেন—তাঁহারাও বলেন "আমাদের দেশে যে সকল প্রসিদ্ধতম সঙ্গীতযন্ত্র প্রচলিত আছে সে সমুদয়েরই আদিম স্থল পূর্ব্বাঞ্চল—সকলেরই মধ্যে কোনটী পূর্ব্বাঞ্চলীয় যন্ত্রসকলের অনুকৃতি, কোনটী বা তাহাদের আকারপরিবর্ত্তনসম্ভূত।" সুপ্রসিদ্ধ ফিটিসের (Fetis.) মতেও পূর্ব্বাঞ্চলই ইউরোপীয় সঙ্গীতদেবীর শৈশবদোলা। তিনি বলেন "এই পশ্চিমাঞ্চলে এমন কিছুই নাই যাহা পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসে নাই"।*

যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্বাঞ্চলকে যাবতীয় সঙ্গীতযন্ত্রের জন্মদেশ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তথাপি কেহই এই পূর্ব্বাঞ্চলীয় কোন এক দেশবিশেষকে আদিম জন্মভূমি বলিয়া সম্মান প্রদান করিতে চান না। তাঁহাদের মতে সমুদয় যন্ত্রের জন্য ইউরোপ কি মুখ্যসম্বন্ধে বা কি গৌণসম্বন্ধে প্রধানতঃ মিসর, আরব, আসিরিয়া ও ভারতবর্ষ এই কয় দেশের নিকট বিশেষ ঋণী। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন্ দেশ যে প্রকৃত জন্মভূমি তাহা তাঁহারা স্থির করিতে পারেন নাই। সকলেরই এখানে মতভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। পুরাবিদ্‌গণ কালনির্ণয়ে হতাশ হইয়াছেন। বস্তুতঃ তাহাদের জন্মকাল এত প্রাচীন যে ইতিহাসের অধিকারের বহির্ভূত—আর তাহার সেই বহির্ভাগ এক ঘন বিস্তীর্ণ যবনিকা দ্বারা অন্তরিত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কতকগুলি যন্ত্র মিসর দেশ হইতে, কতক গুলি

* Antoine stradivari &c on the Bow-instruments by M. Fetis Page 9.

আরবদেশ হইতে, কতকগুলি বা আসিরিয়া হইতে এবং অধিকাংশই ভারতবর্ষ হইতে অবিকল অবস্থায় বা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়ার অন্যান্য দেশে ও ইউরোপে সমানীত হইয়াছে। সমুদয় ধনুস্তন্তযন্ত্রের ও অধিকাংশ অন্যান্যবিধ ততযন্ত্রের জন্মভূমি যে ভারতবর্ষ, তদ্বিষয়ে সকলেই এক অবিসম্বাদী মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মনসিয়র সণিরাট (M. Sonnerat.) বলেন যে, " যাবতীয় ধনুস্তন্তযন্ত্র পুরাকালে কি আসিরীয়, কি হিব্রু, কি মিসরীয় ইহাদের মধ্যে কাহারও পরিচিত ছিল না। যদিও কোন কোন ইতিহাসলেখক বলিয়া গিয়াছেন যে হিব্রুদের ওরূপ কতকগুলি যন্ত্র ছিল কিন্তু তাহাদের মধ্যে সকলেরই অঙ্গুলিত্রকে ধনুঃ বলিয়া ভ্রম ছিল। বস্তুতঃও ধনুস্তন্তযন্ত্র সকল ভারতেরই। রাবণাস্ত্র নামে হিন্দুদিগের যে একঅতি পুরাতন ধনুস্তন্তযন্ত্র আছে তাহা প্রায় পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাবণ নির্ম্মাণ করিয়া স্বনামপ্রসিদ্ধ করেন। চীনের উর্‌-হীন. জাপানের কোফিউ, হিন্দুদের সারঙ্গী ও সারিন্দা এবং আরব ও পারস্যের কেমান্‌গে ও রবাব এ সকলই সেই একই যন্ত্রের প্রতিরূপ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এরূপ প্রতিরূপ যন্ত্র যে আসিরিয়া ও হিব্রু প্রভৃতি দেশেও অবশেষে উৎপন্ন হইতে পারে তাহা কতক সম্ভবপর।"* এফ্‌ জে, ফিটিস্‌ তাঁহার রেজুমি ফিলসোফিক্‌ই দে লা হিস্টোরিই দে লা মিউসিকুই (Resume philosophique de la histoire de la musique) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন

* Voyage aux Indes Orientales, by M. Sonnerat Paris, 1806, Vol I p. 182.

যে যাবতীয় ধনুস্তত যন্ত্র ইউরোপ হইতে প্রথমে উৎপন্ন হইয়া আসিয়ার অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। তিনি বলেন ধনুস্তত-যন্ত্র প্রথমতঃ ইটালী হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রীসে ও তথা হইতে আসিয়ামাইনরে এবং অবশেষে পারস্য ও আরব দেশে কেমান্‌-গো এরাউসি নামে প্রচলিত হয়। কিন্তু আবার ইউরোপীয় ধর্ম্মার্থযুদ্ধযাত্রীগণ যখন জেরুজেলম হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন তাঁহাদের সঙ্গে সেই যন্ত্রকে আবার স্বদেশে লইয়া যান। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রাবণাস্ত্রই উপরিউক্ত যাবতীয় যন্ত্রের মূল তাহা তিনিই আবার তাঁহার তৎপরকৃত গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন "যে সময়ে আমি ওরূপ লিখিয়াছিলাম তখন আমি পূর্ব্বাঞ্চলীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলাম, ক্রমাগত অনুসন্ধানের পর অবশেসে এই সত্যটী জানিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব্বাঞ্চল হইতে আসে নাই এমন কিছুই এই পশ্চিমাঞ্চলে নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্নভাসার (সংস্কৃত ভাষার), উচ্চ সোপানাধিরূঢ় সভ্যতার, মানবমনের বিবিধচিন্তা ও ভাবপরম্পরার প্রকাশক দর্শনশাস্ত্রের, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কবিত্বের এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগের প্রধানতম আমোদপ্রদ সঙ্গীতের প্রাচীনতম চিহ্ন সমূহ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সেই ভারতবর্ষ যাবতীয় ধনুস্ততযন্ত্রের আদি জন্মস্থান এবং তথা হইতে আসিয়ার অন্যান্য স্থলে সেই সকল যন্ত্র পরিচিত হইয়াছে। অনেক যন্ত্র আছে দেখিলে নিশ্চয়ই তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহাতে অণু-

মাত্রও সন্দেহ নাই। যদি কোন ধনুস্তত যন্ত্রকে আদিম অবস্থায় দেখিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে তাহার প্রাচীন সরল ভাবের অনুসন্ধান করিতে যাই, শিল্পনৈপুণ্য যাহার সম্পূর্ণতা সম্পাদনে প্রদর্শিত হয় নাই সেইরূপ যন্ত্রই গ্রহণ করি। ভারতবর্ষীয় রাবণাস্ত্র প্রভৃতি দৃষ্টি কর।" *

অত দূর যাইবারই বা আবশ্যকতা কি? যে একতন্ত্রী বীণাকে যাবতীয় ইউরোপীয়পণ্ডিতগণ সমুদয় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন তাহা এই ভারতবর্ষ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সেই একতন্ত্রী বীণা ভারতীয় প্রসিদ্ধ পিণাকযন্ত্র। ইহার প্রাচীনত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্য ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে দেবদেবমহাদেবকর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও তাঁহারই নিতান্ত প্রিয়বস্তু বলিয়া থাকেন।†

" * Hindoostan, the country whence we derive the most ancient monuments of a well-developed language, of an advanced civilization, of a philosophy in which all varieties of human thought have their expression, of a poetry eminently rich in all its branches, and of a music in which the extreme sensiblity of the natives finds expression -Hindoostan has, it appears, been the birthplace of the instruments played with the bow, and has made them known to other parts of Asia. This does not admit of a moment's doubt, as the instruments are actually in existence, bearing unmistakeable marks of their Indian origin. If we wish to find the instrument played with a bow in its original state, we must take it in its simplest form, where no art has been employed to render it more perfect. Thus we find it in the *ravanastron*, formed of a cylinder of sycamore wood, partly hollowed. "

Translated from Antoine Stradiveri, *précédé* de Recherches historiques et cretiques sur L'Origine et les Transformations des Instruments *á* Archet of M. Fetis

†এই যন্ত্র দেখিতে ধনুকের ন্যায়। একটী স্থিতিস্থাপকগুণোপেত যষ্টি, তাহার দুই সীমা একটী তন্তুদ্বারা অবনতভাবে আবদ্ধ। ধনুকের ন্যায় ইহার আকার বলিয়া মহাদেব যুদ্ধকালেও ইহার ব্যবহার করিতেন। কি যুদ্ধকালে কি ক্রীড়ার সময়ে কি অন্য কোন সময়ে মহাদেব সকল সময়েই ইহাকে ব্যবহার করিতেন বলিয়া তাঁহার একটী নাম পিণাকপাণি।

যাহা হউক, সমুদয় ততযন্ত্রই যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাঁহারা ধনুর্যন্ত্র সকল ভারতবর্ষ হইতে উৎপন্ন না হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলেন তাঁহাদের মত যে ভ্রান্তি-সঙ্কুল তাহা অনেকেই দেখাইয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ ফিটিস্ বলেন "ভারতবর্ষই যাবতীয় ধনুর্যন্ত্রের জন্মস্থান— ভারতবর্ষ হইতেই প্রথমে আসিয়ার অন্যান্য দেশে নীত হইয়াছে। আমি যখন রাবণ ও অমৃতি এই দুই হিন্দুযন্ত্রের সঙ্গে আরবীয় কেমান্-গে আগুজের সহিত তুলনা করি, তখন শেযোক্ত যন্ত্রকে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের অনুকৃতিমাত্র না বলিয়া থাকিতে পারি না।"

একই যন্ত্র যে কোন এক দেশ বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিভিন্ন দেশে নামভেদে প্রচলিত হইয়াছে তাহা অনেকে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাহা যুক্তিরও অননুমোদিত নহে। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিয়েছেন। যে যন্ত্র ইংলণ্ডে 'পাইপ্', সেই যন্ত্রই জর্ম্মণির 'ফিফে' ফ্রান্সের 'পিপিউ', গল দেশের 'পিওব', ওয়েল্‌সের 'পিব্', সুইডেনের 'পিপা' এবং, ডেন্‌মার্কের 'পিজ্‌প' তাহা স্পষ্ট উপলব্ধ হইতে পারে। যে যন্ত্র ইংলণ্ডের 'হার্প' তাহাই জর্ম্মণির 'হার্ফে', ফিন্‌লণ্ডের 'হার্পু', আইস্‌লণ্ডের 'হর্পা', হঙ্গেরীর 'হার্ফা', ফ্রান্সের 'হার্পে', স্পেনের 'আর্পা', আংলো স্যাক্সনদের 'হ্যার্পে' বা য়্যার্পে। যে 'এল্ উদ্' যন্ত্র আরবের, সেইই স্পেনের 'লদ্', সুইডেনের 'লুতা', ডেন্‌মার্কের 'ল্যৎ', জর্ম্মণির 'লতে',

ইটালীর 'ল্যতো', ফ্রান্সের 'লুৎ', এবং ইংলণ্ডের 'লিউট'।

আবার, যে যন্ত্র পূর্ব্বাঞ্চল হইতে মূরজাতি কর্ত্তৃক প্রথমে স্পেনে নীত হইয়া 'গিটার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সেই যন্ত্রই পরে জর্ম্মণির পার্ব্বতীয় প্রদেশবাসীদিগের 'জিতার', নিউবিয়ার 'কিসার', পুরাতন গ্রীসের 'কিতারা' হয়; এবং মূলে সে যে পারস্য ও ভারতের 'সেতার' তাহা এখন সকলই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা গ্রীমের নিয়ম (Gremian Law.) অনুসারে বলিবেন—স ক গ জ ইত্যাদি শব্দ এক পরিবারের ও পরস্পর পরিবর্ত্তসহ।

যাহা হউক, পূর্ব্বাঞ্চল প্রচলিত যন্ত্রদিগের সহিত পশ্চিমাঞ্চলীয় যন্ত্রসমূহের অনেক নামসাদৃশ্য আছে। কখন না কখন এমন সময় অবশ্যই আসিবে যখন ইহাদের আদিভূমি নির্ণীত হইতে পারিবে।

শুষির যন্ত্র।

এই সকল যন্ত্র ছিদ্রযুক্ত। এই জন্য ইহাদিগকে শুষির* যন্ত্র বলে। ইহারা ফুৎকারসহকারে বাদিত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে গুলি সচরাচর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রচলিত তাহাদের বিষয়ই বিবৃত হইবে। এই সকল যন্ত্র প্রথমতঃ দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত;—একনল ও দ্বিনল। তাহারা আবার চারি প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে—বংশী-জাতি, কাহল-জাতি, শৃঙ্গ-জাতি ও শঙ্খ জাতি। বংশী-জাতির মধ্যে মুরলী, সরলবংশী বা লয়-বংশী, ও বেণু ইত্যাদি। কাহল-জাতির মধ্যে রোশনচৌকি, কলম ও সানাই ইত্যাদি। শৃঙ্গজাতির মধ্যে শৃঙ্গ, রণশৃঙ্গ ও তুরি ইত্যাদি। শঙ্খজাতির মধ্যে শঙ্খ, গোমুখ ইত্যাদি। এই সমুদায় একনলযন্ত্র গেল। দ্বিনল-যন্ত্রের মধ্যে কেবল তুবড়িই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা-দের মধ্যে অনেকেই পারস্যনামে পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের এক একটী সংস্কৃত নামও আছে তাহা প্রত্যেকের বিবরণ স্থানে উল্লিখিত হইবে। সুবিধার জন্য তাহারা যে নামে সাধারণতঃ পরিচিত সেই সকল নামেই ব্যবহার করা গেল।

---

* 'শুষিরং বিবরং" বিলং আর, "গর্ত্তোহবটো ভুবি স্বভ্রে সরন্ধ্রে শুষিরং ত্রিষু" এই অমরকোষধৃত বচনদ্বয়ানুসারে সরন্ধ্র যন্ত্রকে শুষির বলে।

এই সকল যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও শৃঙ্গ অতি প্রাচীন—যাবতীয় ফুৎকারযন্ত্রের আদি। যাহাদিগকে শিল্পকৌশলদ্বারা সম্বদ্ধ করা যায় তাহারাই যন্ত্র*। সুতরাং ইহারা প্রকৃতপক্ষে যন্ত্র এই আখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারে না। ইহারা উভয়েই প্রকৃতি-প্রসূতপদার্থ—সভ্যতার অনুন্নতির সময়েই প্রথম ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। এই সমুদায় যন্ত্রই তত যন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন অবস্থায় ও বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়াছে;—তন্মধ্যে কতক গুলি সভ্য, কতক গুলি বাহির্দ্বারিক, কতক গুলি সামরিক, কতক গুলি গ্রাম্য, কতক গুলি বা মাঙ্গল্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি দুই বা তিন শ্রেণীভুক্তও হইয়া থাকে। নিম্নে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

সভ্য	বাহির্দ্বারিক	সামরিক	গ্রাম্য	মাঙ্গল্য
মুরলী	রৌশনচৌকি	তুরি	গোমুখ	শঙ্খ
বুক্কা	সানাই	রণশৃঙ্গ	শঙ্খ	গোমুখ
	কলম	শৃঙ্গ	তুব্ড়ি	রাম-শৃঙ্গ
সরলবংশী†	সরল বংশী		বেণু	

* 'যম' ধাতুর উত্তর 'ত্র' প্রত্যয়ে "যন্ত্র" এই পদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ যাহাকে সম্বদ্ধ করা যায়।

† সরলবংশী, সভ্য ও বাহির্দ্বারিক এবং শঙ্খ, গ্রাম্য ও মাঙ্গল্য উভয়বিধই হইতে পারে।

বংশী-জাতি।

সামান্যতঃ ধরিতে গেলে সমুদায় ফুৎকার যন্ত্রেরই সাধারণ সংজ্ঞা বংশী। কারণ অতি পূর্ব্বকালে প্রথমে সচ্ছিদ্র কোন ফুৎকার যন্ত্র প্রস্তুত হইবার সময় বংশেরই হইয়াছিল, পরে অন্যান্য উপাদানে ও ইহার নির্ম্মাণবিধি সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে এবং বাজাইবার রীতিবৈচিত্র্য, এবং উপাদানের ও ছিদ্রসংখ্যার বিভিন্নতানুসারে নানাপ্রকার আকার ও নাম হইয়াছে। যেমন তৈল, তিলোৎপন্ন স্নেহ দ্রব্যই প্রকৃত তৈল, কিন্তু অধুনা এরণ্ড সর্ষপাদি জাতদ্রব পদার্থও তৈলশব্দে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে বংশী শ্রীকৃষ্ণ ব্যবহার করিতেন বলিয়া প্রবাদ আছে, তাহাকে মুরলী বলা যায়। গ্রীসের অভেনা, রোমের ফিশ্চলা, মিসরের সিবি এবং অধুনাতন ইংরাজী ফ্লুট, ও জর্ম্মণিদেশীয় এলিমেণ্ডি, ইহাদের সঙ্গে তাহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। যাহা সরলভাবে বাদিত হইয়া থাকে পারস্যভাষায় তাহাকে আল্‌গোজা, বঙ্গভাষায় সরলবংশী, সংস্কৃতভাষায় বুক্কা, ইংরাজী ভাষায় ফ্লাজিউলেট্‌ এবং লাটীন ভাষায় ফিশ্চুলামিনিমা বলে। সমুদয় বংশীই নলাকার, বর্ত্তুল, সরল এবং পর্ব্বদোষবিবর্জ্জিত। ইহারা—যদিও প্রথমে বংশের হইত, কিন্তু পরে খদির রক্তচন্দন প্রভৃতি কাষ্ঠের, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ প্রভৃতি ধাতুর হইয়া আসিতেছে; সময়ে সময়ে হস্তিদন্তের ও স্ফটিকেরও হইয়া

থাকে, ইহারা শূন্যগর্ভ। ইহাদের দুই সীমা, শিরোদেশ ও অধোদেশ, শিরোদেশ প্রায় বদ্ধ এবং অধোদেশ মুক্ত থাকে। ইহারা দৈর্ঘ্যে আট নয় অঙ্গুলি হইতে একহাত ও ততোধিকও হইতে পারে। যে বংশী মুরলী-পদ-বাচ্য তাহার বিষয় প্রথমে বিবৃত হইতেছে।

মুরলী।

ইহা নলাকার, বর্ত্তুল ও সরল। ইহার দৈর্ঘ্য নানাপ্রকার হয়, কিন্তু সচরাচর একহস্ত পরিমিতই দেখিতে পাওয়া যায়। শিরোভাগের তিন অঙ্গুলি পরিমিত নিম্নদেশে একটী ছিদ্র থাকে তাহার নাম ফুৎকার রন্ধ্র, ঐ রন্ধ্রের প্রায় চারি অঙ্গুলি (কখন কখন তাহারও) নিম্নে ছয়টী ছিদ্র থাকে, ইহাদিগের সাধারণ নাম তাররন্ধ্র। পূর্ব্বে ফ্লুটের ন্যায় ইহার দুই পার্শ্বে বন্ধন (Key) থাকিত, কিন্তু এখন তাহার আর বড় ব্যবহার নাই, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমায় যেরূপে মুরলী দেওয়া যায় সেই রূপে—ইহা তির্য্যগ্‌ভাবে দুই হস্ত দ্বারাই ধৃত হইয়া থাকে। প্রথম শিক্ষার্থীদিগের সরলভাবে দাঁড়াইয়া মস্তক উন্নত, বাম স্কন্ধের দিকে ঈষৎ অবনামিত করিয়া ও কোমলভাবে রাখিয়া বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ করত অভ্যাস আরম্ভ করার বিধি দেখা যায়। মুরলী উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যভাগে টিপ্‌ দিয়া ধরিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলি মুরলীর শিরোদেশ ভাগের তিনটী ছিদ্রের মুখে এবং দক্ষিণ হস্তের ঐ তিনটী অঙ্গুলি

নিম্নস্থ তিনটী ছিদ্রের উপর বাজাইবার সময় প্রয়োজনানুসারে বিনিযোজিত করিতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আয়ত্তানুসারে ধরিয়া নিম্নলিখিত প্রকারে ইহা বাজান যায়। ফুৎকার রন্ধ্রকে একটু গালের দিকে হেলাইয়া তাহার উপর অধরকে স্থির ও দৃঢ়ভাবে রাখিয়া অধর ও ওষ্ঠকে একত্র চাপিয়া উভয়ের মধ্যে ফুৎকার নির্গমনের নিমিত্ত একটু স্বল্প পরিসর ছিদ্র রাখিতে হয়। অধর একটু মুখের দিকে থাকিবে এবং ফুৎকার রন্ধ্রের অর্দ্ধেক ভাগ মুদিত রাখিবে; ওষ্ঠ একটু বাহিরে আসিবে এবং উক্ত রন্ধ্রের অনাবৃতভাগকে আবরণ করিয়া থাকিবে। এরূপে যখন ফুৎকার বাহির হয় তখন প্রায় সমুদয় ফুৎকারই রন্ধ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে। ফুৎকার আরম্ভ করিলে, তাহার প্রয়োগকালীন বলের ন্যূনাধিক্য বশতঃ স্বরেরও উচ্চতা ও নীচতা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে যেমন মুরলী, ইউরোপে সেই রূপ ফ্লুট (Flute)* এ উভয়েই অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত

* Flute a wind instrument of considerable celebrity; as it was known in the earliest ages, even the remote ones of fable, we cannot give any precise account either of its origin or the period of its invention.

Several species of flutes have been named from their forms, or from the materials of which they were composed; thus, the *avena* was merely an oaten straw; the *calamus*, hollow reeds of different lengths united together. These simple instruments preceded the invention of those bores or holes, by means of which, a pipe gives several sounds. The *tibia* was a flute originally formed from a bone so called, in the leg of an animal: in fact, wind instruments in general were, for a long time, composed of materials hollowed by nature; but when the art of forming artificial tubes was discovered, the process was adop-

হইয়া আসিতেছে। উভয়েরই প্রাচীনত্ব প্রতিপাদনার্থ উভয় দেশেই এতৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রবাদ আছে। ভারতের মুরলী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম ছিল এবং তিনিই ইহার নির্ম্মাতা।

ted for flutes, and they were made of box, laurel, ivory, copper, silver and even of gold.

From expressions annexed to the titles of some of Terence's comedies, we learn that they were represented to the sounds of flutes, and that these flutes were *pares*, *impares*, *dextræ*, and *sinistræ* ; equal and unequal, right and left.

The *andria* was accompanied with equal flutes, right and left, "*tibiis paribus, dextris et sinistris* ;" the *eunuchus* with two flutes, the one right, and the other left, "*tibiis duabus, dextra et sinistra* ;" the *heautoutimorumenos*, or the self-tormentor, first with unequal flutes, afterwards with two right, "*primum tibiis imparibus, deinde duabus dextris* ;" the *adelphi*, with Tyrian flutes, "*tibiis sarranis* ;" the *phormio* with equal flutes, and the *hecyra* with unequal flutes.

The performer played always upon two flutes at the same time, and placed round his mouth, a species of bandage tied behind the head, in order that the cheeks might not protrude, and for the better management of the breath. The right flute was held by the right, and the left flute by the left hand ; the right flute had only two bores and produced low sounds ; the left had several bores, and produced higher sounds. When the musicians performed upon these two flutes of different sounds, it was said the piece was performed "*tibiis imparibus*," or "*tibiis dextris et sinistris*" When they performed upon the two flutes of the same sound, it was said, that the piece was performed "*tibiis paribus dextris*," that is to say, if upon those of grave sounds, or "*tibiis paribus sinistris*," if upon high sounding flutes.

Since the invention of the flute, it has undergone a number of changes, both in form and name ; some are curved, some are long, others short, small, middle sized, simple, double, right and left, equal, and unequal. Lastly, these same flutes have been differently named, in various countries ; for example, the curved flute of Phrygia, was the same as the *tityrion* of Greece and Italy, or the *phaution* of the Egyptians, called the *monaule*.

Flutes have a compass of nineteen diatonic intervals, viz : from D, fiirst space below the treble clef, to A-sharp (or B-flat,) the octave above the first leger line, including every chromatic interval ; but, generally, only to the second octave above the second line, treble clef.

Encyclopœdia By J. F. Danneley.

ইউরোপের ফ্লুট্ পূর্ব্বতন রোমের ফিশ্‌চুলা (Fistula) এবং গ্রীসের আবলুস্ মিনর্ভাদেবীর অতি প্রিয়তম ও তাঁহার দ্বারাই নির্ম্মিত, এইরূপ কথিত আছে। পূর্ব্বকালে ফ্লুট্ সৃষ্ট হইবার পরেই প্রথমতঃ ইতর জনেরাই ইহাকে ব্যবহার করিত এবং সেই জন্য ইহা তত আদরণীয় ছিল না; কিন্তু যখন গ্রীসীয় লোকেরা পারস্যাদি দেশ জয় করে, সেই অবধি তথায় সঙ্গীতের সবিশেষ আলোচনার আরম্ভ হয়, সেই সময়ে ফ্লুটের এত অধিক আদর হয়, এমন কি, তখন যিনি এই যন্ত্র বাজাইতে না জানিতেন, তিনি ভদ্রপদবাচ্যই হইতেন না। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, বিখ্যাত গ্রীসীয় রাজা পেরিক্লিশ ইহার সমধিক উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তিনিই ইহাকে গ্রীসীয় আম্ফিথিয়টরে প্রথম সন্নিবেশিত করেন। আমাদের পূর্ব্বাঞ্চলে বিশেষতঃ আসিরিয়া ও মিসরে মুরলীর ন্যায় যন্ত্র অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত ছিল। অবয়বে কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। কথিত আছে সুসার (Susa) প্রসিদ্ধ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একখানি মৃণ্ময় প্রতিমা আবিষ্কৃত হয়, তাহাতে একরূপ যন্ত্র ছিল, তাহার আকার অবিকল মুরলীর ন্যায়। কোন্ সময়ে এবং কি ঘটনায় যে সেরূপ যন্ত্র সেখানে পাওয়া গেল, তাহা বলা যায় না। প্রতিমা খানি আসিরিয়া দেশেরই। এস্থলে এটী অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি যন্ত্র শঙ্খ।

সঙ্গীত ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ চার্লস্ বর্ণি (Charles Burney) অধুনাতন মতের সাক্ষ্যপ্রদান করিয়া গিয়াছেন।*

* "The Tibia was originally a Flute made of the shank or shin bone of an

সরল-বংশী।

ইহাকে পারস্যভাষায় আল্‌গোজা এবং ইংরাজীভাষায় ফ্ল্যাজিউলেট্ (Flageolet) বলে। এরূপ বংশীকে সরলভাবে ধরা হয় বলিয়া ইহার নাম সরল-বংশী হইয়াছে। মুরলীর ন্যায় ইহাতেও সাতটী তাররন্ধ্র ও ফুৎকার রন্ধ্র স্থলে একটী বায়ুরন্ধ্র থাকে। সেখান হইতে বায়ু নির্গত হয়। ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দেওয়া হয় না; শিরোদেশ আমুক্ত থাকে, সেখানেই ফুৎকার দিলে বায়ুরন্ধ্র মুক্ত রাখিয়া আবশ্যকমত তাররন্ধ্র সকলে অঙ্গুলি নিক্ষেপ দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু ধরিবার রীতি মুরলী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রথমতঃ ইহাকে সরল ভাবে ধরিতে হয় এবং উপরিস্থিত চারিটী ছিদ্রে দক্ষিণ হস্তের চারি অঙ্গুলি এবং নিম্নস্থ তিনটী ছিদ্রে বাম হস্তের তিনটী অঙ্গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে এই মাত্র প্রভেদ, অন্যান্য সর্ব্ব বিষয়ে এই সরল-বংশী প্রায় মুরলীর ন্যায়।

নয়বংশী।

এই যন্ত্র সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে—অবয়বে পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সমান। লোকে ইহাকেও প্রায় সরলভাবে ধরিয়া বাজায়,

animal; and it seems as if the wind instruments of the ancients have been long made of such materials as nature had hollowed, before the art of *boring* Flutes was discovered."

Charles Burney's History of music Vol I. 487. P.

তবে বিশেষ এই যে, ইহাকে মুখের এক কোণে একটু বক্র ভাবে ধরে। ইহার দুই মুখ অনাবদ্ধ থাকে এবং সরলবংশীতে যে একটী বায়ু নির্গমনরন্ধ্র থাকে, তাহা ইহাতে থাকে না। অন্যান্য সকল বিষয়ে ইহা সরলবংশীর ন্যায়।

কাহলজাতি।

এই সকল যন্ত্রকে শর বা তৃণাধ্বজ দিয়া বাজাইতে হয়। এরূপ যন্ত্র, কি পূর্ব্বাঞ্চল, কি পশ্চিমাঞ্চল, উভয়ত্রই বিভিন্ন নামে প্রচলিত আছে। এতদ্দেশীয় কলম, রৌশনচৌকি, সানাই এবং ইংরাজী ক্লারিঅনেট্, ওবএ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

কলম।

ইহার আকার লিখিবার কলমের ন্যায়, সেই জন্য ইহার নাম কলম। এই যন্ত্র এইরূপ নামে অনেক দেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতে কলম এবং পারস্য, আফগানস্থান, তুর্কী, তাতার প্রভৃতি দেশেও কলম এবং গ্রীসের কলমস্ (Calamus)। সেই জন্য বোধ হয় যে ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র হইবে। ইহার এক মুখ কলমের ন্যায় কর্ত্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বংশীর ন্যায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প। ইহার তাররন্ধ্র সংখ্যা অন্যান্য বংশীর ন্যায় সাতটী থাকে, ইহা সরল ভাবে বাজান যায়। কিন্তু অন্যান্য যন্ত্র যেমন ফুৎকার রন্ধ্রে ফুৎকার দিলেই বাজে, ইহা সেরূপ নহে। মস্তকের দিকে অর্থাৎ যেখানে বাজায়, সেখানে দেশী

সানাইএর মত একটী ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্ব্বে তাহাকে একটু থু থু দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়।

রৌশনচৌকি।

ইহা আমাদের দেশে ও পারস্যে সমধিক প্রচলিত। দেখিতে অনেকটা ইংরাজী ওবাইএর (Hautboys) মত। কলমের ন্যায় ইহার মুখে একটী নল দিয়া ইহাকে বাজান যায়। ইহার আকার—উপরিভাগ কাষ্ঠের এবং নিম্নদেশ পিত্তলাদি কোন ধাতুনির্ম্মিত এবং ধুস্তুরপুষ্পাকার। কখন কখন সমুদায় অবয়বটীও শুষ্ক কাষ্ঠের হয়। দৈর্ঘ্যে সাধারণতঃ এক হস্ত পরিমিত হইয়া থাকে। লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি দেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বড় যন্ত্রের ব্যবহার আছে, তাহার স্বরও অপেক্ষাকৃত নিম্নতর। আমাদের দেশে নববাদ বা নৌবতে যে রৌশনচৌকি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার স্বর তীব্র অর্থাৎ সাধারণ যন্ত্র অপেক্ষা তিন চারি স্বর উর্দ্ধে থাকে। পূর্ব্বতন মুসল্‌মানদিগের রাজত্বকালে রাজাদিগের উৎসব ও মাঙ্গল্যজনক কার্য্য উপলক্ষে ইহার ব্যবহার সমধিক ছিল। অদ্যাপিও ইহা মুসল্‌মান ও হিন্দুদিগের মধ্যে উক্তবিধ কার্য্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সানাই।

এই যন্ত্র কি অবয়বে কি বাদনপ্রণালী উভয় বিষয়েই অবিকল পূর্ব্বকথিত যন্ত্রের ন্যায়। এই উভয় যন্ত্রের স্বরগত

যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাই ইহাদের ভেদনিদর্শক। এই যন্ত্র মুসল্‌মান সম্রাট্ আক্‌বর শাহার অতি প্রিয় ছিল। তিনি সর্ব্বদাই নৌবতের মিলনে ইহার বাদন শুনিতে ভাল বাসিতেন। ইহার পারস্য নাম সির্ণা।

বেণু।

ইহা আমাদের দেশে বেণু অর্থাৎ বংশদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে, সেই জন্য ইহারও নাম বেণু হইয়াছে। ইহা মিসরীয়নে * ইংরাজেরা যাহাকে (Dervish) দার্ব্বি ফ্লুট্। (অর্থাৎ তদ্দেশীয় ফকিরদিগের বংশী বলিয়া ব্যবহার করেন।) ইহা মিসরের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে জিকার নামক নৃত্যের সহিত ফকিরেরা ব্যবহার করিত। ইহার দৈর্ঘ্য বংশীজাতীয় অন্যান্য সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা অধিক। এই যন্ত্রের সম্মুখদেশে ছয়টী এবং পশ্চাদ্দেশে একটী মাত্র ছিদ্র থাকে। ইহার বাদনপ্রণালী এজাতীয় অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা স্বতন্ত্র। মুখ বক্র করিয়া যন্ত্রটীও বক্র ভাবে ধরিয়া অল্প অল্প ফুৎকার ত্যাগ করত এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে হয়। সেই ফুৎকার দিবার সময় যে বল প্রয়োগ করা যায়, তাহার তারতম্যানুসারে নানাবিধ স্বর বহির্গত হয়। ভাল সুশিক্ষিত বাদকের

---

* The most common nay of the modern Egyptians, Known as the "Dervish flute"—because it is played by the Dervishes to accompany the songs at their religious dances, called zikrs &c.

An account of the Manners & Customs of the Modern Egyptians
by
Edward William Lane.

হস্তে এই যন্ত্র হইতে অতি সুন্দর ও সুশ্রাব্য স্বর উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু ইহাকে বাজাইতে হইলে, অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস না করিলে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না।

শৃঙ্গজাতি।

এই সকল যন্ত্র মহিষ, মেষ, গো প্রভৃতি দীর্ঘ-শৃঙ্গধারী জন্তু সকলের শৃঙ্গকোষ দিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই জাতীয় যন্ত্র সকলের আদি শৃঙ্গ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে শঙ্খ ও শৃঙ্গ এই দ্বিবিধ যন্ত্রই প্রকৃতিসম্ভূত এবং সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রের আদি। এই শৃঙ্গ যে শুদ্ধ ভারতের কি এই পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সমুদয় দেশেরই এমন নহে, যাবতীয় পশ্চিমাঞ্চলস্থ দেশে হরণ্ (Horn) প্রভৃতি বিবিধ নামে প্রচলিত আছে—ইহাই ভারতের শৃঙ্গ, পারস্যের কারণে, হিব্রুর কেরেণ্, গ্রীসের কেরাস্, রোমের কর্ণু (Cornu) ফ্রান্সের কর্ (Cor) জর্ম্মণির হরণ্, ওয়েল্‌সের করণ্, হঙ্গেরীর কুর্ত্ত (Kurt) এবং ইংলণ্ডের হরণ্। এই শৃঙ্গ আমাদের দেশে যে কত পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব ইহা ব্যবহার করিতেন। এ সকল যন্ত্রের মস্তকের দিক সূচিবৎ এবং অধোভাগ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃততর, আকার বঙ্কিম। শিরোদেশে একটী কৃত্রিম ছিদ্র করা হয়, তাহাই ফুৎকাররন্ধ্রের কার্য্য করে।

রণশৃঙ্গ।

সকল দেশেই রণস্থলে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত বা তাহাদিগকে আহ্বান বা কোন ইঙ্গিত করিবার নিমিত্ত এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া ইহার নাম রণশৃঙ্গ। যদিও উক্ত উপলক্ষে সকল দেশেই ইহার প্রচলন আছে, তথাপি পূর্ব্বে আমাদের দেশে ও গ্রীসে ইহার অত্যন্ত সমাদর ছিল। অধুনা ইংরাজদের নিকট ব্যুগল্ দ্বারা যাহা হইতেছে, পূর্ব্বে ইহা দ্বারাই সে কার্য্য সম্পাদিত হইত। শৃঙ্গ জাতীয় অন্যান্য সমুদয় যন্ত্র অপেক্ষা ইহার আকার বৃহত্তম। ইহা সচরাচর পিত্তলের বা তাম্রের হইয়া থাকে। ফুৎকারের ইতরবিশেষে ইহাতে স্বরের তীব্রতা বা কোমলতা সম্পাদিত হয়।

রামশৃঙ্গ।

ইহা মাঙ্গল্যকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের ন্যায়, কিন্তু আকারে ও স্বরে পরস্পর অনেক অন্তর। রণশৃঙ্গ অপেক্ষা ইহার ব্যাস বড় এবং যদিও উভয়ের স্বর তীক্ষ্ণ, তথাপি রণশৃঙ্গের স্বর সূক্ষ্ম আর ইহার স্বর স্থূল। বাদনপ্রণালীতে উভয়েই একরূপ।

তুরী।

ইহা ইংরাজী ট্রম্পেট্ (Trumpet) যন্ত্রের অনুরূপ, শৃঙ্গজাতীয় অন্যান্য যন্ত্র হইতে ইহার বৈলক্ষণ্য এই যে, ইহা

সরল। ইহাও পিত্তল-নির্ম্মিত; রণশৃঙ্গের ন্যায় ইহাও রণস্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা দ্বারা আহ্বান করে না। ইহার দৈর্ঘ্য ও ব্যাস রণশৃঙ্গ অপেক্ষা অল্প। ইহা আমাদের নববাদ বা নৌবতে বাদিত হয়। বাদন-প্রণালী রণশৃঙ্গের ন্যায়।

ভেরী।

ইহাকে সচরাচর "ভড়ঙ" বলে। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার ও তাহারই ন্যায় একটী নলের ভিতর আর একটী এইরূপ স্তবকে স্তবকে থাকে, বাজাইবার সময় এক একটী করিয়া বাহির করিয়া লয়; ইহা পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এখন কেবল নৌবতে ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

শঙ্খজাতি।

এই জাতীয় যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ ও গোমুখ এই দুইটীই প্রচলিত আছে। শঙ্খ ইহাদের মধ্যে আদিমতর, এমন কি ইহা সমুদয় ফুৎকার যন্ত্রেরই আদি, কেবল শৃঙ্গের সঙ্গে সমসাময়িক—শঙ্খের বিষয় পূর্ব্বে এক প্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা যে সমুদয় যন্ত্রের আদি, বার্ণি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত ইতিহাসবেত্তারাও এ মতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

দ্বিনল যন্ত্র।

তিক্তিরী।

ইহা একটী দ্বিনল যন্ত্র। এ জাতীয় এই একটী মাত্র যন্ত্রই আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, ইহাকে সচরাচর তুবড়ী বলে। সামান্য গ্রাম্য আহিতুণ্ডিকেরা ইহাকে ব্যবহার করে বলিয়া ইহা গ্রাম্যযন্ত্র-মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহারা ইহাকে সাধারণতঃ তুবড়ী বা পূগী বলে। এই যন্ত্রের নিম্নদেশে সচ্ছিদ্র দুইটী নল পরস্পার সমসূত্র পাতে সংযত এবং উপরিভাগে একটী তিক্ত অলাবুর (তিতলাউএর) খোল যোজিত থাকে, সেই খোলকে বায়ুকোষ বলে। তাহার উপরিভাগ নলাকার ও ঈষৎ বক্র হয়, এবং সেই নলাকারের শিরোদেশে একটী ছিদ্র থাকে, তাহাকে ফুৎকার-রন্ধ্র বলে। এই যন্ত্রে আর নয়টী রন্ধ্র আছে, ইহার নির্ম্মাণে কটুতুম্বী বা তিক্ত অলাবু ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহার নাম তিক্তিরী হইয়াছে। ইহাকে ইউরোপীয় সঙ্গীত ইতিহাস লেখকেরা তিত্তি (Titty) বলিয়া থাকেন*। ইহার সঙ্গে তাঁহারা ইউরোপীয় ব্যাগ্‌পাইপের তুলনা করেন। কিন্তু আমাদের তিক্তিরী বা তুবড়ীর সঙ্গে অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপের নির্ম্মাণ-

* Travels in Siberia, by S. S. Hill, Esq.,

বিধির অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যাগ্‌পাইপের বায়ুকোষ চর্ম্মের, কিন্তু তিক্তিরীর বায়ুকোষ অলাবুর, স্নুতরাং ইউরোপীয়েরা যে কিরূপে এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন, তাহা বলা যায় না। কোন কোন স্থলে অতি পূর্ব্বকালে মুনি ঋষিদিগের সময়ে অলাবুর অভাবে মৃগচর্ম্ম ব্যবহৃত হইত, স্নুতরাং তদানীন্তন তিক্তিরী ও অধুনাতন ব্যাগ্‌পাইপ এ উভয়েই সমান হইতে পারে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, পূগী ও তুবড়ী একই। এই তুবড়ী যন্ত্র কখন কখন নাসিকা দ্বারাও বাদিত হইয়া থাকে বলিয়া ইহাকে নাসাবংশীও বলে, যাহা হউক এ যন্ত্রের এক নলে একাঙ্গুলি অন্তর নয়টী ছিদ্র, আর এক নলে পাঁচটী ছিদ্র আছে, নয়টীর সর্ব্ব নিম্নস্থ ছুইটী ছিদ্র মোম দ্বারা আবদ্ধ থাকে, সর্ব্বোচ্চ ছিদ্রটী নলের পশ্চাৎ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। অপর নলস্থ পাঁচটী ছিদ্রের মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থটী আমুক্ত থাকে, আর তিনটী মোম দিয়া বদ্ধ করা হয়, শেষোক্ত নলটী স্বরযোগের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, আর প্রথমোক্ত নলে যে সাতটী ব্যবহার্য্য ছিদ্র আছে, বাজাইবার সময় তাহাদের উপর আবশ্যক মত অঙ্গুলি বিক্ষেপ করিয়া ফুৎকাররন্ধ্রে ফুৎকার দিলে বিভিন্ন স্বর নির্গত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ বংশীযন্ত্রে যে রূপ ফুংকার দেওয়া যায়, তাহা অপেক্ষা এখানে ফুৎকার প্রদানপ্রণালী অনেক বিভিন্ন। এখানে একবারে মুখ পরিপূর্ণ বায়ু লইয়া ক্রমে ক্রমে আবশ্যক মত পরিত্যাগ করিতে হয়।

এই দ্বিনল যন্ত্র শুদ্ধ ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীস্থ প্রায় সমুদয়

দেশেই অতি পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। পারস্যের নেয়াম্বানা প্রাচীন মিসরের জুক্কোয়ারা এবং আধুনিক মিসরীয় আর্গুল এবং জুমারা যন্ত্রও অবিকল এই রূপ, তবে ইহার একটী নল অপরটীর অপেক্ষা দীর্ঘতর। মিসরীয় নাবিকেরা সচরাচর যে দ্বিনল যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার নাম জুমারা, তাহা আর জুক্কোয়ারা একই, ইহাদের উভয় নলই সমান দীর্ঘ। দুইটী নল যখন বিভিন্ন এবং অলাবুশূন্য থাকে, তখন মিসরীয়েরা তাহাকে থাম বলে। গ্রীসে ও রোমে এই যন্ত্র পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, কিন্তু তাহারা স্বর নিয়মের জন্যে কীলক দিয়া নলের ছিদ্রগুলিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। এ দেশেও তৎপরিবর্ত্তে মোম ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাকে হিব্রুদের বাইবেলের দানিয়েল অধ্যায়ে সাম্‌ফোনিয়া (Sumphonia) বলিয়া থাকে, ইহা ইটালীর অধুনাতন জাম্‌-পোগ্‌না (Zampogna)। ও হিব্রু মাগ্রেপাও সাম্‌ফোনিয়ার মত। কিন্তু অঙ্গগত অনেক বৈলক্ষণ্য আছে।

শুষির যন্ত্র।*

যাবতীয় প্রধান প্রধান ফুৎকার যন্ত্র বর্ণিত হইল। তত যন্ত্রের সৃষ্টির পরে ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া ইহাদিগকে যাবতীয় ততযন্ত্রের পরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সঙ্গীতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, ফুৎকার যন্ত্র ততযন্ত্রের পরেই সৃষ্ট হইয়াছে। ততযন্ত্র ও ফুৎকারযন্ত্র এ উভয়ের নির্ম্মাণকৌশল নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, প্রথমোক্তের অপেক্ষা শেষোক্তের নির্ম্মাণপ্রণালী অধিক সূক্ষ্ম ও দুরূহ। সঙ্গীত মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ, ইহার উন্নতিও মানবের উন্নতির অনুসারিণী—মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও দর্শনশক্তি যত পরিবর্দ্ধিত হইবে, ইহারও পরিপুষ্টি ততই সংলক্ষিত হইবে। সুতরাং মনুষ্য-সমাজ যখন নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অবস্থাপিত ছিল, যখন মানবের বুদ্ধিচাতুরী সমধিক অপরিপুষ্ট ছিল, যখন তাহাদের অভাববৃত্তি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ছিল, তখন তাহারা যাহা কিছু প্রাকৃতিক উপায়ে প্রাপ্ত হইত তাহারই ব্যবহার জানিত, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুরই অভাববুদ্ধি তাহাদিগকে নূতন আবিষ্করণে উত্তেজিত করিত না, সুতরাং তখনই অনায়াসলভ্য প্রাকৃতিক-উপায়-সুলভ-কণ্ঠ-সঙ্গীত তাহাদের প্রথম আলোচ্য বিষয় হইয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল, কণ্ঠ-সঙ্গীত সকলকারই ভাগ্যে ঘটে

* ফুৎকার প্রভবো বাদ্যঃ পুর্ব্বং তন্মুখরক্ষতঃ।

না, তখন অন্য উপায়ে ইহার সাধন করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু কি করে ? পরে যখন তাহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শনশক্তি ও অভাববুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃতায়তন হইতে লাগিল, তখন তাহারা উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ ও কৃতকার্য্যও হইল। তখন হইতে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রথম সমাবর্ত্তন হইল—আদৌ ততযন্ত্র, পরে শুষির বা ফুৎকার যন্ত্র। প্রথমে যে ততযন্ত্র সৃষ্ট হয় তাহা একতন্ত্রী—আমাদের দেশেও একতন্ত্রী যন্ত্র সমুদয় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া অতি পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা যে পৃথিবীর সমুদয় ততযন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতম তাহা আমরা বলিতে পারি না ; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যখন অধুনাতন সভ্যতম-জাতি-সকলের মধ্যে অনেকেই জনসমাজে অশ্রুতনামা ছিল—কিম্বা আরণ্য-পশু-দিগের ন্যায় নিবিড়ারণ্যে নিভৃত-দুর্ভেদ্য-পর্ব্বত-গুহায় বিচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত-ফলমূলদ্বারা অথবা সদ্যো-ব্যাপাদিত-পশু-মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া নিষাদের ন্যায় জীবন ধারণ করিত, যখন তাহাদের অধিষ্ঠিত দেশ সকল হয়ত সমুদ্রের অগাধগর্ভে নিহিত, না হয় বিবিধহিংস্র-জন্তুসমাকুল-ভীষণ-অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন এই যন্ত্র আমাদের দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। কথিত আছে,দেবাদিদেব মহাদেব একতন্ত্র-বিশিষ্ট পিনাকযন্ত্র প্রথম নির্ম্মাণ করেন, সেই জন্যে তাঁহার একটী নাম পিনাকী। খৃষ্টীয় শকের যে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাদেবের কীর্ত্তিপরম্পরা সংসাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাহা হউক, সেই একতন্ত্রী

পিনাকে একটী মাত্র তার সমাবেশিত থাকিত এবং তাহাতে কোন সারিকা-বিন্যাস ছিল না, সুতরাং ইহার নির্ম্মাণে কৌশলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ফুৎকার-যন্ত্র যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই মানবের সেরূপ অবস্থা ছিল না। কারণ তাহার নির্ম্মাণ সমধিক জটিল ও কষ্টসাধ্য। ফুৎকারযন্ত্রে যে সকল ছিদ্র-বিন্যাস করা হয়, তাহাদের পরিমাণ সমান নহে—পরস্পারের দূরত্ব সমান নহে—তাহাদের প্রত্যেকের ব্যাসও সমান নহে, বিভিন্ন স্বরের জন্য তাহাদের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সকল যখন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক পরিমার্জ্জিত ও দর্শনশক্তি সমধিক প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। বিশেষতঃ কথিত আছে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণাবতারে বংশীর প্রথম সৃষ্টি হয়। বংশী বাদনের নিয়মাবলী দ্বাপরযুগের পূর্ব্বে যে কেহ জানিত ইহা কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয় না, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব দ্বাপরের অনন্তকাল পূর্ব্বে সত্যযুগে পিনাকযন্ত্র ব্যবহার করিতেন; ইহার প্রমাণ নানা সংস্কৃত পুরাণে লক্ষিত হয়। এরূপ উন্নতি কালসাপেক্ষ, সুতরাং ততযন্ত্র যে ফুৎকার যন্ত্রের পূর্ব্বে হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন কোন ইতিহাসলেখক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, ততযন্ত্রের পূর্ব্বেও দুই একটী ফুৎকার-যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তাঁহাদের এ কথা কোন মতেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা যাহাদিগকে ফুৎকার যন্ত্র বলিতেন তাহারা প্রকৃতকল্পে যন্ত্র নহে—বুদ্ধি-

কৌশল তাহাতে অণুমাত্রও বিনিযোজিত হয় নাই। যেহেতু তাহারা প্রকৃতিসম্ভূত, যেমন শঙ্খ ও শৃঙ্গ। এই দুইটীকেই পুরাবিদ্গণ আদি ফুৎকারযন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ততযন্ত্র সমূহের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি ও বহুল প্রচার যখন না হইয়াছিল, তখন এরূপ দুই একটীর প্রচলন অসম্ভব বলিয়া বোধ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যখন শুষির "যন্ত্র" এই উন্নত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকলের মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইল, যখন তন্নির্ম্মাণে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের আবশ্যক হইল, তখন প্রথমে ফুৎকার-প্রয়োগ-বৈচিত্রে শঙ্খ ও শৃঙ্গে দুই চারিটী মাত্র স্বর নিনাদিত হইত, কিন্তু পরে যখন বিবিধ স্বর-বিভ্রম—বিবিধ-রাগ-বিলসিত প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তখন আর প্রকৃতি-সুলভ শঙ্খ বা শৃঙ্গে সঙ্গীত কুতূহলী মানবের তৃপ্তি সংসাধিত হইল না। তখন হইতেই ফুৎকার যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে এক নল যন্ত্র সৃষ্ট হয়, পরে তাহার অঙ্গভেদে, রচনাভেদে, বিবিধ অভিপ্রায় সংসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন নামে প্রচারিত হয়। পরিশেষে দ্বিনল যন্ত্রও সৃষ্ট হইয়াছে। এক নল যন্ত্রে প্রথমে দুইটী মাত্র ছিদ্র বিন্যস্ত করা হইত, সেরূপ একটী কর্দ্দমবিনির্ম্মিত যন্ত্র ব্যাবিলনের দগ্ধাবশেষ হইতে আনিয়া কাপ্তেন্ উইলক্ রএল্ আসিয়াটিক্ সোসাইটীতে উপঢৌকন প্রদান করেন। তাহাকেই এখন সকলেই ফুৎকার যন্ত্রের আদি বলিয়া থাকেন। কিন্তু অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের দেশেও

উভয়বিধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী যে অগ্রিম, আমরা তাহার নিশ্চয়াবধারণ করিতে সমর্থ নহি। তবে ইহা যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, দ্বিনল যন্ত্রও এই পূর্ব্বাঞ্চলেই প্রথমে প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন ইহা মিসরের, কেহ বলেন ইহা ভারতের—মিসরে ইহার নাম "আগুঁল্" ভারতে ইহার নাম "পূগী"। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী যে অগ্রের অদ্যাপিও তাহার কোন নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। উভয়েই দেবতাদিগের উপাসনার সময় ব্যবহৃত ও পুরোহিতদ্বারাই বাদিত হইত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভারতে নাসিকাদ্বারাই নিনাদিত হইত, এখনও হইতেছে; কারণ তখন এই সংস্কার ছিল যে, যে যন্ত্র অপর সাধারণ লোকেরা মুখে বাজাইত, তাহা পূজ্যপাদব্রাহ্মণদ্বারা সেরূপে ব্যবহৃত হইত না, ব্রাহ্মণেরা সেই জন্য তাহা নাসিকায়ই বাজাইতেন, মুখদ্বারা উচ্ছিষ্ট করিতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সোসাইটী দ্বীপে ও ফিজি আইলণ্ডেও ইহা নাসিকায় বাদিত হইত, ভারতের এপ্রথা যে কিরূপে উক্ত দূরবর্ত্তী দ্বীপে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে সমস্ত যন্ত্রে একনল, দ্বিনল ও তাহাদের বিভিন্ন-প্রকার-ভেদ এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই লব্ধপ্রসর হইয়া আসিতেছে—এ সকল সম্বন্ধে সম্মান সম্পর্কে অন্যান্য দেশপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ হইয়াছে—বস্তুতঃ প্রকৃত ইতি-

হাসের অভাবে ও প্রকৃত কাল নির্ণয়ের অস্থিরতাবশতঃ এরূপ নানা মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু সর্ব্বদেশীয় ফুৎকার যন্ত্রের মধ্যে একটী যন্ত্রের নিমিত্ত আমাদের ভারত উন্নততম চূড়ায় অধিরোহণ করিয়াছে। সেটী ভারতের চিরকালের গৌরবের এবং নিজের ধন। তাহা অধুনাতন ন্যাসতরঙ্গ নামে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে তাহার নাম উপাঙ্গ ছিল—

"অঙ্গৈকদেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তির্যস্য জায়তে।
উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এই অতি প্রাচীন সংস্কৃত পদ্য আমাদের উক্ত বাক্য সপ্রমাণ করিতেছে।

আনদ্ধ-যন্ত্র।

ঢোলক, ঢোল, মৃদঙ্গ, তলমৃদঙ্গ বা তব্‌লা, খোল, ঢক্কা, কাড়া, নাগ্‌রা, দামামা, জগঝম্প, ডমরু, ডুক্‌ডুকি, টিকারা, তাসা, খঞ্জনী, ডম্ফ, হুড়্‌কা, ঘুট্রু, ঘোষযন্ত্র খোর্দ্দা, মাদল, জোড়ঘাই, এইগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারাও সভ্য ও গ্রাম্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিশদ করিবার নিমিত্ত নিম্নে তাহাদের এক তালিকা দেওয়া গেল;—

সভ্য	বাহির্দ্দেশিক	সামরিক	গ্রাম্য	মাঙ্গল্য
মৃদঙ্গ	ঢক্কা	জগঝম্প	ডুক্‌ডুকি	টিকারা

তব্‌লা	ঢোল	ঢক্কা	খোর্দ্দক	কাড়া
ঢোলক	নবৎ	তাসা	মাদল	নাগ্‌রা
	নাগ্‌রা	কাড়া	জোড়ঘাই	ডম্ফ
		দামামা	খঞ্জনী	খোল
			ডমরু	
			হুড়্‌কা	
			ঘুট্‌রু	

ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলই অনুগত সিদ্ধ বাদ্য—গান ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদিত এবং কতকগুলি আবার পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে শুদ্ধ ব্যহৃত হইয়া থাকে, যেখানে নৃত্য বা গান কিছুরই সঙ্গে যোগ দিবার জন্য বাদিত হয় না, অথচ বাজাইবার সময় কোন কোন বাদক বাজাইতে বাজাইতে আমোদে এত প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, সে স্বয়ংই নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন উপাদানের এক একটী খোল এবং তাহার এক অথবা দুই মুখই চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সেই আচ্ছাদন চর্ম্ম-রজ্জু অথবা চর্ম্মসূত্রে সংযত থাকে। এই শ্রেণীস্থ অনেক যন্ত্র অতি পূর্ব্বকালে সমরস্থলে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি বা নামভেদে ও উপলক্ষভেদে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে কোন্‌টী আদি তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে এটী অবশ্যই স্বীকার্য্য কত সহস্র বৎসর অতীত হইল দেবাদিদেব মহাদেব ডমরু যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক এক্ষণে প্রত্যেকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

মৃদঙ্গ।

ইহার বিষয় মৎপ্রণীত-মৃদঙ্গমঞ্জরী-গ্রন্থে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। এই যন্ত্র সভ্যযন্ত্রশ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত। ইহা প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হইত, সেইজন্য ইহার নাম মৃদঙ্গ* হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে ইহা মৃত্তিকাদ্বারা না হইয়া এক্ষণে কাষ্ঠের হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গুলিকে এক্ষণে সাধারণতঃ খোল বলিয়া থাকে। এই মৃদঙ্গের পারসিক নাম পাখওয়াজ, অর্থাৎ যাহা হইতে ঘোর গম্ভীর শব্দ নির্গত হয়। পুরাণে কথিত আছে, সত্যযুগে দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় ত্রিপুরাসুরকে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ-পরিবেষ্টিতভাবে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই নৃত্যের আনুকূল্যজন্য ভগবান্ ব্রহ্মা মৃদঙ্গের প্রথম সৃষ্টি করেন এবং গণাধিপ গজাননকে প্রথম উক্ত যন্ত্রে সমরবিজয়ী ব্যোমকেশের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিবার জন্য অনুমতি দেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের উৎপত্তি। কথিত আছে, সেই ত্রিপুরাবিজয়ের সময় ত্রিপুরাসুর-বধের পর তাহার রুধিরে পৃথিবীমণ্ডল ভিজিয়া কর্দ্দমাক্ত হয়, ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা লইয়া মৃদঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং সেই অসুরের চর্ম্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী, শিরা-নিচয়ে বেষ্টনী-রজ্জু এবং অস্থিতে গুল্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। †

---

* মৃৎ মৃত্তিকা অঙ্গং অঙ্গভূতং যস্য তৎ।
এই শব্দের অর্থ—মৃত্তিকা যাহার অঙ্গভূত হইয়াছে।

† ইহার অন্যান্য বিষয় মৎপ্রণীত মৃদঙ্গমঞ্জরীগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এই মৃদঙ্গযন্ত্র অনেক দিন হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন ইহাকে সচরাচর খদির, রক্তচন্দন, গাম্ভার, পনস প্রভৃতি কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে খদিরনির্ম্মিত মৃদঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত মৃদঙ্গের ধ্বনি অতীব গম্ভীর ও সুমধুর হয়। ইহার দৈর্ঘ্য দেড় হস্ত ও যন্ত্রনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের দল দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত। মৃদঙ্গের বামমুখ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ব্যাস-বিশিষ্ট এবং দক্ষিণ মুখ বাম অপেক্ষা এক বা অর্দ্ধাঙ্গুলি ন্যূন। যন্ত্রের মধ্যদেশ পৃথুল। এই যন্ত্রের আচ্ছাদনী চর্ম্মসূত্রদ্বারা আবদ্ধ এবং চতুরঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার আট্‌টী গুল্ম সেই চর্ম্ম রজ্জুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এই গুল্মগুলি হস্তিদন্তের অথবা কাষ্ঠের হয়। ইহারা স্বর-বন্ধনের প্রধান উপযোগী। মৃদঙ্গের দক্ষিণমুখ কৃষ্ণখরলিযুক্ত করা হয়*। এবং বামমুখ শুদ্ধ চর্ম্মাচ্ছাদনীতে আবৃত থাকে। বাজাইবার সময় বাদকগণ সেই আচ্ছাদনীর উপর ময়দা লেপন করিয়া লন। এই যন্ত্র বাজাইতে হইলে খরলিযুক্ত মুখটী দক্ষিণ হস্তের দিকে আর ময়দা লেপন বিশিষ্ট মুখটী বাম দিকে প্রায়ই থাকে, কোন কোন বাদক ইহার বৈপরীত্যও করিয়া থাকেন। কিন্তু যন্ত্রটী ক্রোড়ে রাখিয়া বাজাইবার সময়ে দুই মুখে দুই হস্তই ব্যবহার করিতে হয়।

* ভস্ম, গিরিমাটী, অন্ন, কেন্দুক অর্থাৎ গাব, চিপীটক অর্থাৎ চিড়ে দিয়া খরলি প্রস্তুত করিতে হয়।

এই মৃদঙ্গ যখন প্রথমে মৃত্তিকাদ্বারাই নির্ম্মিত হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংকীর্ত্তনের সময়ই সমধিক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনাতন কাষ্ঠের মৃদঙ্গ সভ্যযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা ধ্রুপদাদি গীতের সঙ্গেই প্রায় সচরাচর বাদিত হইয়া থাকে—কিন্তু পূজার সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

ঢোলক।

এই যন্ত্রটী সভ্য ও বাহির্দ্বারিক উভয়ই। ঢোলক শব্দটী প্রাকৃত, ইহার কোষ কাষ্ঠদ্বারাই সচরাচর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং মধ্যস্থল মৃদঙ্গের ন্যায় উত্তান ও দুই মুখ পাতলাচর্ম্মদ্বারা আবৃত হয়। সেই দুই খানি চর্ম্ম রজ্জুদ্বারা অন্যোন্যদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে আবদ্ধ। স্বরের তারতম্যের জন্য আবশ্যকমত সেই সকল রজ্জুকে ন্যূনাধিক দৃঢ় সংযত করা যায়। সেই সকল রজ্জুতে লৌহ, পিত্তল ও রৌপ্যের অঙ্গুরীয়ক (কড়া) আবদ্ধ থাকে, তাহাদের অবস্থানভেদে রজ্জু সকলের বন্ধনদৃঢ়তার তারতম্য হইয়া থাকে। ইহার দুই মুখ প্রায় সচরাচর সমান ব্যাস-বিশিষ্ট হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ইহার বাদনক্রিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া দুই হস্তদ্বারাই সম্পাদিত হয়। মৃদঙ্গের ন্যায় বাজাইবার সময় ইহার খরলিশূন্যমুখে ময়দা লেপিত হয় না।

এই যন্ত্র কিছু পূর্ব্বে হাফ্‌আকড়াইতে এবং এখন যাত্রা,

পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রাম্যলোকেরা বাহুলীনযন্ত্রের সঙ্গে বিপণি প্রভৃতি স্থলেও ব্যবহার করে। ঢোলকের অনুরূপ যন্ত্র লিভিয়া, এসিরিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত এবং আধুনিক পারস্য প্রভৃতি স্থানে এখনও লক্ষিত হয়।

তব্‌লা বা তল-মৃদঙ্গ।

এই যন্ত্রটী সভ্য। ইহা দুইটী—বামক ও দক্ষিণক, সচরাচর যাহাদিগকে বাঁয়া ও ডাইনে বলিয়া থাকে। ইহারা উভয়ই একত্রে, কখন কখন বা শুদ্ধ বামকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদস্বরে বদ্ধ থাকে বলিয়া বামককে সময়ে সময়ে তাল দিবার জন্য লোকে ব্যবহার করে। দক্ষিণকের পক্ষে সেরূপ হয় না। তাহা একস্বরে আবদ্ধ থাকে। তব্‌লার এক মুখে কেবল চর্ম্মাচ্ছাদ্‌নী আবদ্ধ থাকে। তবলা এই একই সংজ্ঞায় আসিরিয়াদেশেও প্রচলিত ছিল।

ঢোল।

ইহা গ্রাম্য ও বাহির্দ্বারিক যন্ত্র। ইহার আকার অবিকল ঢোলকের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু বড়। ইহারও বাম মুখে খরলি থাকে। কিন্তু দুই হস্ত না দিয়া এক হস্ত আর এক-হস্ত-ধৃত-দণ্ডদ্বারা এই যন্ত্রকে বাজান হয়। বাজাইবার সময় ইহা রজ্জুদ্বারা গলদেশে ঝুলান থাকে। এই যন্ত্র বিবাহ ও পূজা প্রভৃতি উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র কাংস্যিকা। বোধ হয় ঢোল যন্ত্র কালে পরিণত হইয়া ঢোলক হইয়া থাকিবে।

ঢক্কা।

এই যন্ত্রটী বাহির্দ্বারিক। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও অতি প্রাচীন যন্ত্র। এমন কি এই যন্ত্র ত্রেতাযুগে রামরাবণের ঘোর যুদ্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ড দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র আমাদের দেশে চড়কের ও সকল শক্তিপূজার সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুষঙ্গিকবাদ্য কাংস্যিকা। ঢক্কা যন্ত্র পক্ষীর পালক চূড়ায় সুশোভিত থাকে। এই যন্ত্রটী ভারতবর্ষেরই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। কারণ অদ্যাবধি যন্ত্রের যত চিত্র, যত প্রতিমূর্ত্তি নানাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহার প্রতিরূপ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিসরদেশীয় ধ্বংসাবশিষ্ট থিবিনের কোন স্থল উৎখাদিত করিয়া এরূপ একটী যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

কাড়া।

এই যন্ত্রেরও এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ থাকে। ইহাকে গলায় ঝুলাইয়া দণ্ডদ্বারা বাজাইতে হয়। ইহার মুখ পশ্চাদ্দেশ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত। ইহা একটী বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, পূর্ব্বকালে রাজাদের বহির্গমন ও যুদ্ধ সময়ে ইহা বাদিত হইত। অধুনা পূজার সময় জগঝম্প প্রভৃতি অন্যান্য আনদ্ধ যন্ত্রের সহিত ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

নাগ্‌রা।

এই যন্ত্র দ্বিবিধ—ক্ষুদ্রনাগ্‌রা ও মহানাগ্‌রা। এ উভয়ই বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, উভয়ই মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত। ক্ষুদ্রনাগ্‌রা দেখিতে একটী গোলাকারের অর্দ্ধাংশ। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী কতগুলি চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সেই সকল চর্ম্মরজ্জু আবার পশ্চাৎ দিকে একটী চর্ম্মবেষ্টনে আবদ্ধ। শোভার জন্য এই যন্ত্রে পক্ষিপক্ষ ও অশ্বকেশ চর্ম্মরজ্জুর মধ্যে মধ্যে যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ধৃত হইয়া দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়। ইহার ব্যবহার সর্ব্বদা কাড়া যন্ত্রের সঙ্গে হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে যখন পক্ষি-পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে যে, এই যন্ত্র অতি প্রাচীন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতি পূর্ব্বকালে ইহা যুদ্ধযন্ত্র ছিল। কিন্তু এখন রাজাদিগের বহির্গমন, পূজা ও বিবাহাদিতে ইহার সমধিক প্রচলন।

মহানাগ্‌রা উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর। এবং পশ্চাদ্ভাগে ক্রমে কোণাকার হইয়াছে। ইহা দুইটী—বাম ও দক্ষিণ। আকারগত অন্যান্য বিষয়ে ইহা উপরিউক্ত যন্ত্রের ন্যায়। এই মহানাগ্‌রা টিকারা-নামক আর একটী যন্ত্রের সঙ্গে নৌবতে ব্যবহৃত হয়। বাদনক্রিয়া ভূমিতে রাখিয়াই দুইটী দণ্ডদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জয়িরাজাদিগের গৃহপ্রত্যাগমন কালে উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে রাখিয়া বাদিত হইত, কিন্তু এক্ষণে বিবাহাদিতেও ইহা বাজাইয়া থাকে।

জগঝম্প।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক। ইহা পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বে ইহা যুদ্ধযন্ত্র ছিল। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্ম-রজ্জু বা ডুরিদ্বারা সম্বদ্ধ থাকে। ইহার কোষ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। এই যন্ত্রকে গলায় এবং সম্মুখে রাখিয়া সচরাচর লোকেরা বাজাইয়া থাকে। এই যন্ত্র তাসা নামক একটী যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

তাসা।

এই যন্ত্রটীও বাহির্দ্বারিক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইহা জগঝম্প যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে যে উপলক্ষে জগঝম্প, সেই সেই উপলক্ষে এই যন্ত্রকে বাজান যায়। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী কিঞ্চিৎ স্থূল অর্থাৎ মোটা। ইহার আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

দামামা।

ইহার আর একটী নাম দগড়া। ইহা দেখিতে টিকারার ন্যায়, কিন্তু ইহার মুখ প্রশস্ততর, তাহা চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আচ্ছন্ন। ইহার কোষও মৃত্তিকানির্ম্মিত। এই যন্ত্রও দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই যন্ত্র যুদ্ধযন্ত্র ছিল। এই যন্ত্রের সঙ্গেও টিকারা বাদিত হয়। কিন্তু এখন বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার ব্যবহার হয়।

টিকারা।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী, ডুরি বা চর্ম্ম-রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ থাকে, অপর মুখ কোণাকৃতি। সেই মুখে চর্ম্মবেস্টনদ্বারা উক্ত ডুরি বা চর্ম্মরজ্জু সকল আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র মহানাগ্‌রার সহিত নৌবতে ভূমিতে রাখিয়া দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়, নাগ্‌রা যন্ত্রের ন্যায় বিবাহাদি উপলক্ষে হস্তী বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাখিয়া উহাকে বাজান হইয়া থাকে। ইহার আকার মহানাগ্‌রার ন্যায় বৃহৎ। ইহার কোষও মৃত্তিকানির্ম্মিত।

জোড় ঘাই।

এই যন্ত্রও বাহির্দ্বারিক। ইহা ঢোলের উপর একটী ক্ষুদ্র ঢোল যোজিত মাত্র। উভয়েই বাদিত হয়, ক্ষুদ্রতরে উচ্চস্বর এবং বৃহত্তরে নিম্নস্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহাদের দুই মুখ এবং দুই মুখই চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আবৃত—চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্মরজ্জু ও ডুরিদ্বারা আবদ্ধ এবং তাহাতে কড়া যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ঝুলাইয়া বামমুখে দণ্ডদ্বারা এবং দক্ষিণমুখে হস্তদ্বারা দামামা প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয়। ইহার বাম মুখ অপেক্ষা দক্ষিণ মুখে উচ্চস্বর নিনাদিত হইয়া থাকে।

খোর্‌দক।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক এবং দুইটী—বাম ও দক্ষিণ—বাম অপেক্ষা দক্ষিণের মুখ স্বল্পতর প্রশস্ত। ইহাদের মুখ একটী মাত্র এবং চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আবৃত। বাম মুখের মধ্যস্থলে ক্ষীরণ লেপিত থাকে। দক্ষিণটীকে অধিক তীব্রস্বর করিবার নিমিত্ত রজ্জু যোজনার একটু বিশিষ্টতা আছে। ইহা কেবল রৌশনচৌকি বাদ্যের সহিত তাল দিবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

ডমরু।

এই যন্ত্রটী গ্রাম্যযন্ত্র-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অতিপূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেবের অতি প্রিয়তম যন্ত্র ছিল। ইহা আকারে অতি ক্ষুদ্র দুই মুখেই চর্ম্মাচ্ছাদনীতে আবৃত। এই যন্ত্রের মধ্য ভাগ সঙ্কীর্ণ, সেই স্থান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থলে রাখিয়া নাড়িলে ইহার দুই দিকে যে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ দুইটী সীসক গুটিকা থাকে, চর্ম্মাচ্ছাদনীর উপর তাহাদের আঘাত লাগিলে এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রকে সচরাচর লোকে ডুক্‌ডুকি বলে, সর্প ও বানর ব্যবসায়ীরা ইহার সমধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্র প্রায় আসিয়াস্থ এবং আফ্রিকাস্থ প্রাচীন দেশ মাত্রেই এখনও সময়ে সময়ে দুই একটি দেখা যায়।

আনদ্ধ যন্ত্র।

প্রচলিত সমুদয় আনদ্ধ যন্ত্র বিবৃত হইল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল উপলক্ষাভাববশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও মানবমণ্ডলীর সঙ্গে দেবতা ও অপ্সরাঃ প্রভৃতির সংপ্রীত ছিল। যুদ্ধের জয়ের সময় আর তাহার সাহায্য অথবা অভিনন্দন করিবার জন্য নানাপ্রকার বাদ্য বাদন করা হইত, সেই সকল বাদ্যের মধ্যে দুন্দুভিই অধিক প্রশস্ত। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ সময়ে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইত, কিন্তু এখন সে সকল যুদ্ধের কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন অন্যান্য উপলক্ষে ও নামান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনাতন যে সকল আনদ্ধ যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত আছে,সে সমুদয় ঈষৎ রূপান্তরভেদে আসিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশের মৃদঙ্গ, ঢোলক ও খোল প্রভৃতির ন্যায় সিংহল দ্বীপের বেরি বা ভেরী মিসর দেশে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন,এরূপ যন্ত্র আসিরিয়া দেশেও এককালে প্রচলিত ছিল। মিসর ও আসিরিয়াদেশীয় যন্ত্রে মৃদঙ্গের ন্যায় গুল্মের ব্যবহার ছিল। সকলেই স্বীকার করেন যে মৈসর ও আসিরীয়দের ন্যায় ইহুদীদেরও নানা প্রকার আনদ্ধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে ডোফ্‌ই অধিক প্রসিদ্ধ। মৈসর ডোফ্, আরবীয় দারা বুখ্ ও আমাদের ডম্ফ

একই সামগ্রী। আমাদের ডম্ফের ন্যায় উক্ত ডোফ্ যন্ত্র কোন বাহির্দ্বারিক আনন্দ সমারোহ উপলক্ষে নারীগণ কর্ত্তৃকই বাদিত হইত। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ মিরিয়াম্ ইহার সমধিক ব্যবহার করিতেন—কেরোয়ার সৈন্যগণ যখন বিনষ্ট হয়, তখন তিনি অন্যান্য ইস্রাএল্ রমণীদিগের সহিত ইহা বাজাইতে বাজাইতে আনন্দ গান করিয়াছিলেন। জেপ্থারদুহিতা ইহা বাজাইয়া তাঁহার পিতাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

সকল দেশেই আনদ্ধ যন্ত্রের সৃষ্টি যে কোন্ সময়ে হইয়াছিল তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। পৃথিবীর মধ্যে এখনও এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহাদিগের নিকট কোনরূপ সঙ্গীত যন্ত্রই পরিচিত নাই। যদি তাহাদের কখন কখন কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে তাল দিবার জন্য কোন সামগ্রীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে করতালি বা কোন দুই কাষ্ঠ খণ্ডের পরস্পর আঘাতে সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার অধুনাতন এমন অনেকগুলি অসভ্য জাতি আছে, যাহারা ঢোলক ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

ঘন-যন্ত্র।

সপ্তশরাব, মন্দিরা, খট্তালী (খট্তাল্), করতালী, রামকরতালী, ঘণ্টা, কাঁসর, ঘড়ি, ঝাঁজর (Gaung), ঘুণ্টিকা (ঘুমুর), নূপুর।

ইহারাও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র সকলের ন্যায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহারাও সভ্য, গ্রাম্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা প্রায় সকলই কোন ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত। সময়ে সময়ে কাচ স্থিতিস্থাপকগুণোপেত ও স্বরোদ্গমনোপযোগী বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী কাচেরও হইয়া থাকে। ইহারা যে কোন্ সময়ে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, তবে এটা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে ধাতুর আবিষ্ক্রিয়ার পরই ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। সভ্যতার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সমুদায় ধাতুর অগ্রে লৌহের আবিষ্কার হয়। সুতরাং প্রথমতঃ যে সকল ঘন-যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহারা লৌহেরই হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সমুদয় যন্ত্রের সাধারণ নাম ঘন অর্থাৎ লৌহ। পরে অন্যান্য ধাতুর আবিষ্ক্রিয়ার পর যখন লোকে যে সকল ধাতুকে উপযোগী দেখিল, সেই সকল দ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়ই মাঙ্গল্য ক্রিয়ার জন্য ও অন্যান্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কেবল মন্দিরা, খট্‌তালী ও করতালী এই কয়টী অনুগতসিদ্ধ। সপ্তশরাব ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র। এই শ্রেণীস্থ অনেক গুলি পরস্পর আঘাতে বা কোন যষ্টির অথবা মুদ্গরের আঘাতে বাদিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে সকলই ক্রমে ক্রমে বিবৃত হইতেছে।

ঝঞ্ঝা বা ঝাঁজর।

এই যন্ত্র বোধ হয় সমুদয় ঘন যন্ত্রের আদি হইবে। কারণ এই যন্ত্রই প্রথমে লৌহের হইত, এখনও এরূপ লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আরও, যখন এই যন্ত্রের অন্য কোন বিশেষ নাম নাই, কেবল ইহাদ্বারা যে শব্দ নিনাদিত হয়, সেই শব্দেই ইহার নাম হইয়াছে, তখন ইহা যে প্রাচীনতম, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, অতি পূর্ব্বকালে যখন ভাষার তত পরিপুষ্টি হয় নাই এবং সেইজন্য প্রত্যেক পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ নাম হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই সময় এইরূপ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যেহেতু 'ঝঞ্ঝার' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, যে যন্ত্র 'ঝঞ্ঝা' ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে।* ইহাকে চলিত কথায় ঝাঁজর বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল এবং মধ্যভাগ ঈষৎ ন্যুব্জ, সেইখানেই আঘাত করা হয়। পূর্ব্বকালে দূরাহ্বানের জন্য অথবা কোন সংবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত রাজারা ব্যবহার করিতেন। এখন মঙ্গল কার্য্যের জন্যই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ইংরাজেরা গঙ্ বলে। আশ্চর্য্যের বিষয় পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশে এই যন্ত্র গঙ্ নামে প্রসিদ্ধ।

সপ্ত-শরাব।

ইহা আমাদের দেশের অতি পুরাতন যন্ত্র। ইউরোপীয় হার্ম্মণিকা যন্ত্রের সদৃশ। পূর্ব্বে সাতখানি শরাবকে যথোচিত-

* ঝঞ্ঝা ইতি রাতি যৎ তৎ।

ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজান হইত। এইগুলি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ মূল সপ্তস্বরানুমতে গণিত হইয়াছিল। অধুনাতন সময়েও ঐরূপ যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখন অধিক সংখ্যায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রই নানা দেশে নানা প্রকারের দৃষ্ট হয়।—ইউরোপে কাচে, চীনদেশে ও ব্রহ্ম দেশে স্থিতি স্থাপকগুণোপেত কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শেষোক্তদিগের আকার অনেকটা নৌকার ন্যায়। এরূপ যন্ত্র কাংস্য প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুরও হইতে পারে। এ যন্ত্র আসিয়ার অন্যান্য দেশেও দৃষ্ট হয়।

গ্রাম্য যন্ত্র।—ষট্‌তালী, করতালী প্রভৃতি যন্ত্র সকলের চলিত সংজ্ঞা খট্‌তালী।

নূপুর।

ইহা একটী অলঙ্কার স্বরূপ। ইহা পায়ে পরিধান করিয়া তালে তালে বাদিত হইয়া থাকে। নৃত্যের সময়েই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘড়ি।

এই যন্ত্র পূর্ব্বে লৌহের হইত, অধুনা কাংস্যের হইয়া থাকে। ইহার আকার গোল ও সমতল। দূরাহ্বান, সংবাদ সূচনা ও সময় নিরূপণের জন্য পূজার সময়, মাঙ্গল্য ক্রিয়া, ও রাজাদিগের সমারোহে বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার

ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মুদ্গরদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে প্রাচীন রাজবংশীয়-দের গৃহে বালির অথবা জলের ঘড়ি আছে। পূর্ব্বকালে যখন অধুনাতন কলের ঘড়ি নির্ম্মিত হইত না, তখন কালনিরূপণের জন্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বাটীতে বালুকা অথবা জল পূর্ণ করিয়া তাহার তলদেশে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখা হইত; সেই ছিদ্র দিয়া উক্ত জল বা বালুকারাশি সমুদয় নিপতিত হইতে যত সময় লাগিত, সেই পরিমিত সময়ের নাম এক দণ্ড এবং সেইটী সূচনার জন্য ঘড়িতে এক মুদ্গরা-ঘাত করা হইত সেই জন্য এক দণ্ডকে এক ঘটিকাও বলিয়া থাকে। এখনো কোন কোন ধনীর বহির্দ্বারে এই রূপ জল-ঘড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ব্যতীত অপরাপর জাতিরা এই যন্ত্রকে মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরে না, কেবল সময় নিরূপণের জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ঐকতান-বাদন।

হিন্দু ঐকতান-বাদন।

কতকগুলি ভিন্নজাতীয় যন্ত্র বিভিন্ন গ্রামের স্বরসংযোগে একোলে বাজানকে ঐকতান-বাদন কহে। আমাদের দেশে "আখ্‌ড়াই বাদ্য" "নৌবত্" * ও "রোসন-চৌকী" প্রভৃতি অনেক প্রকার বাদ্য প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের যুগপৎ স্বরসংযোগ না থাকায়, তত্তাবৎ ঐকতান-বাদন মধ্যে সম্যক্‌রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। যাবনিক নৌবত্ এবং রোসন-চৌকীর বাদ্য সময়বিশেষে দূর হইতে শ্রবণ মধুর বটে, কিন্তু তাহা প্রায় এক স্বরগ্রামেই বাদিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে যদিও ভারতবর্ষে অধুনাতনের ন্যায় ঐকতান-বাদন ছিল না বটে, কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এক প্রকার অবগত হওয়া যায়, তখন হিন্দু-ঐকতান-বাদন অসম্পূর্ণাবস্থায় ছিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব চারি হস্তে রুদ্রবীণা, ডমরু প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র যুগপৎ বাজাইতেন, সুতরাং তাহাকে এক প্রকার ঐক-

* ফরা, হালি, ও বাহারি আজম্ তোয়ারেখ ও পারস্য লোগদ গ্রন্থে লিখিত আছে, সেকেন্দার (Alexauder) বাদসাহ ' নৌবত ,, সৃষ্টি করেণ।

তান-বাদন বলা অসঙ্গত বোধ হয় না। রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম এবং অপরাপর পুরাণ ও উপপুরাণে দেবাসুর প্রভৃতির যে সকল যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে বিবিধজাতীয় যুদ্ধযন্ত্র এককালে বাদিত হইত; সুতরাং তাহাকেও এক প্রকার ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা অযুক্ত নহে।

ঐকতান-বাদন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক। অনাবৃত স্থানে বাজাইতে হইলে বৃহদাকার-যন্ত্রবহির্ভূত উচ্চ স্বর-সংযোগের আবশ্যকতা হয়, তাহা না হইলে 'ফাঁক্' শোনায়। গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অর্থাৎ বংশী, বীণা, বেহালা, এস্‌রার প্রভৃতির যোগে বাজান কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সুমিষ্ট লাগে। বাহির্দ্বারিক ঐকতান গৃহাভ্যন্তরে বাদিত হইলে অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সঙ্গীত মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য মধুরতা।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উল্লিখিত দুই প্রকার ঐকতান-বাদনই স্থূলরূপে ছিল। সময়ে সময়ে বিবিধজাতীয় যুদ্ধযন্ত্র সমুদয়ের যুগপৎ বাদনক্রিয়া কিম্বা উৎসবাদি উপলক্ষে অপরাপর যন্ত্র সকলের এক সাময়িক বাদ্যকে বাহির্দ্বারিক ঐকতান-বাদন বলা যাইতে পারে এবং রাজাদিগের ভবন মধ্যস্থ ক্ষুদ্রজাতীয় ভিন্নপ্রকার যন্ত্রসমূহের যুগপৎ বাদ্যকে আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা যায়। বিরাট পর্ব্বের বিরাটরাজদুহিতা উত্তরার সঙ্গীতশালা আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদনের অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—সভ্য ঐকতান এবং গ্রাম্য ঐকতান। রাজাদিগের সমরসংঘটনকালীন যুদ্ধযন্ত্রসমূহের বাদ্য এবং উত্তরার সংগীতশালার গার্হস্থ্যযন্ত্রনিচয়ের বাদ্যকে ক্রমান্বয়ে সভ্য বাহির্দ্বারিক ও সভ্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলা যায়। এবং গ্রাম্য বিবাহাদি উপলক্ষে নানাজাতীয় যন্ত্রসমূহের বাদ্য এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাবলম্বিগণের দেবালয়ে খোল, শৃঙ্গ, করতালাদির এককালীন বাদ্যকে ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক এবং গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন কহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবদিগের এককালীন যন্ত্র সমুদয়ের বাদনকে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক ও গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—নিরাজন-কীর্ত্তন এবং নগর-কীর্ত্তন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাচীন হিন্দুদিগের ঐকতানবাদন সম্বন্ধে মিং প্রিন্সেপ্ সাহেবও কতক অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, "হিন্দুদিগের প্রাতরৈকতান-বাদন (Morning Concert) সারিন্দা, চৌতারা, শরৎ, দারা প্রভৃতি কতিপয় ততযন্ত্রের সংযোগে বাদিত হইত।

যে সময় হইতে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় চর্চ্চা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। যদিও তাঁহারা হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন,

তথাপি উক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক দুইপ্রকার ঐকতান-বাদনেরই ঔৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। মুসলমান্ রাজাদের সময়ে ঐকতান সম্বন্ধীয় অধিকাংশ যন্ত্র হিন্দুদিগের এবং অল্পাংশ যন্ত্র আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশবাসীদিগের নিকট হইতে লইয়া নূতনরূপ ঐকতান-বাদনের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইতেছে ;—

এচ্, ব্লচ্ম্যান্ সাহেব (H. Blochmann) বলেন, আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে, সম্রাট্ আক্‌বরের নাকারাখানা (Naqqarahkhanah) অর্থাৎ নাগারাশালায় ঐকতান-বাদনের জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত।* যথা ;—

১। কুবর্গা (Kuwargah), ইহার সাধারণ নাম দামামা (Damamah). এই যন্ত্র অন্যূন আঠার যোড়া থাকিত এবং ইহার ধ্বনি অত্যন্ত গভীর।

২। চল্লিশটি নাকারা (Naqqahrah) অর্থাৎ নাগারা।

৩। চারিটি ডুহল (Duhul).

৪। অন্যূন চারিটি করণা (Karana or Karrana), এই যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা অন্য কোন ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত।

৫। ভারতবর্ষীয় এবং পারস্যদেশীয় সর্ণা (Surna), এই যন্ত্র নয়টি একত্রে বাদিত হইত।

৬। ভারতবর্ষীয়, পারস্যদেশীয় এবং ইউরোপীয় নাফির (Nafir) যন্ত্র।

* Ain-i-Akbari. Vol. I. Ain 9.

৭। গোশৃঙ্গাকৃতি পিত্তলের শিং (Sing) অর্থাৎ শৃঙ্গ যন্ত্র।

৮। তিন যোড়া সাঁজ (Sanj) অর্থাৎ বৃহৎ করতাল।

পূর্ব্বে রজনী আগমনের চারি ঘড়ির (ঘটিকার) পূর্ব্বে ঐকতান বাদিত হইত এবং প্রভাত হইবার চারি ঘড়ির পূর্ব্বেও সেইরূপ বাজিত। কিন্তু আক্‌বরের সময়ে সেরূপ না হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে প্রথমবার এবং প্রাতঃকালে দ্বিতীয় বার বাদিত হইত।

সূর্য্যোদয়ের এক ঘড়ি পূর্ব্বে বাদকেরা সর্ণা বাজাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে জাগাইত এবং ভানূদয়ের এক ঘড়ি পরে তাহারা নাগারা যন্ত্র ব্যতীত কুবর্গা, করণা, নাফির এবং অপরাপর যন্ত্রসংযোগে মঙ্গলাচরণিক ঐকতান বাদন করিত। তদনন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার সর্ণা বাজাইত। এক ঘণ্টার পর নাগারা বাদ্য আরম্ভ হইত, এবং সেই সঙ্গে বাদসাহের মঙ্গলসূচক অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রগুলি বাদিত হইত। আক্‌বর শাহের সময় ঐকতান বাদন মুর্সালি, ইখ্‌লাতি, খোয়ারিজ্‌মাইত প্রভৃতি সাত প্রকারের ছিল। আক্‌বর শাহ অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, বিশেষতঃ উল্লিখিত ঐকতান বাদনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি স্বয়ং ঐকতান-বাদনের উন্নতির জন্য খোয়ারিজ্‌মাইত স্বরে দুই শতাধিক গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আক্‌বর শাহের নিকট অনেক ভাল ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিতেন, বিশেষতঃ নাগারা বাদনক্রিয়ায় তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন।

এক্ষণে আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

আমাদের আভ্যন্তরিক ঐকতানে যে কি কি যন্ত্র দিলে সুশ্রাব্য হয়, তাহার এ পর্য্যন্ত বিশেষ স্থিরীকরণ হয় নাই; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান প্রণালীটির এক্ষণে তরুণাবস্থা। যাহা হউক, সংগীত-প্রিয় দেশীয়গণের ক্রমিক উৎসাহ ও অধ্যবসায়শীলতা থাকিলে আর কিছুকাল পরে ইহার আত্যন্তিক উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

এ দেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদন-প্রণালী মদীয় পূজ্য-পাদ অগ্রজ রাজশ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের যত্নে আমার পূজনীয় সংগীতগুরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে সৃষ্ট হয়। উক্ত সঙ্গীত-পারদর্শী গোস্বামী মহাশয় কতকগুলি ঐকতানিক গৎ প্রস্তুত করিয়া "ঐকতানিক স্বরলিপি" নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এদেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদনসম্বন্ধে ঐ গ্রন্থখানি যে আদি এবং ঐকতান-বাদকমণ্ডলীর পথদর্শক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল, পাইকপাড়ার সুবিখ্যাত রাজা ৺প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের "বেল্‌গেছিয়া ভিলা" নামক উদ্যানে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কালে এই ঐকতান একবার বাদিত হয়। একদা বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট্ গবর্ণর হালিডে

[illegible] উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শনার্থ আসিয়া উল্লিখিত ঐকতানের লিপিবদ্ধ গৎগুলির বাদন শুনিয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশীয় ঐকতানে এক্ষণে টিনর্, ফ্লুট্, ভায়লিন্- [illegible] ক্লারিওনেট্, ডবল্‌বাস, পিয়ানো, হার্‌মণিয়ম্ প্রভৃতি [illegible] একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় যন্ত্রের দ্বারা [illegible] প্রস্তুত করিলে অধিকতর ভাল হইতে পারে। [illegible]য়েরা যেমন তাঁহাদিগের ঐকতানে আমাদিগের [illegible] ব্যবহার করেন না, সেইরূপ তাঁহাদের যন্ত্র লইয়া [illegible]ও ঐকতানের অঙ্গপুষ্টির কিছু আবশ্যকতা নাই—এ [illegible]ই এ দেশীয় সুন্দর ঐকতানের সৃষ্টি হইতে [illegible] আমরা আমাদের নিজের ঐকতানে নিম্নলিখিত [illegible] করি। যথা ;—

১। [illegible]োড়া তারস্বরী এস্‌রার্।
এক যোড়া মধ্যস্বরী এস্‌রার্।

২। একটি তারস্বরা কমর্চা।
একটি মধ্যস্বরা কমর্চা।

৩। একটি তারস্বরা কচ্ছপী বীণা (কছুয়া সেতার)
একটি মধ্যস্বরা কচ্ছপী বীণা (ঐ)

৪। একটি তারস্বরা বংশী।
একটি মধ্যস্বরা বংশী।

৫। একটি তারস্বরী শরৎ।
একটি মধ্যস্বরী শরৎ।

৬। { একটি তারস্বরী রবাব।
একটি মধ্যস্বরী রবাব। }

৭। { একটি তারস্বরা সারঙ্গী।
একটি মধ্যস্বরা সারঙ্গী। }

৮। এক যোড়া খাদস্বরী নাদেশ্বর যন্ত্র।

৯। একটি তান্‌পূরা।

১০। একটি মৃদঙ্গ।

১১। এক যোড়া খরতালী।

১২। এক যোড়া মন্দিরা।

১৩। একপ্রস্থ সপ্তশরাব।

১৪। একটি মোচঙ্গ।

১৫। একটি কলম।

আসিরীয় ঐকতান-বাদন।

আসিরীয় এবং বাবিলীয় জাতিদিগের দ্বারা দেবপূজা এবং মঙ্গলকার্য্যে বিশেষরূপে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। তত্তদ্দেশীয় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি এবং রাজা নেবুকাড্‌নেজার (Nebuchadnezzar) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণ নির্ম্মিত বেল (Baal) দেবতার নিকট সসঙ্গীত অর্চ্চনাদির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"তখন একজন রাজদূত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে মানবগণ! যখন তোমরা বংশী প্রভৃতি শুষির যন্ত্রের, বীণা প্রভৃতি তত যন্ত্রের, ঢক্কা প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রের, এবং ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন

যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণ করিবে, তখন মহারাজ নেবুকাড্‌নেজারের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমূর্ত্তি বেল দেবতার নিকট সকলে প্রণত হইবে।”

(Dan. iii. 4, 5.)

উপরি উক্ত দেশদ্বয়ের রাজারা আমোদের জন্য রাজসভাতেও সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। যখন তখন গীতবাদ্যাদি না করিয়া, প্রত্যহ দিবাকাল কিম্বা অন্য কোন নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাদের সঙ্গীতালাপ হইত। কারণ, জানা গিয়াছে যে, মিদ্‌বংশীয় রাজা দরায়ুস্ (Darius the mead) যৎকালে ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল্ (Daniel)কে সিংহ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাজপ্রাসাদে গমন করেন, তখন তিনি অনাহারে এবং ঐকতান-বাদনাদি শ্রবণ না করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। (Dan. vi. 18); ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার নিকট ঐকতানিক যন্ত্র সকল বাদিত হইত।

য়িহুদীয় ঐকতান-বাদন।

আসিরীয় এবং বাবিলীয়দিগের ন্যায় জেরুসালম রাজসভাতেও ঐকতানিক সঙ্গীত হইত। অপরাপর রাজাদের অপেক্ষা দায়ুদ্ (David) এবং সলমন্ (Solomon) ভূপালদ্বয়ের সময়ে ইহা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মন্দিরস্থ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু সংখ্যক বাদক ও গায়ক ব্যতীত রাজকীয় গুপ্ত ঐকতান (Royal Private Concert) ছিল। (2 Sam. xix. 35.)

দায়ুদ্-পুত্র সলমন্ পার্থিবভোগবিলাসিতার অসারতা ও

অস্থায়িতাসম্বন্ধে তদীয় গুপ্ত ঐকতানের (Private Orchestra) উল্লেখ করিয়াছিলেন ;—তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, " আমি নানাপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের ন্যায় পুংগায়ক, স্ত্রীগায়িকা এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রব্যবসায়ীদিগের দ্বারা নানা- প্রকার আনন্দ পাইয়াছিলাম। "(Eccles. ii. 8)

পারস্য ঐকতান-বাদন।

অধুনা পারস্যদেশে হার্প (Harp) যন্ত্র ক্বচিৎ দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা ঐকতানিক যন্ত্র সমূহের মধ্যে একটি উচ্চদরের যন্ত্র ছিল। স্যার রবার্ট কার্‌পোর্টার্‌ (Sir Robert Ker Porter) কার্‌মান্‌শা (Kermansha) নগরীর নিকটস্থ তক্তিবোস্তাঁ (Tackt-i-Bostan) পর্ব্বতে এতৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এইরূপ কথিত আছে, ছয়শত খৃষ্টাব্দের শেষে পারস্যদেশীয় রাজা খস্‌রু পুর্‌ভিজ (Khosroo Purviz) সেইগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি দুইটি উন্নত খিলানে সজ্জিত ছিল। আসিরীয়দিগের খোদিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় আর কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে হার্প যন্ত্র বাজাইতেছে। বণ্টিং (Bunting) সাহেবও পারস্যদেশীয় বীণৈকতান বাদন (Harp-concert) সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন।

Bunting's Historical and Critical Dissertation on the Harps in his " General Collection of the Ancient Music of Ireland. "

উপরে কথিত হইল, খৃষ্ট ছয় শতাব্দীতে পারস্য দেশে ঐকতান প্রচলিত ছিল। অপিচ আর একটি খোদিত মূর্ত্তি ব্যাগপাইপ বাজাইতেছে, ইহাও ঐ সকল উপরিউক্ত প্রতি-মূর্ত্তির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যাগ্-পাইপের নাগবদ্ধ যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। আসিরীয়, হিব্রু, রোমক এবং গ্রীক্ জাতিরাও এই যন্ত্র অবগত ছিল, কিন্তু প্রাচীন মৈসরদের মধ্যে ইহা ছিল কি না, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

মৈসর ঐকতান-বাদন।

হিরোদতস্ (Herodotus) প্লেতো (Plato) দায়োদরস্ (Diodorus) সিকুলাস্ (Siculus) এবং স্ত্রাবো (Strabo) ইহারা সকলেই মিসর দেশ দর্শন করেন এবং তথাকার ঐকতান সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া যান। হিরোদতস্ এবং স্ত্রাবোর মিসর দর্শনের প্রায় ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে তথায় ধর্ম্ম-সঙ্গীত এবং বিলাস-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল।

হিরোদতস্ (জন্ম বৎসর ৪৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ) বলেন যে, মিসরীয়দিগের দেবোদ্দেশে বাৎসরিক পর্ব্বাহসমূহের মধ্যে বুবস্তিস্ (Bubastis) নগরে দায়ানা (Diana) দেবীর পূজার্থ মেলা হইত। ঐ মেলাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নৌকারোহণ করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিত এবং সেই সময়ে কতকগুলি পুরুষ বংশী এবং কতকগুলি রমণী ক্ষুদ্র ঢক্কা যুগপৎ বাজাইত।

অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা করতালি দিয়া আনন্দসূচক-ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিত।

অধিকন্তু প্রাচীন মিসরীয়েরা হার্প, তাম্বুরা, ফ্লুট প্রভৃতি যন্ত্রসংযোগে ঐকতান-বাদন অবগত ছিল। এতৎসম্বন্ধীয় একটি খোদিত দৃশ্য বার্লিন (Berlin) এবং লিডেন (Lyden) নগরের চিত্রশালায় আছে। লেপসিয়স্ (Lepsius) সাহেব বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরা শুদ্ধ কতকগুলি বংশী দ্বারাও ঐকতান বাদন করিত। (Lepsius's Egyptian Antiquities) বংশী-ঐকতানের একটি খোদিত দৃশ্য গিজের পিরামিডের তলস্থিত সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। লেপ্‌সিয়সের মতে উহা খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বের হইবে।

THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY
CALCUTTA

সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

ভারতবর্ষের যে সকল তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন-যন্ত্রের প্রচলন দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় যন্ত্রকোষের মূল মধ্যে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় লুপ্ত, প্রাচীন ও কতকগুলি প্রচলিত যন্ত্রের এবং পৃথিবীস্থ অপরাপর দেশের বাদ্য-যন্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যতদূর দৃঢ়তর অনুসন্ধানদ্বারা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

(আভিধানিক বর্ণানুসারে লিখিত।)

অ

অংক্লুঙ্ (ANGKLUNG, a wind instrument of Javanese,) এক প্রকার গ্রাম্য শুষির যন্ত্র এবং ইহা কতকগুলি বংশনলে নির্ম্মিত। যাবা দ্বীপের পশ্চিমস্থ পার্ব্বতীয় জাতীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে। উক্ত দ্বীপবাসিগণের যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটি অধিক পুরাতন।

অক্টাকর্ড্ বা অক্টাকর্ডি (OCTACHORD or OCTACHORDE, an instrument of music composed of eight sounds) অষ্টস্বরসমন্বিত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

অক্টাকর্ডম্ (OCTACHORDUM, the Pythagorian lyre) পিথাগোরীয় বীণা যন্ত্র।

অক্টেভ্ ফ্লুট্ (OCTAVE FLUTE, a small wind instrument) একপ্রকার ক্ষুদ্র শুষির যন্ত্র। ইহা মধ্য-সপ্তকে না বাজিয়া উচ্চ-সপ্তকে বাদিত হয়। ইহাকে ফ্লুট্ আ বেক্ (Flute a bec)ও বলে।

অক্সফিয়র্ণ (OXPHEORN, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার অবয়ব পাণ্ডোরার (Pandora) ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

অগদ (AGADA, an Egyptian and Abyssinian wind instrument) মৈসর এবং আবিসিনীয় জাতিদের বংশীজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

অগাধপল (AUGADHAPALA, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

অজকাক্সলি (AJACAXTLI, a Mexican ancient musical instrument) মেক্সিকোদেশীয় প্রাচীন নর্ত্তকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত। ইহার আকার প্রভৃতি প্রায় শিশুদিগের ঝুন্‌ঝুনীর ন্যায়।

অঞ্জিলিক্ (ANGELIQUE, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। কচ্ (Koch) সাহেবের মতে প্রাচীন কালে ইংলণ্ড দেশে এই যন্ত্র সচরাচর দৃষ্ট হইত।

অপল্লন (APOLLON, a stringed instrument set with

twenty strings) ল্যুটজাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ এবং ইহাতে কুড়িটি তার যোজিত থাকে। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এম্ প্রম্প্‌ট্ সাহেব (M. Prompt) এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

অপল্লনিয়ন্ (APOLLONION) জে, এচ্. ভলার সাহেবের (J. H. Voller) মতে একটি প্রসিদ্ধ বাদ্য যন্ত্র।

অফেন্ ফ্লোট্ (OFEN FLOTE, a wind instrument) একটি শুষির যন্ত্র।

অমতি (AMATI, a stringed instrument of violin kinds) একপ্রকার ততযন্ত্র। অমতি (Amati) নামক এক জন বাহুলীনযন্ত্রনির্ম্মাতা আপনার নামে এই যন্ত্রটি সৃষ্টি করেন। ইহার অবয়ব ভায়োলিন্ বা ভায়োলিন্‌সেলোর ন্যায়।

অমৃত (OMRITO, a very ancient musical instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি অতি প্রাচীন বাদ্য যন্ত্র। (see রবণ)

অর্গ্যান্ (ORGAN, a remarkable and well esteemed musical instrument generally used in churches) একটি সুবিখ্যাত এবং অত্যন্ত আদৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা সচরাচর ধর্ম্ম মন্দিরাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অর্গ্যানেটো (ORGANETTO) }
অর্গ্যানো (ORGANO) } ছোট অর্গ্যানকে কহে।

অর্চেষ্ট্রিয়ন্ (ORCHESTRION) ড্রেস্‌ডেন্ নগরবাসী এফ্, এফ, কফ্‌মান্ (F. F. Kaufman) সাহেবের নির্ম্মিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রে উগ্র এবং মৃদু স্বর উভয়ই উদ্গত হয়। বিশেষতঃ এই যন্ত্রের আর একটি গুণ এই যে, পূর্ণ ঐকতানের (Full concert) ধ্বনি সমষ্টি ইহার দ্বারা অনুকৃত হইতে পারে।

অর্ফি অরিয়ন্ (ORPHEOREON, a stringed instrument) ধাতুনির্ম্মিত অষ্টতার বিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

অর্ফিকা (ORPHICA, a small and ancient clavier stringed instrument) কুঞ্জিকাযুক্ত একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন ততযন্ত্র। বালকেরা ক্রীড়াকালে এই যন্ত্র ব্যবহার করিত।

অর্ফিয়ন্ (ORPHEON, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র।

অলস্ (AULOS, an ancient flute) একটি প্রাচীন শুষির যন্ত্র।

অল্‌টজীজ (ALT GEIGE) মধ্যস্বরী বাহুলীন যন্ত্র।

অল্‌ট ফ্লুট (ALT FLUTE) মধ্যস্বরী শুষির যন্ত্র।

অল্‌টম্বর (ALTAMBOR, a drum) স্পানিয়ার্ড জাতির ঢক্কার ন্যায় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

অসস্র (ASOSRA, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ। (see schatzotzerooth)

অস্করম্ (ASCARUM, a stringed instrument) ওয়াল্‌থার্ণ সাহেবের মতে (Walthern) মতে ইহা দীর্ঘ-চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

অস্করস্ (ASCARAS, a stringed instrument) ততযন্ত্র বিশেষ। (see অস্করস্)

অস্করস্ ন্যাগেল্ (ASCARUS NAGGALE, an ancient Greek instrument of percussion) প্রাচীন গ্রীকদিগের আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

অস্কৌলস্ (ASKAULOS, an ancient Grecian wind instrument) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

আ

আকর্ডিয়ন্ (ACCORDION, a keyed instrument like Organetto) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র এবং দেখিতে কতকটা ছোট অর্গ্যানের ন্যায়। এই যন্ত্রের ইস্পাৎ নির্ম্মিত স্প্রিং সকল বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কম্পিত হইলে সুমধুর শব্দ উদ্গত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অতীত হইল এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আজাক্লি-কেমান্ (AJAKLI-KEMAN, a stringed instrument of the Turks) তুরস্কদেশীয়দের ব্যবহৃত বাহুলীন জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

আডিয়াফোনন্ (ADIAPHONON, a species of Pianoforte with six octaves) ষষ্ঠ অক্টেভযুক্ত একপ্রকার পিয়ানোফোর্টি যন্ত্র। ইহার স্বর কখনো বিকৃত হয় না। ভিয়েনা নগরস্থ ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতা সস্টর (Schuster) কর্তৃক ১৮২০ খৃঃ ইহা নির্ম্মিত।

আথেনা (ATHENA, a species of Grecian flute) গ্রীক

জাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। এরূপ কথিত আছে যে, মিনার্ভা দেবীর নিকট থিবান্ নিকোফেলাস্ (Theban Nicophelus) কর্ত্তৃক ইহা প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

আদুফ্ (ADUFE, an Arabian instrument of percussion) আনদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি আরবদেশীয় যন্ত্র। ইহার আকার চতুষ্কোণ। বার্ব্বরি রাজ্যে এখনো ইহার সমধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এই যন্ত্র য়িহুদীদের টপ যন্ত্রের এবং প্রাচীন মিসরবাসীদের চতুষ্কোণ আনদ্ধ যন্ত্রের সদৃশ।

আনাকারা বা আনাকরিস্টা (ANAKARA or ANAKO-RISTA, the Kettle drum) আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। (see Kettle drum) আনিনো কর্ড বা আনিনো কর্ডি (ANINO CHORD or ANINO CORDI, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের তন্তুর উপর বায়ু সঞ্চালন করিলে শব্দ নির্গত হয়। ১৭৮৯ খৃঃ পারিস নগরে জন্ জেকব্ স্নেল সাহেব (John Jacob Shnell) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি সাধারণ্যে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

আপলো-নিকন্ (APALLO NICON, a large musical instrument like an Organ) অর্গ্যানের ন্যায় একটি বৃহৎ যন্ত্র। ইহা পূর্ণ ঐকতান বাদ্যের ধ্বনি অনুকরণ করে। ইহা নলিদ্বারা স্বয়ং বাদিত হয়। ১৮২৮ খৃঃ লণ্ডননগরে

ফ্লাইট এবং রব্সন্ (Flight and Robson) সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

আপলো-লাইরা (APALLO-LYRA, an ancient stringed instrument) ছোট হার্প বা লায়ারের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন ততযন্ত্র। এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই। ইহা উচ্চে এক ফুট, বিস্তারে অর্দ্ধ ফুট এবং দ্বাদশটি চাবি-যুক্ত হইত। এই যন্ত্রের মুখ পিত্তলনির্ম্মিত এবং ইহা শৃঙ্গযন্ত্রের ন্যায় বাজিত।

আবব্ বা আবভ্ (ABUB or ABABH, a Hebrew musical instrument) একপ্রকার হিব্রু জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ওল্ড টেষ্টামেণ্টে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

আভেনা (AVENA, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা ওট্ (Oat) বৃক্ষের নলে নির্ম্মিত হইত। (See page 74.)

আম্বিরা (AMBIRA, a wind instrument used in Africa) ইহা একটি শুষিরযন্ত্রবিশেষ। আফ্রিকাদেশে ইহার প্রচলন। ইহা উক্ত দেশে বিভিন্ন স্থলে ঝাঞ্জি মারিম্বা, ইবেকা, বিসান্দক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ সেনগাম্বিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ গিনিবাসীদের ইহা সমধিক প্রিয়। এই যন্ত্রে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে কতকগুলি স্বরনিঃসারক কাষ্ঠ বা বেত্রখণ্ড অথবা লৌহ-জিহ্বা এরূপভাবে সম্বদ্ধ থাকে যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কোন দণ্ডদ্বারা চাপিত হইলেই তাহাদিগ হইতে স্বর-

কম্পন উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহার বন্ধনপ্রণালী অনেকটা ইচ্ছামত হইয়া থাকে।

Victor Scoecher.

আর্গুল্ (ARGOOL, a recent Egyptian wind instrument made with double pipes) আধুনিক মিসরীয়দের একটি দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহার একটি নল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও নিম্ন স্বর উৎপাদনের জন্য, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নলটি সুস্বরানুক্রমিক গান ও গৎ বাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ যন্ত্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। (See p. 88 and 93)

আর্চ্-লুট্ (ARCH-LUTE, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ। (See থিওর্বো)

আর্চ্লুথ (ARCH-LUTH, a stringed instrument) ইহাও একপ্রকার ততযন্ত্র। (See থিওর্বো)

আর্জিয়ান্ (ARGYAN, a trumpet) শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

আর্পা (ARPA, the Spanish name of the English harp) ইংরাজি হার্পযন্ত্রের স্পেনিশ নাম।

আর্পা ডপ্পিয়া (ARPADOPPIA, the double-harp) ডবল হার্পযন্ত্র।

আর্পানেটা (ARHANETTA, a kind of Italian harp) ইতালীদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আইরিশ হার্পযন্ত্রের ন্যায় ইহা নির্ম্মিত। এবং ইহাতে লৌহ ও পিত্তলনির্ম্মিত তার সমূহ যোজিত থাকে।

আর্মনিকা (ARMONICA, the musical glasses) কাচ-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র।

আর্সিলিউটো (ARCILIUTO, a stringed instrument) তত-যন্ত্রবিশেষ। কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্র এবং থিওর্বো একই।

আর্সিসিম্বেলো (ARCICEMBALO, a clavier or keyed instrument) চাবিযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

আলগোজা (ALGHOZA, a wind instrument used in Hindoostan, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত শুষিরযন্ত্রবিশেষ। (See page 79)

আলটস্ (ALTOS. a stringed instrument) বাহুলীন-জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

আলটো-বাসো (ALTO BASSO, a stringed instrument) ভিনিসীয় ততযন্ত্রবিশেষ, কিন্তু অধুনা অপ্রচলিত। এক-প্রকার ধনুর্দ্বারা ইহা বাদিত হইত।

আলটো ভায়োলা বা ভায়োলো (ALTO VIOLA or VIOLO, a large stringed instrument) বৃহজ্জাতীয় ততযন্ত্র-বিশেষ অর্থাৎ বড় বেহালা। সাধারণ বেহালায় ৫টি খাদস্বর উৎপন্ন হয়।

আল্পেন্ হর্ণ (ALPENHORN, a cow-horn) গোশৃঙ্গ-যন্ত্র।

আলাপিনী বীণা (ALAPINI BINA, an ancient stringed

instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন তন্তযন্ত্র।

আল্ফরণ্ (ALPHORN, a wind instrument used in Switzerland) সুইটজর্লণ্ড দেশে প্রচলিত একটি শুষিরযন্ত্র। কতকগুলি কাষ্ঠনলখণ্ড একত্রে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসিয়াস্ (ASIAS, a cittern or lyre) একপ্রকার তত-যন্ত্র। বুলঞ্জর (Bullanger) সাহেবের মতে তর্পন্দরের শিষ্য সিপিয়ন্ কর্ত্তৃক এই যন্ত্র প্রথমে আবিষ্কৃত হয়।

আসোর্ (ASOR, a stringed instrument of the Hebrews) য়িহুদীদিগের একটি ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দশটি তার সংযুক্ত থাকে, এবং ইহা অঙ্গুলির দ্বারা বাদিত হয়। ইহা উক্ত জাতির নেবেল্ নামক তান্পূরা যন্ত্রের সদৃশ। ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ একটি আসিরীয় যন্ত্রকেও "আসোর" এই নাম দিয়া থাকেন।

ই

ইউকিন্ (YEUKIN, a Chinese stringed instrument) একটি চৈন ততযন্ত্র। চীনজাতিদের ইয়ান্কিন্ যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাদিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে পূর্ণশশিবীণা (Full moon guitar) এই আখ্যা দিয়াছেন।

ইউফন্ (EUPHON, a musical instrument) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। লিখনাধারের ন্যায় (Desk) ইহার আকার।

ইহাতে কতকগুলি কাচনির্ম্মিত নল সমসূত্রপাতে সং-যোজিত থাকে। কাচযন্ত্রের ন্যায় ইহারও বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

ইংলিশ ভায়োলেট (ENGLISH VIOLET, a very ancien stringed instrument) ভায়োল্ ডামোর (Viol d'mour) যন্ত্রের আকারগত একটি অতি পুরাতন ততযন্ত্র।

ইংলিশ হার্প (ENGLISH HARP, a large wind instrument of hauthboy kinds) ওবয়জাতীয় বৃহৎ শুষির যন্ত্রবিশেষ। ইহা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত এবং ইহার আকার সরল না হইয়া বক্রভাবে হইয়া থাকে।

ইদৌথস্ (IDOUTHUS, a name of a Grecian flute) এক-প্রকার গ্রীক্ জাতীয় শুষিরযন্ত্র।

ইন্‌ফাল্‌টিলিয়া (INFALTILIA, a wind instrument) এক-প্রকার শুষিরযন্ত্র।

ইন্‌স্ট্রুমেণ্টো এ কেম্পানেল্ (INSTRUMENTO a CAMPANEL, a keyed instrument like a piano-forte) পিয়ানো ফোর্টি'র ন্যায় চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে ১, ২ বা ততোধিক উচ্চস্বরপ্রকাশকরণক্ষম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা যোজিত আছে। সেইগুলি প্রকৃত স্বরগ্রামে (Diatonically) বদ্ধ থাকে।

ইবেকা (IBEKA, a wind instrument like an ambira)

MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY CALCUTTA

আম্বিরাযন্ত্রের ন্যায় একটি শুষিরযন্ত্র। নিগ্রো জাতিরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। (See Ambira)

ইয়ান্‌কিন্ (IANKIN, a Chinese stringed instrument) একটি চীনদেশীয় পিত্তলতারসম্বদ্ধ ততযন্ত্র। ইউরো-পীয়দের ডল্‌সিমারযন্ত্রের ন্যায় ইহা দুইটি ক্ষুদ্র মুদ্গর দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। ইহা জাপানদেশীয় কোটো যন্ত্রের ন্যায়। এই যন্ত্রটির স্বর অতি সুশ্রাব্য।

ইয়াম্বাইস্ (IAMBYCE, a stringed instrument) একটি ততযন্ত্রবিশেষ। পোলক্‌স্ (Pollux) সাহেবের মতে এই যন্ত্র ত্রিকোণবিশিষ্ট লায়ার্ যন্ত্রের ন্যায়।

ইয়ার্পি (EARPE, the Anglo-Saxonic name of harp) হার্প-যন্ত্রের এঙ্গ্‌লো সাক্‌সন নাম। অপিচ এই ভাষাতে ইহাকে হিয়ার্পি (Hearpe) ও কহে।

ইয়ো (YO, a flute) একটি শুষিরযন্ত্র।

ইয়োলাইন্ (ÆOLINE, a keyed instrument) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র। ইহার স্বর অর্গ্যানের ন্যায়। পাইপ না হইয়া ইহাতে ইস্পাতের স্প্রিং থাকে এবং ভস্ত্রাসঞ্চা-লনে উহা কম্পিত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়।

ইয়োলিয়ন্ পিয়ানো (ÆOLION PIANO) ইহা ইয়ো-লোডিকন যন্ত্রের ন্যায়। ইহার স্প্রিংগুলি ধাতব না হইয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত হয়।

ইয়োলিয়ন্ হার্প (ÆOLION HARP, a stringed instrument, the tones of which, as its name denotes, are not produced

by the hands of an artist, but by means of nature herself, through the action of the wind) একটি ততযন্ত্রবিশেষ। কোন বাদকের হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয় না, কিন্তু প্রকৃতি সঞ্চালিত বায়ুদ্বারা বাজিয়া থাকে; এইজন্য ইহার ঈদৃশ নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রটি বিখ্যাত এবং ইহার ধ্বনি চমৎকার ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট। এই নিমিত্ত সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বর্গীয় বীণা বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিস্তীর্ণ ইংরাজি অভিধানকার ডাক্তর ওয়েবেষ্টার (Dr. Webster) সাহেব মুর (Moore) সাহেবের মতে বলেন যে, গ্রীকদিগের বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইয়োলস (ÆOLUS) হইতে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। একটি লম্ব চতুষ্কোণবিশিষ্ট বাক্সের মধ্যে বা উপরি ভাগে নয়টি বা ততোধিক চর্ম্মতন্তু উচ্চ নীচ স্বরানুসারে বাঁধিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বায়ু প্রবাহিত অনাবৃত জানালায় ইহা লম্বমান করিয়া রাখিলে উচ্চ নীচ স্বর সমুদয় মিশ্রিত হইয়া সুমধুর শুনায়। বায়ুকর্ত্তৃক আবদ্ধ তন্তু সকল আঘাতিত হইবে বলিয়া ইহার তন্তুস্থাপনভাগ এবং তলভাগ অনাচ্ছাদিত রাখিতে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রকে অতি পুরাতন বলেন, কিন্তু ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এইরূপ বায়ু-বাদ্য বীণা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও ইহার সহিত তাহার অবয়বগত বিভিন্নতা স্বীকার করা যায়, কিন্তু গুণে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

বলিতে হইবে। "দেবর্ষি নারদ দেবগণ প্রেরিত হইয়া বসুদেবগৃহবাসী শ্রীকৃষ্ণকে শিশুপালবধার্থ উত্তেজনা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে দেবলোক হইতে আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার বীণা যে প্রকার গান করিতেছিল, মাঘ কবি তাহার এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

রণদ্ভিরাঘট্টনয়া নভস্বতঃ
পৃথগ্‌বিভিন্ন শ্রুতিমণ্ডলৈঃস্বরৈঃ।
স্ফুটীভবদগ্রামবিশেষমূর্চ্ছনা
মবেক্ষমাণং মহতী মুহুর্ম্মুহুঃ।

নারদের বীণার নাম মহতী। সেই বীণায় বায়ুর আঘাত লাগিয়া ষড়জাদি স্বরগ্রাম আরোহ অবরোহক্রমে এরূপ স্পষ্টভাবে শ্রবণগোচর হইতেছে যে, স্বরের অবয়বভূত শ্রুতিগুলি পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া গণিয়া লওয়া যাইতেছে। নারদ বিস্ময়পরবশ হইয়া বারম্বার সেই বীণা দর্শন করিতেছেন।

মাঘ কবি১৫।১৬শত বৎসরের লোক হইবেন। তাঁহার সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যখন এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, যন্ত্র বাঁধিবার কৌশলে স্বর যন্ত্র হইতে আপনি বাজিত, তখন তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যে উহার চর্চ্চার আরম্ভ হয়, ইহা সহজেই অনুমান হয়।" অধুনা ভারতবর্ষে যেরূপ মহতী বীণার প্রচলন দৃষ্ট হয়, উহা প্রাচীন কালের উক্ত বীণা হইতে কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বতন মহতী বীণা হস্ত ও বায়ু উভয়েরই

দ্বারা বাদিত হইত, এক্ষণকার মহতী বীণা হস্ত ব্যতীত বাদিত হয় না। (See page 3)। মিলান নগরের আবি গাটনি (Abbe Gattoni) আর একপ্রকার বৃহৎ ইয়োলিয়ন্ হার্প নির্ম্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রটির নাম মিটিয়রলজিকাল হার্ম্মণিকা (Meteorological Harmonica)। তিনি কোন একটী গির্জ্জার একটা চূড়া হইতে অপর একটা চূড়া পর্য্যন্ত ১৫টি লৌহ তার সমান্তরালভাবে আবদ্ধ করিয়া উক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই তারগুলি স্বাভাবিক সপ্তস্বরানুসারে সর্ব্বদাই বদ্ধ থাকিত এবং বায়ুকর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া অর্গ্যান্-পাইপের (Organ-pipe) ন্যায় বাদিত হইত।

ইয়োলোডিকন বা ইয়োলোডিয়ন (ÆOLODICON or ÆOLODION, a keyed instrument) চাবিযুক্ত যন্ত্র বিশেষ। (See ইয়োলাইন্)

ইয়োলোপান্টালন্ (ÆOLOPANTALON, a species of piano-forte) একপ্রকার পিয়ানোফোর্টিযন্ত্র। ইয়োলোডিকনের সহিত ইহার আকার ও অবয়বগত সম্বন্ধ আছে।

ইযোলোমেলোডিকন্ (ÆOLOMELODICON, a musical instrument of the æolodicon kinds) ইয়োলোডিকন্‌জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অপর একটি নাম কোরোলিয়ন্ (Choroleon)।

ইসিটালি (ICITALI, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে দুইটি ইস্পাৎনির্ম্মিত তার সংযুক্ত থাকে এবং তুরুষ্ক জাতিরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

উ

উগাব (UGAB, a Hebrew wind instrument) ইহা য়িহুদীদের একটি শুষিরযন্ত্র। কথিত আছে, জুবাল ইহার নির্ম্মিতা। ইংরাজেরা ইহাকে সিরিংস্ অথবা পাণ্ডিয়ান্ পাইপ (Syrinx or Pandean-pipes) বলেন।

উদ (OUD, an Arabian stringed instrument) আরব-দেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার হিন্দুদিগের তান্পূরার ন্যায় এবং উক্ত যন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও সারিকা বিন্যাস নাই।

উদকী (UDAKE, a sm[illegible] percussion [illegible] in Ceylon) এক[illegible]টি ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। ইহার আকার [illegible] যন্ত্রের ন্যায় ইহা[illegible] ইহা ব্যবহার করে।

উর্হীন্ (URNEEN, a kind of Chinese violin) একটি চীন দেশীয় বাহুলীন যন্ত্র। ইহা আমাদের দেশের সারিন্দা বা সারঙ্গীর, জাপানদেশীয় কোকিউ যন্ত্রের এবং আরব ও পারস্যদিগের রবাব, ও কেমনগে যন্ত্রের ন্যায়। (See page 67)

ঊ

ঊম্পুচ্বা (OOMPOOCHWA, a stringed instrument used in Africa) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আকার বাক্সের ন্যায়, কিন্তু এক পার্শ্ব খোলা। আফ্রিকার লোকেরা ইহা ব্যবহার করে।

এ

এক্সাকর্ড বা হেক্সাকর্ড (EXACHORD or HEXACHORD, a stringed instrument with six strings) একটি ষট্‌তন্ত্র-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে ছয়টী স্বর উৎপন্ন হয়।

এঙ্কাম্বী (ENCHAMBEE, a kind of stringed instrument of the Ashantee and Fantee of Africa) আফ্রিকার আশাণ্টী এবং ফাণ্টী জাতিদ্বয়ের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে তাল বৃক্ষের মূলজাত পাঁচটি সূত্র যোজিত হইয়া ইহার শিরস্থ বংশনির্ম্মিত পাঁচটী কীলকের সহিত আবদ্ধ থাকে। দুই হস্তে এইযন্ত্র বাদিত হয় এবং যদিও ইহার স্বর বিভিন্ন প্রকারের নহে, তথাপি বিশেষ মধুর। এইজন্যই উক্ত জাতিদ্বয়ের সমুদয় যন্ত্রাপেক্ষা ইহা উত্তম বলিয়া গণিত হইয়াছে।

এপিগোনিয়ম (EPIGONIUM, a stringed instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। [illegible] সংযুক্ত থাকিত। এপিগোনস (Epigonus) স্বীয় নামে এই যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এপিনেট (EPINETE, the spinet) স্পিনেট্ যন্ত্র। (See Spinet)

এপ্টাকর্ড (EPTACHORDE, an instrument with seven strings) একটী সপ্ততন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র। (See Heptachord)

এর্‌বেব্ (ERB'EB, the Morocco name of rebab) রবাব যন্ত্রের মরক্কদেশীয় নাম। (See page 26)

এলিফাণ্টাইন্ (ELEFANTINE, a fluto supposed to be maed of ivory) একটী শুষিরযন্ত্র। বোধ হয় হস্তিদন্তে ইহা নির্ম্মিত। ফিনিসীয় জাতি (Phænecians) এই যন্ত্রের সৃষ্টি করে।

এলিমস্ (ELEMAS, the name of a Phrygian flute) ফ্রিজীয় ফ্লুটের নামান্তর। ইহাও কাষ্ঠনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্র বিশেষ।

ও

ওফিক্লিড্ (OPHICLEIDE, a wind instrument concerning to wars) যুদ্ধসম্বন্ধীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ওবয় (AUTHBOY, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্র। (See page 80 and 81)

ওবোয়ি ডামোর বা ওবোয়ি লুয়াঙ্গো (CBOE D'AMORE or CBOE LUANGO, a wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

ওম্বাই (OMBI, a harp-kind instrument used in Africa) আফ্রিকা দেশের সেনিগাম্বিয়া ও গিনিদেশবাসীদের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। তাহারা লতা ও বৃক্ষের মূল দিয়া ইহার তন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার আর একটী নাম বোলো (Boulow)। মিসরদেশীয় হার্প যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

ওয়াল্‌ডহর্ণ (WALDHORN, a large wind instrument

generally called French horn) একটী শৃঙ্গযন্ত্র। সাধারণতঃ ইহাকে ফরাসী-শৃঙ্গ কহে।

ওসী টিবিয়া (OSSEA TIBIA, one of the first wind instruments of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী প্রথম গণনীয় শুষিরযন্ত্র।

ঔ

ঔ (OU, a Chinese instrument, played with a bow) চীনদিগের ধনুর্দ্বারা বাদিত ততযন্ত্রবিশেষ।

ক

কঃহরণ (KUHHORN, a Swedish or Alpine horn) একটী সুইডিশ বা আল্‌পাইন শৃঙ্গযন্ত্র।

কচ্ছপী বীণা (CACH'HUPI BINA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 17)

কঞ্চ (CONCH. the English name of a Hindoo wind instrument called Shankha) শঙ্খযন্ত্রের ইংরাজি সংজ্ঞা।

কড়্‌লী (KARRULI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

কন্ট্রাফ্যাগটো (CONTRAFAGOTTO, the large bassoon) একটী বৃহৎ শুষিরযন্ত্র। সাধারণ বাসূন অপেক্ষা ইহাতে আরও একটী নিম্ন স্বরগ্রাম বাদিত হইত। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত।

কন্ট্রাবাসো (COOTRABASSO, the double bass) বাহুলীনজাতীয় যন্ত্র সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং

খাদস্বরবিশিষ্ট। এই যন্ত্র দুইপ্রকার। একপ্রকার তিনতন্ত্রবিশিষ্ট, অপরপ্রকার চারিতন্ত্রসম্বলিত। ইংলণ্ডে তিনতন্ত্রবিশিষ্ট কণ্ট্রাবাসো প্রচলিত। কিন্তু জর্ম্মণি ভিন্ন অপরটি প্রায় অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। শেষোক্তপ্রকার যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত চারিটী নিম্নস্বর-বিশিষ্ট। (See Double bass)

কণ্ট্রাবাসি (COATRA BASSE) } ডবল বাসের অন্যতর সংজ্ঞা।
কণ্ট্রাভায়োলন (CONTRA VIOLON) }

কন্সার্টিনা (CONCERTINA) ছয়কোণবিশিষ্ট একটী ছোট বাদ্যযন্ত্র। হস্তে ধরিয়া ইহা বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রের দুই পার্শ্বে কতকগুলি কুঞ্জিকা আছে, ঐ গুলি অঙ্গুলিদ্বারা চাপিত হইলে যন্ত্রের মধ্যস্থিত ধাতব জিহ্বা সমূহ (Metal tongues) হইতে শব্দ বহির্গত হইয়া থাকে। ইহার ধ্বনি অবিচ্ছিন্নরূপে শ্রুত হইবার জন্য অনবরত ইহার ভস্ত্রাসঞ্চালন করিয়া বায়ু সঞ্চালন করিতে হয়।

কপলডোন (KOPPLEDONE , an ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

কপল ফ্লুট (KOPPLE FELUTE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম গেম্‌স্‌হর্ণ (Gemshorn)

কম্পানম্ (CAMPANUM, an ancient Grecian instrument of the bell-kinds) প্রাচীন গ্রীকদিগের ঘণ্টাজাতীয় শুষির-যন্ত্রবিশেষ।

কম্পল (KAMPUL a Javanese instrument of percussion) যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

কম্বোন (KOMBONE a wind instrument of the Singhalese) সিংহলীদের শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কয়ার অরগ্যান্ (CHOIR ORGAN) একটী মৃদুস্বরবিশিষ্ট অরগ্যান্। ইহা সলো, ডুয়েট (Solo, duet, &c.) প্রভৃতি গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত।

কর্ (COR, a horn) শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ।

কর্ (CHOR, a stringed instrument like spinet) স্পিনেটের ন্যায় একপ্রকার তত্যন্ত্র।

কর্ অম্নিটোনিক (COR OMNITONIQUE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্র, কিন্তু ইহার স্বরগুলি বিকৃত। এই যন্ত্রে চাবিদ্বারা প্রকৃত খোলা সুরের ন্যায় বিকৃত সুরগুলি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়।

কর্ আংলাইস্ (COR ANGLAIS, a long hauthboy) একটি শুষিরযন্ত্র। ইহার স্বর মিষ্ট, ভাবব্যঞ্জক ও শোকসূচক। (See ওবয়)

কর্ ডি সিগ্নাল (COR DE SIGNAL, a bugle) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। (See ব্যুগল)

করণা বা কর্ণা (KERRANA or KURNA, a large trumpet, common in Hindoostan and Persia) একপ্রকার বৃহজ্জাতীয় শুষিরযন্ত্র। ভারতবর্ষ এবং পারস্য দেশে

ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং ধ্বনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। (See p. 83)

করতাল বা করতালী (CARATAL, or CORTALI, the metalic instruments of the castagnettes kinds, common in Hindoostan) ভারতবর্ষপ্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। (See p. 109)

করিক্ (CHORIQUE, the name of a species of flute) এক প্রকার শুষিরযন্ত্র।

কর্ডমিটার (CHORDOMETER) স্বরসম্বন্ধীয় মাত্রামাপক যন্ত্রবিশেষ।

কর্ডমেলোডিয়ন্ (CHORDAUMELODION) বা

কর্ডলোডিয়ন্ (CHORDOLODION) বড় ব্যারেল অর্গ্যান যন্ত্রের নাম। ইহা স্বয়ং বাজে।

কর্ডি চাসী (COR DE CHASSE, a hunter's horn) এবং

কর্ডি ভাসী (COR DE VACHES, a shepherd's horn) শিকারী এবং মেষপালকের শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ (CORNC, a French horn) ফরাসীদেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ইংলিস (CORNO INGLESE, a English horn) ইংরাজি শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ডি কাসিয়া (CORNO DE CASSIA, a hunter's horn) শিকারীর শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ডি বাসেটো (CORNO DE BASSETTO, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্র। বাস ক্লারিনেটে যত গুলি স্বর নির্গত হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়া থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়োপলক্ষে মোজার্ট (Mozart) এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। (See বাসেট হর্ণ)

কর্ণামুসা (CORNAMUSA, a bagpipe) একটী শুষিরযন্ত্র। এই যন্ত্র কেবল স্কট্‌লণ্ডে ব্যবহৃত নহে, ইতালী দেশেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

কর্ণি (CORNI, the Italian pluralized name of horn) শৃঙ্গযন্ত্রের ইতালীয় বহুবচনান্ত নাম।

কর্ণু (CORNU, or KORNU, the Roman horn) রোমীয় শৃঙ্গযন্ত্র। (See p. 83 and কেরেণ)

কর্ণেট (CORNET, the post horn) পোষ্ট হর্ণ অর্থাৎ পত্রবাহকের শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণেট আ পিষ্টন্স (CORNET-á-PISTONS, a wind instrument used in wars) সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কর্ণেট আ বৌকুইন্ (CORNET á BOUQUIN. a wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। (See Bouquin)

কর্ণেটিনো (CORNETTINO, a wind instrument) শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কর্ণেটো (CORNETTO a brazen wind instrument like a trumpet) ট্রম্পেটের ন্যায় পিত্তলনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট। সুতরাং ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। ইহাতে কৌশল করিয়া অর্দ্ধ স্বর পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যাইতে পারে।

কর্ণেটো টর্টো (CORNETTO TORTO, the name of a crooked cornet) বক্রাকার কর্ণেটযন্ত্রের অন্যতর নাম।

কর্ণেটো মুটো (CORNETTO MUTO, a very ancient species of soft toned cornet) একপ্রকার অতিপ্রাচীন কোমলস্বরী কর্ণেটযন্ত্র।

কলন্ড্রোন্ (COLONDRONE, a wind instrument used by Italian peasants) ইতালীদেশীয় কৃষকদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

কলমস্ (COLOMUS),

কলমস্ পাস্টোরালিস্ (COLOMUS PASTORALIS) বা

কলমৌলস্ (COLOMAULOS, the shepherd's pipe, one of the most ancient of all musical wind instrument) একপ্রকার প্রাচীনতম শুষিরযন্ত্র এবং মেষপালকেরা ইহা ব্যবহার করিত। (See p 80)

কলিনেট (COLLINET) ফ্ল্যাজিলেট শব্দ দেখ।

কল্লিনিকস্ (KALLINICUS, a Turkish violin) তুরুষ্ক-দেশীয় বাহুলীনযন্ত্র।

কাউ-হর্ণ (COW-HORN, a wind instrument) একটী গো-শৃঙ্গাকার শুষিরযন্ত্র। রুসীয়দের নিকট ইহা প্রসিদ্ধ। ইহার অবয়ব কর্ণেটের ন্যায় এবং দৈর্ঘ্য এক হইতে চারি ফুট পর্য্যন্ত। কাষ্ঠ কিম্বা বৃক্ষ ত্বকে ইহা নির্ম্মিত।

কানুন্ (KANOON, a well-known stringed instrument of

Hindoostan) একটী ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র।

(See p. 41)

কান্তেলি (KANTELE, an oriental harp) ইহা একটী পূর্ব্বাঞ্চলীয় হার্পযন্ত্র। ফিন্‌লণ্ড দেশেও এই নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ইহা ফিন্‌লণ্ডবাসীদিগের ওয়েনেন্‌ মোইনেন্‌ নামক দেবতার অতি প্রিয়তম যন্ত্র। তিনি গ্রীসদেশীয় আর্ফিয়স্‌ দেবের ন্যায় ইহার বাদনক্রিয়া এরূপ চমৎকারিতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, কি মনুষ্যের, কি ইতর জন্তুদের সকলেরই মন হরণ করিতে পারিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এস্থোনিয়া প্রদেশস্থ লোকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত। সে দেশের পরিব্রাজকেরা এই যন্ত্র হস্তে লইয়া গান করিয়া বেড়াইত। সে দেশের যে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মৃত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত যন্ত্রের ব্যবহারও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ফিন্‌দের উক্ত নামে আর একটী জাতীয় [illegible] আছে। সে যন্ত্র একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে [illegible] তার সম্বদ্ধ থাকে। এরূপ যন্ত্র ফিন্‌লণ্ড দেশে এখনও প্রচলিত আছে। ডাক্তর ক্লার্ক (Dr. Clarke) সাহেব লাপলণ্ড-বাসী উগ্রী বংশধরদিগের হস্তে এইরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সঙ্গে এরূপ যন্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই, বরং দেখিতে ডলসিমর যন্ত্রের ন্যায়।

Estuische Volkslieder heransgegeben Von Neus Reval. 1850.

Travles in various countries, by E. D. Clarke. Part III.

কাবা-জর্না (KABA-ZURNA, a large Turkish wind instrument used in battles) তুরুষ্কদেশীয় সামরিক বৃহৎ শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কাবারো (KABARO, a small drum common in Egypt and Abyssinia, struck with the hands) একটী ক্ষুদ্র ঢক্কা। ইহা মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশে ব্যবহৃত এবং হস্ত-দ্বারা বাদিত হয়।

কারনিঙ্ক্স (CARNYNX, a species of ancient Grecian trumpet) প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার ধ্বনি উচ্চ ও তীব্র। পূর্ব্বে ফ্রান্সেও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

কারিলন্স (CARILLONS, a group of small bells) ঘণ্টা-স্তবক। ইহা ইউরোপীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্র ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্ণাই (KARNAI, a Persian trumpet) একটী পারস্য-দেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র। য়িহুদীদের কেরেণ, গ্রীক্দের কেরাস্, রোমীয়দের কর্ণু, ফরাসীদের কর, জর্ম্মণ ও ইংরাজদের হর্ণ, ওয়েল্সবাসীদের কর্ণ, হঙ্গেরীবাসীদের কুর্ত্ত এবং

হিন্দুদের শৃঙ্গ যেরূপ, ইহাও সেইরূপ যন্ত্র। (See page 83)

কালাসিওন্ (CALASCIONE, a stringed instrument, common in Italy,swept by the fingers) একটী ইতালী-দেশীয় ততযন্ত্র। ইহা দেখিতে আমাদের দেশের তান্পূরার ন্যায়, কিন্তু ইহাতে পর্দ্দার সন্নিবেশ আছে। এই যন্ত্রে দুইটী তন্তব তার যোজিত থাকে এবং ইহা তাড়নী দ্বারা বাদিত হয়। আসিরিয়া ও মিসর দেশেও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ছিল। এক্ষণে ইতালী দেশের কৃষিজীবীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। (See page 39)

কালিচন্ (CALICHON, a most ancient stringed instrument, in the form of lute) ল্যুটের ন্যায় একটী প্রাচীনতম তত-যন্ত্র। ইহাতে পাঁচটী তন্তু যোজিত থাকিত।

কালিসনসিনি (CALLISSONCINI, a long-necked stringed instrument) একটী দীর্ঘগ্রীবাবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

কাষ্টানেট (CASTAGNETTES) কাষ্ঠনির্ম্মিত মাঙ্গল্য যন্ত্র-বিশেষ। পূর্ব্বতন কোন কোন জাতিদ্বারা ইহা ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়েও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম-মন্দিরে ইহার প্রচলন দেখা যায়। (See Crotala)

কাস্ (KAS, a species of drum) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত আঙ্গোলাদেশীয়দের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র।

কাসা (CASSA, a large drum) একটী বৃহৎ ঢক্কা। ইহার আর একটী নাম গ্রাণ টাম্বুরো (Gran Tamburo)।

কাসা গ্রাণ্ডী (CASSA GRANDE, a large drum) ইহাও একটী বৃহৎ ঢক্কা।

কাসুটো (KASSUTO, a musical instrument of the inhabitants of Congo) কঙ্গদেশীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

কিঙ্ (KING, a Chinese musical instrument) একটী চৈন সঙ্গীত যন্ত্র। বিভিন্ন উপাদানের ও আকারের অনেকগুলি প্রস্তর-গুটিকাদ্বারা ইহা নির্ম্মিত। সেই সকল প্রস্তরের পরস্পর আঘাতে অথবা যষ্টির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কিট্ (KIT, a very small wind instrument) একপ্রকা[illegible] ক্ষুদ্র ততযন্ত্র। জে, এফ্, দানিলি (J. F. Dannelcy) [illegible] হেবের মতে ইহা এত ক্ষুদ্র যে ইহাকে অঙ্গরক্ষকসংলগ্ন মুদ্রাধারে (জামার বগ্লীতে) রক্ষা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে হামিল্টন (Hamilton) সাহেবের স্বতন্ত্র মত। তিনি বলেন, ইহা একটী ক্ষুদ্র বাহুলীন এবং নৃত্যাধ্যাপকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত।

কিতারা (KITARA, a Grecian stringed instrument) ইহা একটী গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। কিতারা, জর্ম্মণদেশীয় পার্ব্বতীয় লোকদের “ সিতার ” পারস্য. হিন্দু ও আসিয়াস্থ অন্যান্য দেশের “ সিতার ” বা “ ত্রিতন্ত্রী ”

নিউবীয়দের " কিসার " এ সকল একই যন্ত্র। (See p. 21 and খিতারা)

কিন্ (KIN, a well known Chinese stringed instrument) একটী চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। নীল লাল, হরিৎ, শুভ্র এবং কৃষ্ণ এই পাঁচ বর্ণের পাঁচটী করিয়া সর্ব্বসমেত ইহার পঁচিশটী সেতু আছে। মহাত্মা কন্‌ফিউসস্ প্রভৃতি চীনদেশীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহা ব্যবহার করিতেন ; সেই জন্য চীন দেশে এরূপ যন্ত্রের সমাদর সমধিক। ইহার তন্তু সকল পট্টসম্ভূত। (See page 16)

কিন্নর (KINNOR, a most ancient stringed instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একটী অতিপ্রাচীন ততযন্ত্র। ইহা অতি লঘু, সহজে বহনীয় এবং বত্রিশটী তন্তুযোজিত। ইহা বাইবেলোক্ত দায়ূদ (David) রাজার অতি প্রিয়তম যন্ত্র। তিনি প্রতিরাত্রে ইহা স্বীয় উপাধানের নিকট রাখিতেন। এই যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা ইংরাজি লায়ার্ (Lyre) যন্ত্রের ন্যায়। ওল্‌ড টেষ্টামেণ্টে লিখিত আছে যে, জুবাল (Jubal) ইহার নির্ম্মাতা। গ্রীকদের " কিতারা " এবং নিউবীয়দের " কিসার " যন্ত্রের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। (See page 25 and কিতারা) এরূপ কথিত আছে যে, দায়ূদ রাজা সাল (Saul) রাজার সম্মুখে এই যন্ত্র বাজাইতেন। কাল্‌মেটের (Calmet) মতে এই যন্ত্রটি অবিকল প্রাচীনদিগের লায়ার যন্ত্রের সদৃশ। কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীতবিতেরা ইহাকে ভিন্ন

প্রকারের বলিয়া থাকেন। যদিও উহাঁদের মধ্যে কেহ ইহাতে ত্রিশ এবং কেহ দুই শত তন্ত যোজনা বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন, কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহাকে এইরূপ (∧) ত্রিকোণাকারবিশিষ্ট কহিয়া থাকেন। ইতিহাসলেখক জোজেফস্ (Josephus) বলেন এই যন্ত্র দশতন্তসংযুক্ত এবং অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত হইত। ওল্‌ড টেস্টামেণ্টের অন্তর্গত জেনিসিস্ (Genesis) নামক পুস্তকের চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ইহার বিষয় উল্লিখিত আছে।

কিন্নরী বীণা (KINNARI BINA, a sringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্র। (See page 24)

কিয়স্ (KIOS, a Turkish instrument of percussion used in battles) তুরুষ্কদেশীয়দের সামরিক আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটি তাম্রনির্ম্মিত।

কিসার (KISSAR. a well known stringed instrument of the harp kinds common in Nubia) নিউবিয়া দেশের একটী বীণাজাতীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইংরাজেরা ইহাকে নিউবীয় বীণা (Nubian Lyre) বলেন। ইহা চর্ম্ম এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত। একখানি উদরাকার শূন্যগর্ভ কাষ্ঠখণ্ড মেষ-চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক, সেই চর্ম্মাচ্ছাদনীতে তিনটি এবং কখন কখন ততোধিক সমান্তরাল স্বরোদ্গমনচ্ছিদ্র করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহাতে উষ্ট্রের অন্ত্র-

সম্ভূত পাঁচটী তন্তুব তার সংযুক্ত থাকে। উক্ত কাষ্ঠ-খণ্ডের সঙ্গে তাহাদের কোন সংস্রব থাকিবে না বলিয়া, যন্ত্রের এক মুখে আবদ্ধ একটী কাষ্ঠের সেতুতে তাহারা বদ্ধ থাকে। দক্ষিণ হস্তে কঠিন চর্ম্ম অথবা শৃঙ্গনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রের কাষ্ঠাবয়বের গঠন চতুষ্কোণ, এবং তাহাতে ছয় অথবা ততোধিক তার আবদ্ধ থাকে। আবিসিনিয়ায় প্রবাদ আছে, থাব্ অথবা হার্ম্মিণ কর্ডান কর্ত্তৃক মিসর হইতে ইথিওপিয়া দেশে এই যন্ত্র সমানীত হয়। এবং তথা হইতে নিউবিয়া দেশে প্রচলিত হইয়াছে। আধুনিক মিসরীয়েরা এরূপ যন্ত্রকে " গিতারা বার্বারিয়া " বলেন। কিথারা, সিতারা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও প্রায় ইহার ন্যায়। (See Kithara and page 21)

কাটক (KETUK, an instrument of percussion, common in Java) যাবাদ্বীপের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। একখানি কাষ্ঠাধারে স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

কীড্ ব্যুগল (KEYED BUGLE, a wind instrument used in battles) ইহা একপ্রকার সামরিক শুষিরযন্ত্র।

কুইন্ট (QUINTE, a tenor viola) একটী মধ্যস্বরী বাহুলীন-যন্ত্র।

কুইন্ট ফ্যাগট (QUINT FAGOTT, a double bassoon or contra fagotto) একটী ডবল বাসূন বা কণ্ট্রাফ্যাগটো-যন্ত্র। অধুনা প্রায় ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাকে

সাধারণ বাসূন অপেক্ষা এক সপ্তক নিম্নে বাঁধতে হয়। ফ্যাগটিনো বা ছোট বাসূনকে কখন কখন এই নামে অভিহিত করা যায়।

কুইণ্ট বাস (QUINT BASS, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

কুইণ্টার্ণ (QUINTERNE, an unused Italian stringed instrument) একটী অপ্রচলিত ইতালীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে ল্যুট (Lute) যন্ত্রের ন্যায়।

কূনা (QUNA. a wind instrument, common in Hindoostan) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় শুষিরযন্ত্র।

কুয়েটজ বা অগদ (KWETZ or AGADA, a wind instrument of the flute kinds, common in Egypt and Abyssinia) মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশের বংশীজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কুর্ত্ত (KURT, a Hungarian trumpet) একটী হঙ্গেরীয় শৃঙ্গযন্ত্র। দেখিতে ইংরাজি হর্ণ এবং হিন্দুদিগের শৃঙ্গযন্ত্রের ন্যায়। (See page 83)

কুসির (KUSSIR, a Turkish wind instrument) একটী তুরুষ্কদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। একটী শূন্যগর্ভকাষ্ঠনির্ম্মিত খোলে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক, তদুপরি পাঁচটী তন্ত্র সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

কেটেল ড্রম (KETTLE DRUM, a well known instrument of percussion) একটী প্রসিদ্ধ ঢক্কাজাতীয় আনদ্ধযন্ত্র। পিত্তল

কিম্বা তাম্রনির্ম্মিত খোলের দুই মুখে ছাগচর্ম্মাদি দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ দেশান্তর্গত ফ্রাঙ্কফোর্টনিবাসী ইভেঞ্জার (Ebhenger) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বনির্ম্মিত কেটেল ড্রম বাদন বিষয়ে নূতনবিধ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেইজন্য অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা ইহাঁর বিশেষ প্রশংসা করেন। পূর্ব্বে ইউরোপীয় ঐকতানবাদ্যে এরূপ দুইটীমাত্র যন্ত্র ব্যবহৃত হইত—এক্ষণেও উক্ত ঐকতানে কেটেল ড্রমের ব্যবহার দেখা যায়। এই যন্ত্র বাদন সময়ে নিম্ন লিখিত কয়েকপ্রকার আঘাত করিতে হয়। যথা;—সরলাঘাত (Simple beat), দ্বিগুণাঘাত (Double beat), পূর্ণাঘাত (Perfect beat), ভগ্নাঘাত (Divided beat) ইত্যাদি।

কেনেট্ (KENET, an Egyptian and Abyssinian trumpet) মিসর ও আবিসিনীয় জাতিদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম মিলিকেট (Meleket)।

কেম্‌কেম্ (KEMKEM, an Egyptian instrument for measuring the time concerning music) মিসরীয়দের একটী সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কালমাপক যন্ত্র।

Villoteau.

কেমান্ (KEMAN, a Turkish stringed instrument with three strings) একটী তুরুষ্কদেশীয় ত্রিতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র।

কেমানগে (KEMANGEH, a stringed instrument of the

Arabs and Persians) আরবীয় এবং পারস্যদের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা চীনদের " উরহীন " জাপানদের " কোকিউ " এবং হিন্দুদের " সারঙ্গ " যন্ত্রের সদৃশ। (See page 67)

কেমানগে আ গুজ (KEMANGEH a GOUZ, a stringed instrument used by the Arabs) আরবদিগের ব্যবহৃত একটী ততযন্ত্র। মিষ্টার ফিটিস (Fetis) বলেন যে, হিন্দুদিগের অমৃতযন্ত্র এই যন্ত্রসৃষ্টির মূল। (See অমৃত, কেমানগে and page 70)

কেমানগে ফার্ক (KEMANGEH FARK, an Arabian stringed instrument) একটী আরবীয় ততযন্ত্র।

কেমানগে রৌমী (KEMANGEH ROWMY, an Egyptian violin) একটী মিসরীয় বাহুলীন যন্ত্র। কিন্তু গ্রীস দেশেও উক্ত যন্ত্র এই নামে প্রচলিত ছিল। এই যন্ত্র পূর্ব্বে মৈসরদিগের ছিল, পরে গ্রীসে সমানীত হয়।

কেমানগে সোঘাইর (KEMANGEH SOGHAIR, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

কেরেণ (KEREN, a Hebrew wind instrnment) য়িহুদীদের একটী শৃঙ্গযন্ত্র। উক্ত জাতিদের তিনটী শৃঙ্গযন্ত্র;— " কেরেণ ", " শোফার ", " কাট্জোজেরা "। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী বৃষ বা মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত ও অধিক বক্র। এবং শেষোক্তটি সরল ও সার্দ্ধৈকহস্তপরিমিতদৈর্ঘ-বিশিষ্ট। কেরেণ যন্ত্র কখন কখন রৌপ্য প্রভৃতির দ্বারাও

নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র জেরিকো (Jericho) ধ্বংশের সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই কথা বাইবেলের অন্তর্গত জশুয়া (Joshua) গ্রন্থের ষড়ধ্যায়ে লিখিত আছে। এইজন্য সঙ্গীতবেত্তারা ইহাকে অতিপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কেল্‌টিক্ (CELTIC, a trumpet) একটী শৃঙ্গযন্ত্র। (See কারনিক্স্)

কেরাস্ (KERAS, a Grecian trumpet) একটী গ্রীসীয় শৃঙ্গযন্ত্র। (See কার্ণে)

কোকিউ (KOKIU, a Japanese stringed instrument) একটি জাপানদেশীয় ততযন্ত্র। (See কেমানগে আ গুজ)

কোটো (KOTO, a Japanese stringed instrument) একটী জাপানদেশীয় ততযন্ত্র। অঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুলিত্র পরিয়া ইহাকে বাজাইতে হয়। ইহা দেখিতে কতকটা "ডল্‌সিমার" ও চীনদেশীয় "কিন্" যন্ত্রের ন্যায়। (See Dulcimer and Kin)

ক্যাট্ (CAT, a stringed instrument of the Burmese) ব্রহ্মদেশীয়দের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রটি বিড়ালের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। সঙ্কোচিতপদ হইয়া বিড়াল যেমন কোন কোন সময়ে বসিয়া থাকে, ইহাও সেইপ্রকারে গঠিত এবং বিড়ালের লাঙ্গুল যেমন কখন কখন ধনুরাকারে সম্মুখদিকে হেলিয়া পড়ে, ইহাতেও সেইরূপ একটি লাঙ্গুল আছে। ঐ লাঙ্গুলের ঊর্দ্ধ হইতে পৃষ্ঠের

উপর দ্বাদশটি তার সংলগ্ন থাকে এবং ঐগুলিই বাদিত হয়।

ক্যাণ্ডেল (KANDELE, a stringed instrument common in Finland) ফিন্‌লণ্ডদেশে প্রচলিত একটি ততযন্ত্র।

ক্যাম্পানেটা (CAMPANETTA, a group of small bells) একপ্রস্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টা। প্রকৃত সপ্ত স্বরে বদ্ধ থাকে এবং চাবিদ্বারা বাদিত হয়।

ক্রকচ (KROKOCHA, a war-instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটী যুদ্ধযন্ত্র। মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইহা কোন্ জাতীয় যন্ত্র, তাহা অনুধাবন করা দুরূহ।

ক্রমো (KROMO, a Javanese instrument of percussion) যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

ক্রমোর্ণ (CROMORNE, ancient name for the *fagotto* or bassoon) ফ্যাগটো বা বাসুন যন্ত্রের প্রাচীন নাম।

ক্রম্ম্‌হর্ণ (KROMMHORN, the name of a most ancient wind instrument) একটি অতিপুরাতন শুষিরযন্ত্রের নাম।

ক্রাব্ (CRAB, a species of castagnettes) একপ্রকার করতালীযন্ত্রবিশেষ।

ক্রিমোনা (CREMONA, the name of a city in Italy) ইতালীর অন্তর্গত একটী নগরের নাম। এখানে বিস্তর প্রসিদ্ধ বাহুলীন যন্ত্র নির্ম্মাতার বাস ছিল। তাঁহাদের

নির্ম্মিত বাহুলীন যন্ত্রগুলি কখন কখন ‘ক্রিমোনা’ সংজ্ঞায় অভিহিত। এই ক্রিমোনা নগরেই বিখ্যাত নামা ষ্ট্রাডুয়ারিয়স্ (Straduarius) অমতি (Amati) এবং ষ্টীনার (Steiner) এই তিন জন বাহুলীনযন্ত্র-নির্ম্মাতা বাস করিতেন।

ক্রিম্বল (CREMBALA, an ancient musical instrument) একটী প্রাচীন সঙ্গীতযন্ত্র।

ক্রিম্বলম্ (CREMBALUM, the Jewish harp) য়িহুদীজাতীয় বীণাযন্ত্রবিশেষ।

ক্রিসেণ্ট (CRESENT, a Turkish instrument used in battles) একটী তুরুস্কদেশীয় সামরিক যন্ত্র। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত থাকে।

ক্রুজ (KROUZ, a stringed instrument of the Welsh) ওয়েল্শ্ জাতিদের একটী ততযন্ত্র।

ক্রুথ্ বা ক্রোথ্ (CRUTH or CROWTH, an instrument common in Wales, resembling a violin, but mounted with six strings) ওয়েল্স্ প্রদেশে প্রচলিত বাহুলীনের ন্যায় একপ্রকার ততযন্ত্র, কিন্তু ইহাতে ছয়টী তন্তু সংযুক্ত থাকে। প্রাচীন কাল হইতে উক্ত প্রদেশে ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা আকারে চতুষ্কোণ ও অঙ্গুলি-স্থান (Finger-board) বিশিষ্ট। ধনুর্দ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয়। ইংলণ্ডে ইহাকে অপরাপর বাহুলীন (Violin) জাতীয় যন্ত্রের আদি বলা যাইতে পারে।

ক্রোটা (CHROTTA, the corrupted name of cruth, crwth or crouth) ক্রুথ্ যন্ত্রের নামাপভ্রংশ।

Fetis.

ক্রোড্ (CROWD, a species of fiddle) ইহা একপ্রকার তত-যন্ত্র।

ক্রোতালম্ (CROTALUM, a species of castagnettes) এক-প্রকার ঘনযন্ত্র। সাইবিল (Cybele) দেবতার পুরোহিতগণের হস্তে এই যন্ত্র. সর্ব্বদা দৃষ্ট হইত। (See Crotala)। ক্রোতালমকে ক্রোতেল (Crotale) বা ক্রোতালিস্ত্রে (Crotalistrae) যন্ত্রও বলে। (See Crotala and Corotal)

ক্রোতালা (CROTALA, a species of castagnettes of the Greeks) গ্রীকদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজদের কাষ্টানেট এবং আমাদের করতাল বা করতালী যন্ত্রের সহিত এই যন্ত্রের কতকটা কার্য্যগত সাদৃশ্য আছে। ক্রোতালাযন্ত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত। বাদক এক এক খণ্ড এক এক হস্তে ধরিয়া, বাদ্য অথবা নৃত্য কালে তাল দিবার জন্য, একটীর উপর অপরটীর আঘাত করিয়া বাজাইয়া থাকে। এই যন্ত্রের আকার বর্ত্তুলের ন্যায় এবং কখন কখন মনুষ্যের মস্তকাকারেও গঠিত হয়। এই যন্ত্র শূন্যগর্ভ, ধাতব এবং দুইটী দণ্ড দ্বারা ধৃত। কিন্তু আমাদের দেশের করতাল যন্ত্র এরূপ নহে। উহা দুই খণ্ড গোলাকার ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(See করতাল বা করতালী)। মিসরদেশীয় এরূপ যন্ত্রকেও ক্রোতালা বলে।

ক্রোতালো (CROTALO, an instrument like crotalum) ক্রোতালমের ন্যায় একপ্রকার ঘনযন্ত্র। তুরুষ্ক, ফ্লরেন্স-প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত। এই যন্ত্রে কেবল একস্বর নিঃসারক শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাদ্বারা গীত বা বাদ্যের মাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের ধ্বনি এত উচ্চ যে, চল্লিশটী ঢক্কা যুগপৎ বাদিত হইলেও, তন্মধ্য হইতে ইহার শব্দ পরিস্কাররূপে শ্রুতিগোচর হয়।

ক্রৌলি (CROWLE, an ancient English wind instrument) একটী প্রাচীন ইংরাজি শুষিরযন্ত্র।

ক্লানি (KLANI, a wind instrument common in Siam) শ্যাম-দেশের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার ফ্লাজি-ওলেটের (Flageolet) ন্যায়।

ক্লাভিকর্ড (CLAVICHORD, the pianoforte) পিয়ানো-ফোর্টি যন্ত্র। (See 1st note page 47)

ক্লাভিয়ার অর্গ্যানম্ (CLAVIER ORGANUM, an organized pianoforte) একটী চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

ক্লাভিয়ার ইলেক্ট্রিক্ (CLAVIER ELECTRIQUE, a clavier or keyed instrument, invented by De la Borde, a Jesuit) ডি লা বোর্দ্দি নামক জনৈক জেস্যুইট কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী চাবিযুক্ত যন্ত্র।

ক্লাভিয়ার গাম্বি (CLAVIER GAMBE, an instrument in-

vented by Hans Haydn, in 1709) একপ্রকার সঙ্গীত-যন্ত্র। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে হাঁস হেন্ কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত।

ক্লাভিসিথেরিয়ম্ (CLAVICITHERIUM, the spinet) স্পিনেট্ যন্ত্র। ইহাকে ক্লাভিয়ার হার্ফি (*Clavier harfe*) এবং ক্লাভিয়ার সিথার (Clavier cither)ও কহে। (See 1st. note p. 47)

ক্লাভিসিন্ (CLAVECIN or CLAVESSIN, a species of French spinet and it is also called harpsichord) একপ্রকার ফ্রান্সদেশীয় স্পিনেটযন্ত্র এবং ইহাকে হার্পসিকর্ড যন্ত্রও কহে। বোধ হয় খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই ক্লাভিসিন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইহা জর্ম্মণি দেশের ক্লাভিসিম্বেল (এখন আর তাহার ব্যবহার নাই) এবং ইতালী দেশের সিম্বালো। (See Clavicimbel and Symbalo)

ক্লাভিসিন্ অকৌষ্টিক্ এবং ক্লাভিসিন্ হার্ম্মনিউ (CLAVESIN ACOUSTIQUE and CLAVECIN HARMONIEUX, are two stringed instruments, of which the first was invented in the year 1771, and the other in 1777) দুইটী ততযন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটি ১৭৭১ এবং অন্যটি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ক্লাভিসিন্ এ পিউ ডি বফল (CLAVECIN A PEAU DE BUFFLE, a species of harpsichord) একপ্রকার তত-যন্ত্র। ইহাতে চার্ম্মিক জিহ্বিকা-নির্ম্মিত তাড়নী সকল

(Leather-tongued jacks) আছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ক্লাভিসিন্ রয়েল্ (CLAVECIN ROYAL, a pianoforte) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে ছয়টী বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্রের সুর অনুকৃত হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গট্‌লব ওয়াগ্‌নার (Gottlob Wagner) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

ক্লাভিসিম্বলম্ (CLAVICIMBALUM, an ancient musical stringed instrument, with thirty strings placed perpendicularly) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। ইহাতে সমান্তরাল ভাবে ত্রিশটী তন্ত্র সংযোজিত থাকিত।

ক্লাভিসিম্বালো (CLAVICIMBALO, the harpsichord) হার্প-সিকর্ড যন্ত্র।

ক্লাভিসিম্বেল (CLAVICIMBALE. a stringed instrument) একটী ততযন্ত্র। (See ক্লাভিসিন)

ক্লায়রণ্ (CLAIRON, the trumpet) শৃঙ্গযন্ত্র। (See ক্লারিণো)

ক্লারিকর্ড বা মণিকর্ড (CLARICHORD or MANICHORD, a musical instrument, in the form of a spinet) স্পিনে-টের আকারগত একটী সঙ্গীত যন্ত্র। (See স্পিনেট)

ক্লারিওন্ (CLARION),

ক্লারিওনেট (CLARIONET),

ক্লারিওনেট্টি (CLARIONETTE),

ক্লারিওনেট্টো (CLARIONETTO),

ক্লারিন্ (CLARIN),

ক্লারিনেট (CLARINET),

ক্লারিনেটো (CLARINETTO) এবং

ক্লারিণো (CLARINO, these are the well known wind instruments almost of the same kind, but for the variety in tone and form they are designated under these different names) এই সমুদয় যন্ত্রগুলি প্রায় একবিধ শুষিরযন্ত্র, কেবল শব্দ ও গঠনের তারতম্যানুসারে ইহাদের পরস্পর বিভিন্ন নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি শৃঙ্গজাতীয় শুষির যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত। ক্লারিওন্ অথবা ক্লারিন্ হইতে উক্ত জাতীয় সাধারণ যন্ত্রাপেক্ষা অধিকতর তীব্র স্বর সমুদ্গত হইয়া থাকে। ক্লারিনেটে একটী (Reed) থাকে। ইহা ত্রিবিধ;—সি (C) অথবা ষড়জ, এ (a) অথবা ধৈবত এবং বি-ফ্লাট্ (B-flat) অথবা কোমল নিষাদ। অর্থাৎ এই এক একটী স্বর দিয়া উহাদের এক একটীর স্বরগ্রাম আবদ্ধ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর একপ্রকার ক্লারিওনেট আছে, তাহার নাম বাস ক্লারিনেট (Bass clarionet)। ক্লারিণো আবার আর একটী অর্গ্যান ষ্টপ্ (Organ stop) অর্থাৎ অর্গ্যানযন্ত্রের বন্ধনীবিশেষ। তাহার দৈর্ঘ্য চারি ফুট এবং তাহা কাংস্যের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ক্লারো (CLARO, the abbreviated name of clarino) ক্লারিণোযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লার্টো (CLARTTO, the abbreviated name of clarinetto) ক্লারিনেটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লেপ্‌সিদ্রা (CLEPSYDRA, an instrument originally used to measure time, by the fall of a given quantity of waters) একপ্রকার কালমাপক যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে কতকটা পরিমিত জল ঢালিয়া রাখিলে, ঐ জল ক্রমে ক্রমে পতিত হইয়া পূর্ব্বকালে সময় নিরূপিত হইত। কেহ কেহ বলেন, মিসরবাসীরা ইহার আবিষ্কারক; আবার কাহার কাহার মতে গ্রীক্‌দের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ভারতবর্ষই ইহার সৃষ্টিভূমি। কারণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে এইরূপ কালমাপক 'জল-ঘটিকা' বা 'জল-ঘড়ি' সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটী সচ্ছিদ্র নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বালুকা রাখিয়াও এদেশে কাল বিভাজনক্রিয়া সম্পাদিত হইত। এখনো কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায়। (See p. 110)। ক্লেপ্‌সিদ্রার সহিত আমাদের উক্ত যন্ত্রের যদিও আকারগত বিভিন্নতা অনুমিত হয়, কিন্তু গুণসম্বন্ধে একপ্রকার।

ক্লোচেট (CLOCHETTE, a small bell) ক্ষুদ্র ঘণ্টা।

ক্ল্যাপেন্ ফ্লুজেন্ হর্ণ (KLAPPEN FLUGEN HORN, the keyed bugle) সকুঞ্জিক ব্যুগল যন্ত্র। (See ব্যুগল)

খ

খঙ্-নঙ্ (KHONG-NONG, a metalic instrument common

in Siam) একপ্রকার শ্যামদেশীয় ঘনযন্ত্র। একটী বংশ নির্ম্মিত ফ্রেমে কতকগুলি ঘণ্টিকা সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র গঠিত হয় এবং রাণ-নান (Ran-nan) নামক তদ্দেশীয় আর একটী যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হইয়া থাকে।

খঞ্জনী বা খঞ্জরী (KHANJANI or KHANJARI, a small instrument of percussion, common in Hindoostan) একটি ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহা একটী আধুনিক যন্ত্র। একটী অখণ্ডিত চক্রাকার কাষ্ঠ খণ্ডের এক মুখে ছাগাদির চর্ম্ম-আচ্ছাদন পূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দেখিতে সুন্দর হইবে বলিয়া ঐ কাষ্ঠাবরণের বহির্ভাগ বিভিন্নপ্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিতে হয়। খঞ্জনী তিন চারি প্রকার। বাদনকালে সুশ্রাব্য হইবে বলিয়া কোনটিতে ক্ষুদ্র করতালী, কোনটিতে ঘুংগুরগুচ্ছ সংযোজিত থাকে। সচরাচর ভিক্ষুকেরাই এই যন্ত্র বাজাইয়া গান করে। খঞ্জনীবাদনে বঙ্গদেশীয় এক এক জন ব্যক্তি এরূপ কৃতী যে, তাহাদের বাদনকৌশল দেখিলে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাহারা নানা প্রকারের অনেকগুলি খঞ্জনী হস্তে, পদে, বগলে, গ্রীবায় এবং মস্তকে ধারণ করিয়া বিবিধ তালে যুগপৎ বাজাইতে পারে, এবং কখন অঙ্গুলির আঘাতে, কখন পরস্পর খঞ্জনীর আঘাতে ভিন্নপ্রকার বোল বাজাইয়া থাকে। আবার "অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ" "ভেট্‌কী মাছের ছোট কাঁটা" প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ মুখে উচ্চারণ করিয়া,

সেইগুলি খঞ্জনীতে পরিষ্কাররূপে না হউক, অনেকাংশে নির্গত করিতে সক্ষম। এইরূপ খঞ্জনীবাদকদের খঞ্জনীগুলি প্রায় সর্পচর্ম্মেই আচ্ছাদিত দেখা যায়।

খট্তাল বা খট্তালী (KHATTAL or KHATTALI, the instruments of the castagnettes kind common in Hindoostan) ভারতবর্ষপ্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। (See ps. 106 and 108)

খমক (KHAMAKA, a recent percussive instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আধুনিক আনদ্ধযন্ত্র। ইহা গ্রাম্য যন্ত্রের শ্রেণিভুক্ত।

খরতালী (KHARATALI, the metalic instruments of the Hindoos) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা সভ্যযন্ত্রের মধ্যে গণনীয়। লৌহ, ইস্পাৎ বা কাংস্যদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খারতালিকেরা দুই হস্তে এই যন্ত্রের দুই যোড়া লইয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে হস্তের শিরাসঞ্চালনে ইহা হইতে যে একপ্রকার অনুরণন উৎপন্ন হয়, তাহা অতিশয় মধুর ও কৌশলসম্ভূত। এই যন্ত্র অনুগতসিদ্ধ, এইজন্য ঐকতানাদি বাদনের সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদন শ্রবণে অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপ আনন্দিত হইতে দেখা যায়।

খিতারা (KHITARA, a stringed instrument of the

ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীক্‌দের একটী ততযন্ত্র। (See কিতারা and p. 21)

খোর্‌দক্‌ (KHOREDUK, an instrument of percussion common in Hindoostan) ইহা ভারতবর্ষপ্রচলিত আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। (See p. 104)

খোল (KHOLE, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার প্রায় মৃদঙ্গের ন্যায়। (See p. 96)। কিন্তু তাহার ন্যায় ইহার খোলটি কাষ্ঠের না হইয়া মৃত্তিকার হইয়া থাকে। এবং ইহাতে মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবন্ধনোপযোগী গুল্মও থাকে না। এই যন্ত্র মাঙ্গল্যযন্ত্র সমূহের মধ্যে পরিগণিত। (See ps. 94 and 95)। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার সমধিক সমাদর।

গ

গঙ্‌ (GONG. an Indian musical instrument of percussion, of a most extraordinary vibration) ইহা ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহার অনুরণন বহুক্ষণস্থায়ী এবং শব্দ বহুদূরব্যাপী। সচরাচর ইহাকে ঘড়ী কহে এবং ইহা ইউরোপে ঘঙ্‌ বলিয়া পরিচিত (See pages 106 and 108 and Dictionary of Music by J. F. Danneley)। কারল এঞ্জেল (Carl Engel) সাহেব বলেন

প্রাচীন মৈসরদিগেরও এইরূপ যন্ত্র ছিল। উহা হস্তি-দন্তের অথবা কাষ্ঠের মুদ্গারদ্বারা বাদিত হইত।

গঙ্-গঙ্ (GONG-GONG, an African instrument of percussion) আফ্রিকীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা লৌহনির্ম্মিত এবং লৌহদণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ঘড়ির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। (See গঙ and ঝাঁঝর)

গজ্লা (GUZLA, a musical instrument mounted with one string made of horse-hair) অশ্বপুচ্ছের একতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

গাম্বং বা গাম্বংকায়ু (GAMBUNG or GAMBUNGKAYU an instrument of percussion, common in Malay and Indian Archipelago) একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ আনদ্ধযন্ত্র। মালাই দেশে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়।

গাম্বং গংস (GAMBUNG GANGSA, an instrument like an European harmonia) এই যন্ত্র দেখিতে অনেকটা ইউরোপীয় হার্‌মোণিয়া যন্ত্রের ন্যায়। ইহাতে ধাতব সারণা বা সারিকা (key) আবদ্ধ থাকে। ইহাতে পঞ্চ স্বরে গ্রাম বদ্ধ হয়।

গাম্বা (GAMBA, an ancient stringed instrument) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। এক্ষণে ইহার পরিবর্ত্তে ভায়োলিনসেলো (Violincello) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাদ-

কের বাহুদ্বয়মধ্যে ধৃত হইয়া বাদিত হইত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা। এই যন্ত্রের আর একটী নাম ভায়োল ডা গাম্বা (Viol da Gamba)।

গালোবেট (GALOUBET; a wind instrument with three stops) একটী ত্রিবন্ধনিবিশিষ্ট শুষিরযন্ত্র। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত, কিন্তু কখন কখন ফ্রান্স দেশে লক্ষিত হয়।

গিংগ্রাস্ (GINGRAS, a kind of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা কেরিয়া এবং সাইপ্রাস্ দ্বীপে প্রচলিত। তত্তদ্দেশের আদোনিস্ নামক দেবতার উদ্দেশে করুণরসাত্মক সঙ্গীত গায়িবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গিংগ্লারস্ (GINGLARUS, an Egyptian small flute) একটী মিসরদেশীয় ক্ষুদ্র শুষিরযন্ত্র।

গিগা (GIGA, an unused stringed instrument) একটী অপ্রচলিত ততযন্ত্র।

গিটিথ্ (GITTITH, a stringed instrument of the Hebrews) য়িহুদীদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। কথিত আছে বাইবেলধৃত গীতাবলীর (Psalms) সঙ্গে উক্ত যন্ত্র বাদিত হইত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন উক্ত নামে য়িহুদীদিগের কোন এক বাদ্য বা অভিনয়কে বুঝায়।

গিতার বা গিতারা (GUITAR or GUITRA, called in former days the cittern, mounted with six double rows of strings made of wire) একপ্রকার ততযন্ত্র। পূর্ব্বকালে ইহাকে

সিতার্ণ বলিত। এই যন্ত্র ষড়্‌দ্বিগুণীকৃততারসম্বন্ধ।
(See pages 20 and 21) ।

গিনথ্ (NGINOTH, the general name for all stringed instruments of the ancient Hebrews) প্রাচীন য়িহুদীদের সমুদয় তত যন্ত্রের সাধারণ নাম।

গুইম্বার্ডি (GUIMBARDE, the Jews'-harp) য়িহুদীদিগের বীণাযন্ত্র।

গুডক্ (GUDAK, a violinkind instrument of the Russians, but not good) রুষীয়দিগের একটী বাহুলীন-জাতীয় যন্ত্র, কিন্তু উত্তম নহে। ইহাতে তিনটী তন্ত্র যোজিত থাকে।

গুস্‌লি (GUSSLI, a very ancient stringed instrument of the inhabitants of Russia) ইহা রুসিয়াবাসীদিগের অতি-প্রাচীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার অবিকল ফিন্‌লণ্ডবাসীদিগের কান্তেলি যন্ত্রের ন্যায়। (See কান্তেলি)। এখন ইহার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে—অনায়াসে দুই তিন সপ্তক বাদিত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে কান্তেলির ন্যায় ইহাতে পাঁচটীমাত্র তার যোজিত থাকিত।

গুসি (GUSSI, a harpkind instrument of the Russians) রুসীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (See গুস্‌লি)

গোমুখ (GOMUKHA, a most ancient war-instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটি অতিপ্রাচীন যুদ্ধযন্ত্র।

ইহা কুটিলাকার বাদ্যভাণ্ডবিশেষ। মূল রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ আছে।

গোরাঃ (GORAH, a stringed instrument of the Hotenttots) হটেন্টট্ জাতিদের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আকার প্রকার দেখিলে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া বোধ হয়।

গোশৃঙ্গ (GOSHRINGA, a most ancient wind instrument of the Hinddoos, made by cow-horn) ইহা হিন্দুদিগের একটী অতিপ্রাচীন শুষিরযন্ত্র। গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা। মহাদেব পিনাকাদি যন্ত্রের ন্যায় ইহারও প্রিয় ছিলেন। মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহার অনেক উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে সমরসংঘটন-কালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। এখনো ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন দেখা যায়।

গৌদক (GOUDAK, a Russian stringed instrument) ইহা রুসীয় ততযন্ত্রবিশেষ। (See গুডক্)

গ্রস্‌ টাম্বোর (GROS TAMBOUR, a large drum) এক-প্রকার বৃহৎ জয়ঢাক।

গ্রোসি কৈসি (GROSSE CAISSE, a name of large drum) বৃহড্ঢক্কার অন্যতর নাম।

গ্রাণ কাসা (GRAN CASSA, a large drum) বৃহজ্জয়ঢক্কা-বিশেষ।

গ্রিলট (GRELOTS, the metalic instrument common in

France) ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ঘনযন্ত্র এবং দেখিতে আমাদের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ন্যায়। (See ক্ষুদ্র ঘণ্টা)। জর্ম্মণি দেশে ইহাকে শেলেন বলে। অশ্বের সজ্জার সঙ্গে নিকটবর্ত্তী দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্দেশে এরূপ যন্ত্র আমাদের দেশে গরুর গলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে একা গাড়ির অশ্বের সজ্জার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র জাপান-দেশীয় সিঝ্রিও নামক যন্ত্রের ন্যায়। মেক্সিকো ও মিসরবাসীদের ধর্ম্মমন্দিরে ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রেভ্ সিম্বলম্ (GRAVE CYMBALUM, the ancient name of harpsichord) হার্পসিকর্ড যন্ত্রের প্রাচীন নাম।

গ্লাস্কর্ড (GLASS-CHORD, a clavier musical instrument) একটী চাবিযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে তন্তুর পরিবর্ত্তে কাচসারিকা সংযুক্ত থাকে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জনেক জর্ম্মণ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ঘ

ঘড়ি বা ঘড়ী (GHARRI or GHARREE, the Indian gong) কাংস্যাদি ধাতুনির্ম্মিত চক্রাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। (See p. 109 and গঙ্)। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই যন্ত্রকে থালা (Thalla) কহে। (See থালা)

ঘণ্টা (GHUNTA, the very ancient Indian bell) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। (See p. 106)। এই যন্ত্র কাংস্য

এবং পিত্তলনির্ম্মিত হয়। ইহা ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঘণ্টাযন্ত্র দুই প্রকার;—ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কর-ঘণ্টা এবং বৃহৎ ঘণ্টা বা জয়ঘণ্টা। দেবপূজা প্রভৃতি মাঙ্গল্যকার্য্যে হিন্দুগণ কর-ঘণ্টা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ভূপালগণের পুরদ্বার ও তোরণে জয়ঘণ্টা আলম্বিত থাকে। পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষীয় বীর রাজগণ হস্তির উদর নিম্নে জয়ঘণ্টা বাঁধিয়া সামরিক বাদ্যের অঙ্গপূরণ করিতেন। ধর্ম্মযাজকেরা দেবমন্দিরেও জয়ঘণ্টা লম্বিত করিয়া রাখেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর কার্য্যেও জয়ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (See জয়ঘণ্টা)। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ সচরাচর ঘণ্টা ব্যবহারের বিধিনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টাবাদ্য ব্যতীত তাঁহাদিগের বিধানে আর্য্যজাতির মাঙ্গল্য ক্রিয়া কখনই পূর্ণাবয়বে সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি দেবপূজাদির সময়ে অন্য বাদ্য ঘটিয়া না উঠে, কিন্তু ঘণ্টানিনাদ অবশ্যই করণীয়। এইজন্য স্মৃতির একস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাদ্যাভাবে নিযোজয়েৎ।" এই শ্লোকার্দ্ধে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, হিন্দুমাত্রেরই গৃহে ঘণ্টা যন্ত্র থাকা এবং বাদিত হওয়া উচিত। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি আর্য্যজাতির প্রচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহেও ঘণ্টামাহাত্ম্য বিশদরূপে লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত হইয়াছে যে,

" স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণসেবিতঃ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া।
বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুদ্ভবং ॥
বাদিত্রনিনদৈস্তূর্য্যগীতমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ ॥
বাদিত্রাণামভাবেতু পূজাকালে হি সর্ব্বদা।
ঘণ্টাশব্দো নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ ॥
মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি দেবশঃ ॥ "

ইহাতে কি বোধ হয় ? প্রাক্তন বহুদর্শী মনীষিগণ একটী যন্ত্রসম্বন্ধে এতদ্রূপ বাগ্‌বিন্যাস কি ক্ষিপ্ততানিবন্ধন করিয়াছেন ? তাহা কখনই নহে। অবশ্য ইহার অন্তস্তলে একটী গূঢ়াভিপ্রায় নিহিত আছে। আমাদের বোধ হয়, সর্প প্রভৃতি খল জন্তুগণের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে দূরে তাড়িত করিবার জন্যই মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনির বিষয় এরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঘণ্টা যন্ত্রের শব্দ যেরূপ উচ্চ ও তীব্র তাহাতে এরূপ বিবেচনা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। আবার সর্পারি গরুড়-মূর্ত্তিধৃত ঘণ্টার বিষয়ও যখন উল্লিখিত শাস্ত্রাদিতে

লক্ষিত হইতেছে, তখন এই যন্ত্রবাদনের এইরূপ অর্থ-বোধ প্রকৃত বলিয়া জানা অমূলক নহে। মাঙ্গল্যকার্য্যে শঙ্খ, কাঁসর, ঘড়ি, ঝাঁঝর ইত্যাদিযন্ত্রেরও ব্যবহার এই-রূপ অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের দেশে ধারণদণ্ডহীন ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি গরু, ছাগল প্রভৃতি গার্হস্থ্য পশুদিগের গলদেশে আবদ্ধ থাকে। (See গ্রিলট্)

ঘণ্টিকা (GHUNTIKA, a small bell common in India) ইহা একটী ক্ষুদ্র ঘনযন্ত্রবিশেষ। পশুদিগের গলদেশে এবং অন্যান্য মাঙ্গল্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (See ঘণ্টা and ক্ষুদ্র ঘণ্টা)

ঘর্ঘরা (GHURGHARA, a stringed instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদের একপ্রকার বীণা-যন্ত্র।

ঘর্ঘরা বা ঘর্ঘরিকা (GHURGHARA or GHURGHARIKA, the Indian small bells used on some ornaments of the children) অস্মদ্দেশীয় শিশুদিগের কটিভূষণে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যে ইহা নির্ম্মিত। ইহার আর একটী নাম কিঙ্কিণী (Kingkini)। ঘর্ঘরা শব্দের অপভ্রংশ ঘাঘর।

ঘর্ঘরিকা বা ঘর্ঘরী (GHURGHARIKA or GHURGHAREE,

a musical instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

ঘিরিফ (GHIRIF, a Turkish wind instrument) একটী তুরুষ্কদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

William C. Stafford's *Oriental Music.*

ঘুংগুর বা ঘুমুর (GHUNGUR or GHUMUR, the Indian ankle bells) ইহা একপ্রকার ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্র। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীগণ ইহার কতকগুলি সূত্রগুচ্ছিত করিয়া পাদ-মূলে বন্ধন করত নৃত্যের সময় ব্যবহার করে। ঘুংগুর যন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয়, উহাই নর্ত্তকদলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অপেক্ষাকৃত বড়গুলি মেষ, কুক্কুর, ছাগল, বিড়াল প্রভৃতি গ্রাম্য পশুদিগের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল পি, টি, ফ্রেঞ্চ (Col. P. T. French) সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের পাদচারী পত্রবাহকেরা স্ব স্ব পত্রাধারবহন-দণ্ডাগ্রে ঘুংগুরগুচ্ছ আবদ্ধ করিয়া যাতায়াত করে। দ্রুতবেগে গমনকালে উক্ত গুচ্ছ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহা শুনিয়া শৃগালাদি রাত্রিচর শ্বাপদেরা পলাইয়া যায়, এবং অনন্যসঙ্গ পত্রবাহকেরও সেই শব্দ কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কতকটা পথশ্রম অপনীত হয়।

Col. P. T. French's *Catalogue of Indian musical instruments,* from the Proceedings of the Royal Irish Accademy. Vol. IX. Part I.

ঘুণ্টিকা বা ঘুণ্টী (GHOONTIKA or GHOONTEE, the Indian ankle bells) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ঘুণ্টী শব্দে পাদগ্রন্থি, তাহাতে আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ইহার ঘুণ্টিকা বা ঘুণ্টী এইরূপ নাম হইয়াছে। (See ঘুংগুর বা ঘুঙ্গুর)

চ

চর্‌কী (CHARKI, an Indian instrument made by a piece of wood) একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ভারতবর্ষীয় যন্ত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা ইহা ব্যবহার করে।

চর্চ্চরী (CHARCHARI, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 2

চৎসৎসরথ্‌ (CHATSOTSEROTH, a wind instrument of the ancient Hebrews) প্রাচীন য়িহুদিগের একটী শুষির যন্ত্রবিশেষ। ধর্ম্মপরায়ণ মূসা (Moses) ইহা ব্যবহার করিতেন।

Numbers, x. 2. &c.

চলুমিউ (CHALUMEAU, an ancient wind instrument made of wood; also of the reed kind, made of pewter) একটী কাষ্ঠ ও টিনমিশ্রিত সীসক ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীন শুষির যন্ত্রবিশেষ।

চসস্‌রা (CHASOSRA, a Hebrew wind instrument) একটী য়িহুদিজাতীয় শুষিরযন্ত্র। (See চৎসৎসরথ্‌)

চাটজোজেরা (CHATZOGERAH, a Hebrew trumpet

একটী য়িহুদিজাতীয় শৃঙ্গযন্ত্র। (See কেরেণ and p. 83)

চালেম্পঙ (CHALEMPUNG, a well known stringed instrument common in Java Island) যাবাদ্বীপে প্রচলিত একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে ১০টী হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত তন্তু যোজিত থাকে এবং হার্পযন্ত্রের ন্যায় বাদিত হয়।

Music and dancing, by Crafawrd, Esqr, from the History of the Indian Archipelago. Vol. I.

চি (CHE, a Chinese instrument mounted with twenty five silk strings) চৈনদিগের পঁচিশটী রেসম-সূত্র-জাত তন্তুবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ।

William C. Stafford's *Oriental Music.*

চিং (CHING, a name of Chinese Cheng) ইহা চৈন 'চেং' যন্ত্রের একটী নাম। (See চেং)

Ibid.

চিকারা (CHIKARA, an Indian stringed instrument) একটী ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র।

চিত্রবীণা (CHITRABINA, an ancient stringed instrumen of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী পুরাতন ততযন্ত্র বিশেষ। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে।

চিন্নর (CHINNOR, a Hebrew stringed instrument) একটী হিব্রু জাতীয় ততযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম কিন্নর (Kinnor)। (See কিন্নর)

চেং (CHENG, a Chinese musical instrument) একটী চীন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ইহার আকার একটী বাক্সের ন্যায়। তাহার মধ্যভাগে কতকগুলি নল যোজিত থাকে। প্রত্যেক নলে ইউরোপীয় অর্গ্যান অথবা আকর্ডিয়ন্ যন্ত্রের ন্যায় এক একটী ধাতব জিহ্বাকৃতি সম্বদ্ধ করা হয়। এই যন্ত্র মুখ দিয়া বাদিত হইয়া থাকে। নল সমূহের গাত্রে যে সকল ছিদ্র থাকে, বাদক বাজাইবার সময় আবশ্যকমতে তাহাতে অঙ্গুলি বসাইয়া থাকেন।

চেলিস্ (CHELIS, a harpkind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের একটী বীণাজাতীয় যন্ত্র।

William C. Stafford.

চৌতারা (CHOWTARA, an Indian stringed instrument mounted with four strings) ভারতবর্ষীয় তান্‌পূরাজাতীয় একটী ততযন্ত্র। ইহাতে চারিটী তার আবদ্ধ থাকে। ইহা অতি প্রাচীন ও গ্রাম্যযন্ত্র। ইহার দণ্ড সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্যদেশের ভিক্ষাজীবীরাই ইহার সমধিক ব্যবহার করে। একতন্ত্রী অর্থাৎ একতারার অনুকরণেই এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। (See p. 62)

চ্যাং (CHANG, a harpkind instrument of Persia) পারস্য

দেশের একপ্রকার হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আরব দিগের এরূপ যন্ত্রের নাম জুঙ্ক। (See জুঙ্ক)। কিন্তু এ উভয়বিধ যন্ত্রের এখন আর ব্যবহার নাই। লেন (Lane) সাহেব এরূপ যন্ত্রের দুই খানি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্তে এই দুইটী যন্ত্র চারি শত বৎসরের হইবে। ইহাদের আকার পূর্ব্বাঞ্চলীয় হার্পজাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায়।

Ousley.

চ্যালিল (CHALIL, a Hebrew flute of the chalumeau species) হিব্রুদিগের চলুমিউজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

জ

জগঝম্প (JOGOJHUMPA, an instrument of percussion common in India) ভারতবর্ষ প্রচলিত একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। (See p. 162)

জয়ঘণ্টা (JOYGHUNTA, the ancient largest bell of the Hindoos) হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃহত্তম ঘণ্টাযন্ত্র। দেবমন্দিরে এবং রাজতোরণে এই যন্ত্র ঝুলান থাকে। পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ইহা সমরক্ষেত্রেও বাদিত হইত। (See ঘণ্টা)। ইউরোপীয়জাতিরা গির্জা প্রভৃতি উচ্চ স্থানে বড় বড় ঘটিকা যন্ত্রের বাদনশব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইবার নিমিত্ত উক্ত যন্ত্রের সহিত এইরূপ যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া রাখেন। সুতরাং যান্ত্রিক মুদ্গরদ্বারা ইহা বাদিত হইয়া সময় জ্ঞাপিত হয়।

জয়ঢক্কা (JOYDHACCA, the largest and ancient drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের বৃহত্তম ও পুরাতন আনদ্ধযন্ত্র। ইহা পূর্ব্বে যুদ্ধ সময়ে ব্যবহৃত হইত—এক্ষণে শক্তিপূজা ও শিবের গাজনে বাদিত হইয়া থাকে। (See p. 100)

জয়শৃঙ্গ (JOYSHRINGA, the largest trumpet of the Hindoos) হিন্দুদিগের সর্ব্ববৃহৎ শৃঙ্গযন্ত্র। পূর্ব্বতনকালে ইহা সামরিক যন্ত্র ছিল —এক্ষণে অন্যান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়োপলক্ষে ব্যবহৃত হয়। ইহার আর একটী নাম রণশৃঙ্গ। (See p. 84)

জুরণা (ZURNA, a wind instrument of the Turks used in battles) তুরুষ্কদেশীয়দের একটী সামরিক শুষিরযন্ত্র। ইহার অবয়ব ও স্বর ইংরাজি ওবয়ের ন্যায় (See কারা-জুরণা and ওবয়)

জলভাণ্ড বা ভুড়ভুড়ী (JALABHAUDA or BHURRBHURRI, an Indian instrument for children) একটী ভারতবর্ষীয় বালযন্ত্র। ছোট ছোট শিশুরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে। মুসলমানদের বদ্‌নার ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটী মৃণ্ময় সনল ক্ষুদ্র ভাণ্ডে কতকটা জল রাখিয়া ঐ নলে ফুৎকার দিলে ইহার মধ্য হইতে একপ্রকার শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

জাঞ্জি বা ঝাঞ্জি (ZANZE or ZHANZE, a wind instrument of the Negros) নিগ্রোদিগের একটী শুষিরযন্ত্র। (See আম্বিরা)

জানর্ফিকা (ZANORPHICA, a species of clavier instrument, and performed upon with a bow) একপ্রকার সারিকাবিন্যস্তযন্ত্র এবং ধনুর্দ্বারা বাদিত।

জাম্পোগ্না (ZAMPOGNA, an ancient Italian wind instrument) একটী ই[illegible] [illegible]চীন শুষিরযন্ত্র। অধুনা ইহার প্রচলন দৃষ্টিগো[illegible] [illegible] না। এই যন্ত্রটীকে সালুমু (Chalumeau) বা [illegible] ([illegible]halmei) এই সংজ্ঞাতেও অভিহিত করা হইত। ইহার ধ্বনি কতকটা ক্লারিনেটের (clarinet) ন্যায় শুনাইত; কিন্তু তদপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইতালীদেশীয় কৃষিজীবীরা ইহার ব্যবহার করিত। য়িহুদীদের মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা নামক যন্ত্র অনেকটা ইহার ন্যায়। (See p. 88 and মাগ্রেপা).

জিংরি (GINGRE, a Phœnician wind instrument) একটী ফিনিসীয় শুষিরযন্ত্র। ইহা প্রায় এক ফুট দৈর্ঘবিশিষ্ট হইত। ফিনিসীয়েরা মৃত ব্যক্তিদের সমাধি উপলক্ষে ইহাতে গান বাজাইত।

Stafford's *Oriental Music.*

জিংলেরাস্ (GINGLARUS, a small Egyptian flute) একটী ক্ষুদ্র মৈসর শুষিরযন্ত্র।

জিউক্স ডান্চেস্ (JEUX D'ANCHES, a wind instrument made of reed) একটী নলনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্র।

জিঙ্কেন্ (ZINKEN, an ancient wind instrument made of

wood) একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত।

জিঙ্গল্স্ (JINGLES, small bells for using on drum) ঢক্কা-যন্ত্রে সংলগ্নার্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।

জিল্ (ZIL, Turkish castagnettes used in battles) তুরুষ্ক-দেশীয় সামরিক করতালযন্ত্র।

William C. Stafford.

জিল্লা (JILLA, a common copper kettle drum of Hindoo-stan) একটী ভারতবর্ষের তাম্র নির্ম্মিত সাধারণ আনদ্ধ-যন্ত্র। গ্রাম্যলোকেরা ইহা ব্যবহার করে।

Ibid.

জিল্হার্ম্মণিকন্ (XYLHARMONICON, a wooden harmo-nica) একপ্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত হার্ম্মণিকাযন্ত্র।

জীজ (GIGUE, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ খৃষ্ট শতাব্দীতে এই যন্ত্র ফ্রান্স দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উক্ত পঞ্চ-দশ শতাব্দীতে ইহাই রেবেক (Rebec) নামক যন্ত্রে পরিণত হইয়া ছিল বলিয়া বোধ হয়। (See রেবেক)

জুঙ্ক (JUNK, an Arabian harpkind instrument) একটী আরবদেশীয় হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (See চ্যাং)

জুফেলো (ZUFFELO, according to Chambers, an Italian flute or flageolet possessing a shrill sound, and like the whistling of small birds) চেম্বার্স সাহেবের মতে

ইহা একটী ইতালীয় ফ্লুট বা ফ্লাজিওলেট। ইহার স্বর তীব্র এবং ক্ষুদ্র পক্ষিগণের শিশের ন্যায়।

জুমারা (ZUMMARAH, an Egyptian wind instrument made by two reeds) মিসরদেশীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহা সে দেশের নাবিকদের অতি প্রিয় যন্ত্র। ইহার দুইটী নলের দৈর্ঘ্য সমান। (See p. 88)। মিসরে আর্গুল নামে আর একটী যন্ত্র আছে, তাহার একটী নল অপরটী অপেক্ষা দীর্ঘতর। (See আর্গুল)

জুস্-হার্প (JEWS-HARP, an instrument made of iron) একটী লৌহনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একখণ্ড স্থিতিস্থাপকগুণপেত লৌহ-জিহ্বা সংযুক্ত থাকে। বাদক অঙ্গুলিদ্বারা উহাতে আঘাত করিয়া নিশ্বাসদ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। (See J. F. Danneley's Dictionary of Music)। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে মোচঙ্গ নামক এইরূপ একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, উহাই দেশবিশেষে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। (See p. 53)

জেল্‌জেলিম্ (TZELTZELIM, an instrument of percussion of the Hebrews) য়িহুদীদের একপ্রকার ঘনযন্ত্র। ইহা ইউরোপায়দিগের সিম্বল এবং হিন্দুদিগের ঝল্লক যন্ত্রের ন্যায়। য়িহুদীদের এইরূপ আর দুইটী মেজিলোথ্ ও মেৎজিল্‌থিম্ নামক যন্ত্র আছে, কিন্তু তাহাদের

আকার বিভিন্ন এবং তাহারা ভিন্নরূপ শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

জোবেল্ (JOBEL, according to some musicians, a wind instrument of the trumpetkind and used by the Hebrews) কোন কোন সঙ্গীতবেত্তার মতে ইহা শৃঙ্গজাতীয় শুষির যন্ত্রবিশেষ এবং য়িহুদীজাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত।

Exod, xix. 13; Jos. vi. 4. 5, 6, 8, 13.

ঝ

ঝঞ্ঝা বা ঝাঁজ (JHUNJA or JHANJ, a metalic instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের এক প্রকার প্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্র। ইহাকে ঝাঁঝরও কহে। (See p. 108)

ঝর্ঝর (JHURJHAR, a Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একটি কাষ্ঠখণ্ডে চর্ম্মপুটাচ্ছাদিত আনদ্ধযন্ত্র। ইহাকে কড়র বা কাড়া কহে। (See p. 100)

ঝর্ঝরী (JHURJHARI, the jhurjhar and also a species of Hindoo cymbal) ঝর্ঝরযন্ত্র এবং হিন্দুদিগের একপ্রকার মন্দিরাযন্ত্র।

ঝলরী, ঝল্লরী ও ঝল্লী (JHALARI, JHALLARI and JHALLI, hurruka or jhurjhar of the Hindoos) হিন্দুদিগের হুড়ুকা বা ঝর্ঝরযন্ত্র। (See হুড়ুকা and ঝর্ঝর)

ঝল্লক (JHILLAKA, a species of metalic instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের কাংস্যনির্ম্মিত করতাল যন্ত্র

(See করতাল)। এই যন্ত্রের সহিত কাংস্য বা কাঁসোর যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

ঝাঁঝর (JHANJHARA)। (See ঝঞ্জা or ঝাঁজ and p. 108)

ঝাঁঝরী (JHANJHARI, the small jhanjara) ছোট ঝাঁঝর যন্ত্র।

ঝিল্লি (JHILLI, an ancient Hindoo instrument made of metal) হিন্দুদিগের একটী ঘনযন্ত্রবিশেষ। শঙ্খ ঘণ্টাদির ন্যায় ইহাও যে বহু প্রাচীন শাস্ত্র দেখিলে তাহা প্রতিপন্ন হয়;—

"ঘণ্টাশঙ্খস্তথা ভেরীমৃদঙ্গৌঝিল্লিরেব চ।
পঞ্চানাং শস্যতে বাদ্যং দেবতারাধনেষু চ॥"

ইতি গূঢ়ার্থদীপিকা।

ঝুনঝুনী বা ঝুমঝুমী (JHUNJHUNI or JHUMJHUMI, an instrument of the Hindoos for children) হিন্দুজাতির একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহা কাষ্ঠ কিম্বা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত হয়। ইহার কোষমধ্যে গুঞ্জাকৃতি কতকগুলি ধাতব পদার্থ বা কঙ্কর পূর্ণ থাকে। শিশুরা এই যন্ত্র লইয়া খেলা করে। এই যন্ত্র কাগজেরও হইয়া থাকে।

ট

টক্‌-কে (TUK-KAY, a stringed instrument like a lizard, common in Siam) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। টিক্‌টি-

কির ন্যায় নির্ম্মিত হয় বলিয়া এই যন্ত্রের ঈদৃশ নাম হইয়াছে। একখণ্ড কাষ্ঠে ইহা গঠিত। ইহাতে দুইটী রেসম-তন্তু এবং একটী পিত্তল-তার যোজিত থাকে। শ্যামদেশে এই যন্ত্র প্রচলিত।

কটতন্ত্রী (TAKATANTRI, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। (See সঙ্গীত-দর্পণ)

টফ্ (TOPH, a Jewish instrument of percussion) য়িহুদী জাতীয় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে টিম্বেল (Timbrel) অথবা টাব্রেট (Tabret) বলেন। ই আমাদের দেশের " ডম্ফ " এবং আরব দেশের " বা " আদুফ্ " যন্ত্রের ন্যায়। (See ডম্ফ and আদুফ্)

টম্-টম্ (TOM-TOM, a species of drum) একপ্রকার ঢক্কাযন্ত্র।

টম্মিটম্ (TAMMETAM, an instrument of percussion common in Ceylon) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। অস্মদ্দেশীয় ঢক্কার ন্যায় ইহার আকার। সিংহলবাসীরা কাডিপো (Kaddipow) নামক কাষ্ঠিকাদ্বারা ইহা বাজাইয়া থাকে।

টর্পডিয়ন (TERPODION, a curious musical instrument like harmonium, made by Buschmann) বক্মান নামক জনেক ব্যক্তিনির্ম্মিত হারমণিয়মের ন্যায় একটী অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু হারমণিয়ম অপেক্ষা ইহার ধ্বনি

সুমধুর এবং কলকৌশল অপূর্ব্ব। হাম্বর্গ নগরে উপরিউক্ত নির্ম্মাতার পিয়ানোফোর্টি নির্ম্মাণগৃহে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত মহাত্মা ডিউক্ অব্ সাক্স কোবর্গ (Duke of Sax Cobourg) এই যন্ত্রের এইরূপ আখ্যা প্রদান করেন।

টাবরেট (TABRET, an English instrument of percussion) একটী ইংরাজী আনদ্ধযন্ত্র। (See টাবোর or টাবোরেট) ইহা আমাদের দেশের "ডম্ফ", আরব দেশের 'ডফ' বা "আদুফ্" এবং য়িহুদীদের "টফ" যন্ত্রের ন্যায়। (See ডম্ফ, ডফ and টফ)

টাবোর বা টাবোরেট (TABOUR or TABOURET, a small drum beaten with a stick) একটী ক্ষুদ্র ঢক্কা-বিশেষ। একটী ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহা বাদিত হয়।

টালী (TALLEA, a bronze instrument of the Singhalese) সিংহলীয়দের একটী পিত্তলনির্ম্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। মুদ্গরদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের ঘড়ি যন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (See ঘড়ি and p. 109) Stafford's *Oriental Music.*

টিওর্বা বা থিওর্বি (TEORBA or THEORBE, the bass-lute) এক প্রকার ততযন্ত্র। ইহাকে বাসল্যুট কহে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বার্দেলা (Bardella) নামক জনৈক ব্যক্তিকর্ত্তৃক এই যন্ত্রটী নির্ম্মিত হয়।

টিণ্টিনবুলম্ (TINTINABULUM, a small bell) একটী ক্ষুদ্র ঘণ্টা।

টিপোনাজ্‌লি (TEPONAZTLI, a drumkind instrument of the Mexicans) মেক্সিকীয়দের একটী ঢক্কাজাতী যন্ত্র। ইহার আকার গোল এবং অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা। ইহার মধ্যস্থলে দুইটী সমান্তরাল ছিদ্র ব্যতীত আর কোন ছিদ্র নাই। সেই দুইটী ছিদ্রে শলাকার আঘাত করিয়া ইহা বাদিত হইত। এই যন্ত্র অনেকবিধ ছিল। কন্যাধের স্কন্ধদেশে ঝুলাইয়া বাজাইবার জন্য যেগুলি নির্ম্মিত হইত, তাহাদের আকার ক্ষুদ্র এবং অপেক্ষাকৃত অপর গুলির অবয়ব পাঁচ ফুট।

W. C. Stafford.

টিবি এম্বটরি (TIBIÆ EMBATERI, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের একটী শুষিরযন্ত্র। ইহা গানের সময়েই অধিকতর ব্যবহৃত হইত। (See টিবিয়া এম্বটরিয়া)

W. C. Stafford.

টিবি জেমিনি (TIBIÆ GEMINIÆ) বা

টিবি পারিস (TIBIÆ PARES, a Grecian, and an ancient Roman wind instrument) ইহা গ্রিসীয় এবং প্রাচীন রোমকদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। (See note p. 76)

টিবি বাইফোরিস্ বা টিবি কন্‌গ্রেষ্টি (TIBIÆ BIFORES

TIBIÆ CONJUNCTÆ, the name of an ancient instrument composed of two species of flutes, bound together in such a manner ... have but one mouth-piece, and performed by one person) একটী প্রাচীন যন্ত্রের নাম। সেই যন্ত্রটী একত্রে দুইটী ফ্লুট বদ্ধ হইয়া এরূপে নির্ম্মিত হইত যে, বাজাইবার জন্য একটী মুখ থাকিত। একজন লোকের দ্বারা উহার বাদনক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত।

টিবি মল্‌টিসোনন্স (TIBIÆ MULTISONANS, a strong-toned Egyptian instrument) একটী মিসরীয় তীব্রস্বরী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

টিবিয়া (TIBIA, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী শুষিরযন্ত্র। উইলিয়ম সি, ষ্টাফোর্ড (William C. Stafford) সাহেব বলেন, আদৌ এই যন্ত্রটী পশ্বস্থিতে নির্ম্মিত হইত, তদনন্তর প্রাচীনেরা কাষ্ঠ এবং ধাতব পদার্থে নির্ম্মাণ করিতেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-কোষকার জে, এফ, দানিলি (J. F. Danneley) সাহেবের মতে "টিবিয়া" এই শব্দটী শুষিরযন্ত্র সমূহের প্রাচীন ও সার্ব্বজনিক লাটিন (Latin) নাম।

টিবিয়া এম্বটরিয়া (TIBIA EMBATERIA, one of the ancient flutes common to the Lacedemonians, and used to accompany songs sung previous to an engagement with the enemy) লাসিদিমনীয়দের একটী শুষিরযন্ত্র। শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার

পূর্ব্বে যে সকল গীত গাওয়া হইত, তাহাদের সঙ্গে এ যন্ত্রটী বাজিত।

টিবিয়া সিটিসিনম্ (TIBIA CITICINUM, a species of flutes of the ancients, used on funeral occasions প্রাচীনদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়োপলক্ষে ব্যবহৃত হইত।

টিম্পানম্ (TYMPANUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটি আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। (See টিম্পানোলম্)

টিম্পানম্ বেলিকম (TYMPANUM BELLICUM),

টিম্পানি (TYMPANI) অথবা

টিম্পানো (TYMPANO, a kettle drum) কেটেল ড্রমযন্ত্র (See কেটেল ড্রম)

টিম্পানোলম্ (TYMPANOLUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের একটী আনদ্ধযন্ত্র। ইহার আকার জয়ঢক্কার ন্যায়।

টিম্বেল (TIMBALE, a name of drum) ড্রমযন্ত্রের একটী নাম।

টিম্ব্রেল (TIMBREL, an instrument of percussion of the Greeks, Romans, Hebrews, &c.) গ্রীক, রোমীয়, য়িহুদী প্রভৃতি জাতিদের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

টুক্কুরী (TUKKURI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুজাতির একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র।

টুক্কুরী যন্ত্রই অধুনা টিকারা সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। (See p. 103)

টুড় (TURR, a Burmese instrument of the violinkind, goodly engraved and ornamented) ব্রহ্মদেশীয়দের এক প্রকার বাহুলীনজাতীয় যন্ত্র, এবং সুন্দররূপে খোদিত ও অলঙ্কৃত।

W. C. Stafford.

টুণ্টুনী (TOONTOONEE, an instrument with one wire string) একতন্তুবিশিষ্ট একপ্রকার যন্ত্র। (See একতন্ত্রিকা p. 62) এই নামে আর একজাতীয় যন্ত্র আছে। উহা সিসির আকারে কাচে নির্ম্মিত এবং উহার তলভাগ অত্যন্ত পাতলা। বালকেরা ঐ যন্ত্রের নলটী ওষ্ঠাধরে চাপিয়া ধীরে ধীরে মুখজাত শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়াদ্বারা উহা বাজাইয়া থাকে।

টুবা (TUBA, an Egyptian or Hebrew trumpet) ষ্টাফোর্ড সাহেবের মতে এই যন্ত্রটী শৃঙ্গযন্ত্রের ন্যায় আকারবিশিষ্ট এবং য়িহুদীদিগের ব্যবহৃত। ইহার আর একটী নাম ট্রম্পেট অব জুবিলি (Trumpet of jubilee)। কিন্তু দানিনি সাহেব বলেন, ইহা মিসরীয়দের একটী শৃঙ্গযন্ত্র এবং বোধ হয়, ওসাইরিস (Osiris) দেবতা কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত।

টেনার ভায়ল (TENOR VIOL, the alto viola) একপ্রকার ততযন্ত্র।

টেষ্টুডো (TESTUDO, a harpkind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার বীণাজাতীয় যন্ত্র। (See p. 20)

ট্যাবালো (TABALLO, a kettle drum) একটী আনদ্ধযন্ত্র-বিশেষ।

ট্যাম্ ট্যাম্ (TAMTAM, the Chinese gong) চীনদেশীয় পেটা-ঘড়ি। ঘড়ির বিস্তারিত বিবরণ ১০৯ পৃষ্ঠায় এবং ঘড়ি ও গঙ শব্দে দ্রষ্টব্য।

ট্যামট্যামী (TAMTAMEE, a small instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র।

ট্রম্প্, ট্রম্পিট্ বা ট্রম্পেট (TROMP, TROMPETTE or TROMPET, the trumpet) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার আকার আমাদের তুরীর ন্যায়। (See ট্রম্পেট)

ট্রম্পেট্ (TRUMPET, a remarkable European wind instrument) ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ। হর্ণ (Horn) অপেক্ষা ইহাতে এক সপ্তক অধিক বাদিত হইতে পারে। ইহা ইংরাজী ঐকতানিকায় ব্যবহৃত ও পিত্তলদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এজাতীয় যন্ত্র প্রায় আসিয়ার সমুদয় দেশে প্রচলিত আছে। (See p. 84)

ট্রম্পেট্ আ ক্লেফ্স্ (TRUMPETTE A CLEFS, a keyed trumpet) চাবিযুক্ত তুরীবিশেষ।

ট্রম্পেটা আ পিষ্টন্স (TROMPETTA A PISTONS, a species of trumpet) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

ট্রম্ব, ট্রম্বনি বা ট্রম্বোন (TROMB, TROMBONI or TROMBONE, a brazen wind instrument used in European concert) ইউরোপীয় ঐকতানবাদ্যে ব্যবহৃত পিত্তলনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র সচরাচর তিনপ্রকার হইয়া থাকে ;—ব্যাস (Bass), টেনর (Tenor), এবং আল্‌টো (Alto)। ব্যাস ট্রম্বোনের স্বরগ্রাম জি (G) অর্থাৎ পঞ্চম, এফ (F) অর্থাৎ মধ্যম এবং ই-ফ্লাট (E-flat) অর্থাৎ কোমল গান্ধার বদ্ধ থাকে বলিয়া এই যন্ত্র আবার তিন প্রকারের হয়। পঞ্চমে বাঁধা ব্যাস ইংলণ্ডে বিশেষ প্রচলিত। এইরূপ টেনর সি (C) অর্থাৎ ষড়জে এবং নিখাদ কোমলে বাঁধা থাকে, এবং আল্‌টো (Alto) এফ (F) অর্থাৎ মধ্যম, ই-ফ্লাট (E-flat) অর্থাৎ কোমল গান্ধারে বাঁধা থাকে।

ট্রম্বা (TROMBA, the Italian trumpet) ইতালীয় শৃঙ্গযন্ত্র।

ট্রম্বা মেরিণ বা ট্রম্বা মেরিয়া (TROMBA MARIN or TROMBA MARIA, an ancient stringed instrument played with a bow) ধনুর্দ্বারা বাদিত একপ্রকার তন্ত্রযন্ত্র। প্রায় দুই শত বৎসরেরও অধিক হইল এই যন্ত্রটী নির্ম্মিত হয়। ইহা লুপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে—কদাচিৎ খৃষ্টীয় কুমারীদের আশ্রমে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ট্রম্মেল (TROMMEL, a military drum) একটী সামরিক জয়

ঢক্কা। এইরূপ বৃহজ্জাতীয় জয়ঢক্কাকে "গ্রোস ট্রম্মেল" (Grosse Trummel) বলে।

ট্রায়ঙ্গেল (TRIANGLE, a military instrument of percussion made of steel, and is simply rhythmic) একটী ইস্পাৎ-নির্ম্মিত সামরিক যন্ত্র। ইহা ত্রিকোণবিশিষ্ট এবং বাদ্যকালে তাল দিবার জন্য ব্যবহৃত।

ড

ডফ্ বা ডেফ্ (DOFF or DEFF, an instrument common in Arabia and Barbary) আরব ও বার্ব্বরি দেশে প্রচলিত একটী আনদ্ধযন্ত্র। ইহা চতুষ্কোণাকার ও মেষচর্ম্মাচ্ছাদিত। এই যন্ত্র প্রাচীন মিসরীয়দের স্কোয়ার তাম্বোরিণ (Square Tambourin) এবং য়িহুদীদের টফ (Toph) যন্ত্রের ন্যায়। (See টফ)। আমাদের ডম্ফ (Dompha) যন্ত্রের সহিত ইহার সংজ্ঞা, আকার ও কার্য্যগত অনেক সাদৃশ্য আছে। (See ডম্ফ and p. 105)

ডফ্‌দে (DOFFDE, and instrument of percussion common in India) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় আনদ্ধযন্ত্র।

William C. Stafford.

ডবল গ্রাণ্ড পিয়ানো ফোর্টি (DOUBLE GRAND PIANO FORTE, a well-known double keyed instrument) ইহা একটী প্রসিদ্ধ চাবিযুক্ত যন্ত্র। নিউইয়র্ক নগ[illegible] পিরসর (James Pirssor) নামক জনেক ব্যক্তি কর্ত্তৃক

নির্ম্মিত। এই যন্ত্রের প্রত্যেক দিকে এক প্রস্থ করিয়া চাবি থাকায়, উভয় পার্শ্বে দুই প্রস্থ চাবি আছে।

ডবল ড্রম (DOUBLE DRUM, the European largest drum used in military band) সামরিক বাদ্যে ব্যবহৃত ইউরোপীয় সর্ব্ববৃহৎ ঢক্কা। ইহা উভয় পার্শ্বেই আঘাতিত হইয়া বাদিত হয়।

ডবল-পাইপ (DOUBLE-PIPE, a species of wind instrument) একটী দ্বিনল যন্ত্র। দুইটী নল পার্শ্বাপার্শ্বি সমসূত্রপাতে একত্র করিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। কারল এঞ্জেল (Carl Engel) সাহেব বলেন হিন্দুরা এই যন্ত্রকে পূগী কহেন। কিন্তু আমরা জানি ইহা পূগীর ন্যায় দ্বিনলবিশিষ্ট হইলেও, তাহার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই। (See p. 87)

ডবল ফ্লুট (DOUBLE FLUTE, an instrument composed of two tubes, but with one mouth-piece) একমুখবিশিষ্ট একটী দ্বিনলযন্ত্র। এরূপ কথিত আছে যে, হ্যাগ্নিস্ (Hyagnis) ইহার আবিষ্কারক। ১৫০৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে তিনি জীবিত ছিলেন।

ডবল বাস (DOUBLE BASS, the largest bass) বাসযন্ত্রের মধ্যে ইহা বৃহত্তম এবং গভীরতম স্বরনিঃসারক। ইহাতে দুই, তিন, চারি ও পাঁচটী পর্য্যন্তও তন্ত্র যোজিত থাকে। কিন্তু সচরাচর চারিটী তন্ত্রই দেখা

যায়। এবং ইহাতে ই (E), এ (A), ডি (D), ও জি (G) এই সকল স্বর বাদিত হইয়া থাকে।

ডম্ফ (DOMPHA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধ যন্ত্র। (See p. 2) একটী বৃহৎ চক্রাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডের এক দিকে চর্ম্মাচ্ছাদন পূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই যন্ত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সমধিক ব্যবহৃত। ইহা ইংরাজদের টাব্‌রেট্‌, আরবদের ডফ এবং য়িহুদীদের টফ যন্ত্রের ন্যায়। (See p. 105)

ডমরু (DAMARU, an ancient and small Hindoo instrument of percussion used by the snake-charmers &c.) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ও ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। আহিতুণ্ডিকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে। এতদ্ভিন্ন ভল্লুক ও বানরক্রীড়কেরাও বাজাইয়া থাকে। কথিত আছে, ইহা মহাদেবের অন্যতর প্রিয় যন্ত্র। (See p. 104)

ডওল (DAOUL, a Singhalese instrument of percussion) সিংহলীয়দের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহা লম্ব-দীর্ঘ আকারে (Oblong-form) গঠিত। আমাদের ঢোলের সহিত ইহার কতকটা সংজ্ঞা ও কার্য্যগত সম্বন্ধ আছে। ডাওলিকেরা ডওল-কাডিপোন (Daoul-kadipone) নামক একটী চিত্রিত যষ্টিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করে।

ডল (DAUL, a species of Turkish instrument of percussion) একপ্রকার তুরুষ্কদেশীয় আনদ্ধযন্ত্র। ইহার আকার বৃহৎজ্জাতীয় ঢক্কার ন্যায় এবং যুদ্ধের সময় ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ডল্‌কান (DOLCAN, dolciano) বংশিজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (See ডলসিনো বা ডল্‌সিয়ানো)

ডল্‌সিনো বা ডল্‌সিয়ানো (DOLCINO or DOLCIANO, small bassoon) ছোট বাসূনযন্ত্র। ইহা পূর্ব্বে অধিতর ব্যবহৃত হইত।

ডল্‌সিমার (DULCIMER, an European stringed instrument) একটী ইউরোপীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ত্রিকোণ বা অন্যপ্রকার কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের উপরে তন্ত বা তার বন্ধন পূর্ব্বক এই যন্ত্র প্রস্তুত হইত। শলাকা দ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত। (See 2nd note p. 48)। পারস্য, হিব্রু, আসিরীয় প্রভৃতি জাতিদের এইরূপ যন্ত্র ছিল।

ডাইকর্ড (DICHORD, a double stringed instrument) একটী দ্বিতন্তুবিশিষ্ট যন্ত্র।

ডাক (DAK, a small rural instrument of percussion common in India) একটী ছোট গ্রাম্য আনদ্ধ যন্ত্র। ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন।

W. C. Stafford.

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY CALCUTTA

ডিকাকর্ডন (DECACHORDON, an unused musical instru-

ment mounted with ten strings) একটী দশতন্ত্রবিশিষ্ট অপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র।

ডিণ্ডিম (DINDIMA, an ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র।

ডিস্কাণ্ট জীজ (DISCANT GEIGE the unused name of violin) বাহুলীন যন্ত্রের অপ্রচলিত নাম।

ডুগডুগা বা ডুগডুগী (DUGDUGA or DUGDUGI, a small hand-drum of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। ইহা ডমরু শব্দের অপভ্রংশ। (See ডমরু and p. 104)

ডুট্কা (DUTKA, a Russian wind instrument composed of two pipes) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। দুইটী নল একত্র করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয় এবং তাহার প্রত্যেক নলে তিনটী করিয়া ছিদ্র থাকে। ইহা বাজাইবার সময় বোধ হয় যেন দুই জন ব্যক্তি বাজাইতেছে। রুসীয়েরা ইহা ব্যবহার করে।

W. C. Stafford.

ডুট্সি ফ্লোট (DEUTCHE FLOTE, a German flute) ইহা একটী জর্ম্মণ শুষিরযন্ত্র।

ডেঙ্গরী (DENGARI, a name of dindima) ডিণ্ডিম যন্ত্রের অন্যতর নাম।

ডেনিস্ ডর (DENIS D'OR, a musical instrument like piano forte) পিয়ানোফোর্টির ন্যায় একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

ডেভিড্স-হার্প (DAVID'S HARP, a species of stringed instrument of the Jews) য়িহুদীদের একপ্রকার তত-যন্ত্র। (See কিন্নর)

ডেয়ার (DAIRE, the tambourin or hand-drum) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

ডেলিন (DELYN, the Welsh name of harp) হার্পযন্ত্রের ওয়েলস্‌দেশীয় নাম।

ডৌলা (DOULA, a Singhalese instrument of percussion) একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহা প্রায় দেখিতে বেড়িগো-দিয়া যন্ত্রের ন্যায়। (See বেড়িগোদিয়া)। কিন্তু আমাদের অন্যতর গ্রাম্যযন্ত্র ঢোলের সঙ্গে ইহার আকার, নাম ও কার্য্যগত অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহাতে বোধ হয় ঢোলের অনুকরণেই ইহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। সিংহলীয়েরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

ড্রম (DRUM, a well-known military instrument of percussion, specially common in Europe) একটী সুপ্রসিদ্ধ সামরিক আনদ্ধযন্ত্র এবং ইউরোপে ইহার বিশিষ্টরূপ প্রচলন। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অপরাপর দেশেও ইহা দেখা যায়। ভারতবর্ষের ঢক্কা এবং জয়ঢক্কা আর ইউরোপীয় ড্রম একশ্রেণীর সামরিক যন্ত্র। (See ঢক্কা and জয়-ঢক্কা)

ড্রিকোরিগ (DRECORIG, a large piano forte) একটী বৃহৎ পিয়ানোফোর্টি যন্ত্র। ইহার প্রত্যেক স্বরে তিনটী করিয়া তন্ত্র থাকে।

ঢ

ঢক্কা (DHAKKA, a well-known and very ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একটী সুপ্রসিদ্ধ এবং অতিপ্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 100 ; জয়ঢক্কা and ডুম)

ঢোল (DHOLE, an ordinary drum of the Hindoos) হিন্দু-দিগের একটী সাধারণ ও গ্রাম্য আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 99)

ঢোলক (DHOLUCK, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। (See p. 98)

ঢোলকী (DHOLUCKI, a small dholuck of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ছোট ঢোলকযন্ত্র।

Carl Engel.

ত

তবল্‌শামি (TUBLESHAME, an instrument of percussion of the modern Egyptians) আধুনিক মিসরীয়দের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। আধুনিক মিসরীয়েরা ইহা বিবাহাদি উপলক্ষে এবং সন্ন্যাসী-দের মেলায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার খোল রাং ও তাম্রনির্ম্মিত এবং মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ

থাকে। ইহার বাদনক্রিয়া গলায় ঝুলাইয়া হইয়া থাকে।

তবলা (TUBLA, an instrument of percussion common in India) ভারতবর্ষে প্রচলিত একটী আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 99)

Carl Engel.

তম্বলী (TOMBALEH, a military instrument of percussion of the Turks) তুরুষ্কজাতিদের একপ্রকার সামরিক আনদ্ধযন্ত্র। ইহার আকার অনেকাংশে তবলার ন্যায়।

তায়ুশ বা মায়ূরী (TAYUSH or MAYOORI, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী তত-যন্ত্রবিশেষ। (See p. 57)

তান্‌পূর বুজুর্ক (TAMPOUR BOUZOURK, a very remarkable Persian Stringed instrument) ইহা পারস্যদেশীয় অতিপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে পাঁচটী তার যোজিত এবং পাঁচটী সারিকা সম্বদ্ধ থাকে। কখন কখন ইহার অলাবুনির্ম্মিত ভাগটী অতি সুন্দর ও মণিমুক্তাখচিত হয়।

তান্‌পূরা বা তাম্বূরা (TANPOORA or TAMBOURA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দু-দিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাকে তুম্বুরু বীণা বা তম্বূরা কহে। (See p. 37)

তাপন (TAPON, an Indian drum struck with the hand) হস্তদ্বারা বাদিত ভারতবর্ষীয় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

J. F. Dannelcy

তাম্বোর (TAMBOUR, a military instrument of percussion) একটী সামরিক আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

তাম্বোর ডাইরেন্ (TAMBOUR D'AIRAIN, a species of drum) একপ্রকার ঢক্কা। ইহার খোল তাম্রনির্ম্মিত এবং কেবল একপার্শ্ব চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত। দুইটী ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহা বাদিত হয়।

তম্বোর ডি বাস্ক (TAMBOUR DE BASQUE, a small drum) একটী ক্ষুদ্র ঢক্কাবিশেষ। ইহার পরিধি চারি ইঞ্চি অপেক্ষা বেশী নহে, এবং ইহা কতকগুলি ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসমন্বিত হইয়া কেবল একখণ্ড চর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকে।

তাম্বোর ডিস নিগ্রেস (TAMPOUR DIS NEGRES, an instrument of percussion) একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। বৃক্ষের গুঁড়ির অন্তর্ভাগ খোদিত করিয়া তাহার এক মুখে একখণ্ড ছাগ বা মেষচর্ম্ম আচ্ছাদনপূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই যন্ত্র অনেক প্রকার, তন্মধ্যে কতকগুলির দৈর্ঘ্য পাঁচ ফুট এবং ব্যাস কুড়ি বা ত্রিশ ইঞ্চি।

তাম্বোর ডিস্ লাপন্স্ (TAMBOUR DES LAPONS, an instrument of percussion) একটী আনদ্ধযন্ত্র। একখণ্ড

কাষ্ঠের অন্তর্ভাগ শূন্য করিয়া ডিম্বাকারে ইহার খোল নির্ম্মিত হয় এবং তাহার মুখে একখণ্ড পাতলা চর্ম্ম সংযুক্ত থাকে। ইহার খোল এবং আচ্ছাদিত চর্ম্ম লোহিত বর্ণে রঞ্জিত। একটী ক্ষুদ্র দণ্ড বা অস্থি দ্বারা ইহা বাদিত হয়।

তাম্বোরিন্ (TAMBOURIN, an instrument of percussion) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। প্রাচীন মিসরীয়, আসিরীয়, য়িহুদী প্রভৃতি জাতিরা ইহা ব্যবহার করিত। এই যন্ত্র বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ এবং আসিয়ায় যেরূপ গোলাকারে গঠিত হইয়া ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বেও সেইপ্রকার হইত। অধিকন্তু তদানীন্তন পূর্ব্বোক্ত জাতিরা চতুষ্কোণ (Square) এবং লম্ব-চতুষ্কোণ (Oblong-square) তাম্বোরিন্‌যন্ত্রও ব্যবহার করিত। কখন কখন ধ্বনি মাধুর্য্যের জন্য চতুষ্কোণাকৃতি তাম্বোরিন্ যন্ত্রের আচ্ছাদিত চর্ম্মপট্টে একটী বিভাজিকা-বন্ধনী (Bar) সংযুক্ত করিয়া সমদ্বিভাগে বিভক্ত করা হইত। এই যন্ত্র পুরুষজাতি অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগেরই নিকট অধিকতর ব্যবহৃত।

Burney's *History of Music.*

তাম্বোরিন্ ডি প্রোভেন্‌স (TAMBONRIN DE PROVENCE, a drum of which the case is longer and straighter than that of the common drum and is struck with a single stick) একটী ঢক্কাযন্ত্রবিশেষ। সাধারণ ঢক্কা-

পেক্ষা ইহার খোলটি অধিকতর দীর্ঘ ও ঋজু। ইহা কেবল যষ্টিদ্বারা বাদিত হয়।

তিক্তিরী বা তিত্তিরী (TIKTIRY or TITTIRY, an ancient wind instrument of the Hindoos, made of double reeds) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন দ্বিনলযন্ত্র। ইহা দেখিতে কতকটা ইউরোপীয় ব্যাগ-পাইপের (Bag-pipe) ন্যায়। কিন্তু পূর্ব্বতন ঋষিদের সময়ে কোন কোন তিক্তিরী যন্ত্র ব্যাগ-পাইপের সঙ্গে অনেকাংশে মিলিত, এক্ষণকার তিক্তিরী সেরূপ নহে; সুতরাং ব্যাগ-পাইপের সহিত ইহার তত সাদৃশ্য নাই। (See p. 89)। ইংরাজেরা ইহাকে "তিত্তি" (Titty) এই নাম দিয়া থাকেন। কোইম্বাটুর সনেরাটের (Coimbatour Sonnerat) ভয়েজেস অক্স ইণ্ডিস ওরিএণ্টালিস (Voyages aux Indes Orientales) নামক পুস্তকে "তের্ত্তি" (Tourte) বলিয়া এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে। মিষ্টার হিল (Mr. Hill) সাহেব মঙ্গোলিয়ার পর্য্যন্তভাগে মামেচিন নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান নগরে চীনদেশীয় সঙ্গীতকুশলীদের হাস্তে এই যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। স্যর উইলিয়ম আউস্‌লি (Sir William Ousley) সাহেব পারস্যে এরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। সে দেশে ইহার নাম "নে আম্বানা" (Nei ambana)। (See নে আম্বানা and p. 86) মিসরদেশীয় "জুকো-

য়ারা ” (Zouqqarah) নামক যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের বিশেষ সাদৃশ্য আছে। (See p. 86)

তুতুরী (TOOTOOREE, a small trumpet of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ছোট শৃঙ্গযন্ত্র। মাঙ্গলিক কার্য্য কিম্বা দেবমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

তুবড়ী (TUBRI) । (See তিক্তিরী and p. 86)

তুম্বুকী (TUMBUKI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র। ইহার আকার ঢক্কার ন্যায়।

তুরী (TOURY, an ancient wind instrnment of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী শুষিরযন্ত্র। (See p. 84)

ত্রয়াংশ (TRAWANGSA, a stringed instrument of the Javanese, resembling a guiter) গিতারযন্ত্রের ন্যায় যাবাবাসীদের একটী ততযন্ত্র। অধিকন্তু ইহার আকার ভারতবর্ষীয় কচ্ছপী-বীণার ন্যায়।

Crawfard's *Music and Dancing.*

from the " History of Indian Archipelago, " Vol. I.

ত্রিগোণন্ (TRIGONUN, an ancient Egyptian stringed instrument of the lyrekind) প্রাচীন মিসরদেশীয় লায়ার-জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। কিন্তু ইহার আকার ত্রিকোণ। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিত সফোক্লিস (Sophocles) ইহাকে ফ্রাইজিয়ান (Phrygian) যন্ত্রবিশেষ বলিতেন। পুরা-

কালে আলেক্জান্দ্রিয়ানিবাসী আলেক্জান্দার আলেক্জান্দ্রিনস্ (Alexander Alexandrinus) নামক প্রসিদ্ধ বাদক রোম নগরে এই যন্ত্র বাদন করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই যন্ত্র গ্রীস ও পারস্য দেশে প্রচলিত ছিল। এবম্বিধ একটী যন্ত্র ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে থিবিস্ (Thebes) নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার আকার অর্দ্ধগোলাকার এবং তাহাতে কুড়িটী তার যোজিত আছে।

Burney's *History of Music.*

ত্রিতন্ত্রী বীণা। (TRITANTRI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 22)

ত্রিপদিয়ন্ লায়ার (TRIPODIAN LYRE, an ancient stringed instrument) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। ইহাকে ত্রিপদী-বীণা কহে। এরূপ কথিত আছে যে, জসিন্থিয়ান্ পিথাগোরস্ এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন।

ত্রিবলী (TRIBALI, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রচীন আনদ্ধযন্ত্র।

থ

থালা (THALA, a metalic instrument called gong, common in India) একটী ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। (See ঘড়ি and p. 109)

থিওর্বো (THEORBO, a stringed instrument) একটী

ততযন্ত্র। পূর্ব্বে নাট্যগীতি (Opera) এবং ধর্ম্মমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহার আকার বৃহজ্জাতীয় ল্যুটের ন্যায়, কিন্তু দুইটী স্কন্ধ আছে। তন্মধ্যে দ্বিতীয় স্কন্ধে চারিটী খাদস্বরবিশিষ্ট তন্তু যোজিত থাকে।

থুবল বা থুবল ফ্লুট (THUBAL or THUBAL FLUTE, an ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষির-যন্ত্র।

থ্রু (THREWS, a French stringed instrument of the violin-kind) একটী ফ্রান্সদেশীয় বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্র-বিশেষ।

দ

দগড় বা দগড়া (DAGAR or DAGARA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধ যন্ত্র। (See p 102)

দামামা (DAMAMA)। (See দগড় and p. 102)

দায়রা (DAIRA, a Prussian instrument of percussion, similar to the *tambour de basque*) তাম্বোর ডি বাস্কের ন্যায় একপ্রকার প্রুসীয় আনদ্ধযন্ত্র। (See তাম্বোর ডি বাস্ক)। এই যন্ত্র তাল দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দায়ায়ুল (DIAULE, a double-flute) একটি দ্বিনলযন্ত্র-বিশেষ।

দায়োপি (DIOPI, a species of ancient flute with two holes) একটী দ্বিচ্ছিদ্রবিশিষ্ট শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

দারা (DARA, a Hindoo instrument of percussion similar to the tambourin) তাম্বোরিন্ যন্ত্রের ন্যায় হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ঐকতানবাদনের সময়ে হিন্দুরা ইহা ব্যবহার করেন।

Mr. Prinsep

দারাবুক (DARABUKKEH, a modern Egyptian instrument of percussion) ইহা একটী আধুনিক মিসরদেশীয় আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 105)

দিত্তনক্লসিস্ বা দিত্তলিলোক্লেঞ্জ (DITTANAKLASIS or DITTALELOCLANGE, a musical instrument, invented in the year 1800, by Muller of Vienna) ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ভিয়ানানিবাসী মুলার সাহেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটী বাদ্যযন্ত্র।

দুন্দুভি (DUNDUBHI, a well-known instrument of percussion of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটী সুপ্রসিদ্ধ আনদ্ধযন্ত্র। দেবতারা এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। তদ্ভিন্ন রামায়ণ, মহাভারতাদি সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে যুদ্ধের সময় এই যন্ত্র ব্যবহৃত বলিয়া অনেক স্থলে লিখিত আছে। পূর্ব্বে মাঙ্গল্যকার্য্যেও দুন্দুভিযন্ত্র বাদিত হইত। (See p. 105)

দোদেককর্ড (DODECACHORD, a stringed instrument

mounted with twelve strings) দ্বাদশতন্ত্রবিশিষ্ট একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

ন

নক্কার (GNACCARE)। (See কাষ্টানেট)

নন্দ (NANDA, a wind instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা দৈর্ঘ্যে একাদশ অঙ্গুলি পরিমিত হইত। এইরূপ "মহানন্দ" নামে আর একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র ছিল। উহা দীর্ঘে দশাঙ্গুল। প্রাচীন হিন্দুদিগের "জয়" ও "বিজয়" নামে আরো দুইটী বংশী ছিল।

"মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়োঽথ জয়স্তথা।
চত্বার উত্তমা বংশা মাতঙ্গমুনিসম্মতাঃ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দ নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ॥"

সঙ্গীতদামোদর।

নবলম (NAUBLUM, a Phœnician musical instrument) একটী ফিনিসীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বেকস্ (Bacchus) দেবতার মহাভোজের সময় এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

নরশিঙ্গা বা নরশৃঙ্গ (NARASHINGA or NARASHRINGA, the Nepalese horn, made entirely of copper) সম্পূর্ণরূপে তাম্রনির্ম্মিত নেপালীয় শৃঙ্গযন্ত্র।

A. Cambell's *Notes on the Musical instruments of the Nepalese.*

নল (NUL, the Indian kettle-drum) ভারতবর্ষীয় আনদ্ধ-যন্ত্রবিশেষ। যুদ্ধের সময় অশ্বপৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া ইহা বাজাইতে হয়।

নাকারা (NACARA, an instrument of percussion) এক-প্রকার আনদ্ধযন্ত্র। পূর্ব্বে তুরুষ্ক দেশে ইহার প্রচলন ছিল। ইহা স্পেনদেশীয় কাষ্টানেট (Castagnettes) যন্ত্রের আকারে নির্ম্মিত। কিন্তু ওয়াল্‌থর্ণ (Walthern) সাহেবের মতে ইহা চৈনদিগের একটী ত্রিকোণবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ।

নাক্কারা (NACCARA, an instrument like castanettes, but greater) কাষ্টানেটের ন্যায় একপ্রকার যন্ত্র, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

নাক্‌চের (NACCHERE, the castanettes) করতালি যন্ত্র।

নাক্‌চেরা (NACCHERA, the pluralized name of the military drums) সামরিক ড্রম সমূহের বহুবচনান্ত নাম।

নাক্‌চেরোণ (NACCHERONE, the great drum) বৃহৎ ঢক্কা।

নাকোস্ (NAKOUS, an Egyptian musical instrument made of two brass-plates) একপ্রকার মিসরদেশীয় বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। দুইখণ্ড পিত্তলপাত্রে এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। উক্ত দেশীয় কফ্‌টিক ধর্ম্মমন্দির সমূহে (Cophtic Churches) ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

নাগ-ফণি (NAG-PHONI, a wind instrument like toury com-

mon in Nepal) তুরীর ন্যায় একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। (See তুরী)। নেপাল দেশে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র সচরাচর তাম্রে নির্ম্মিত হয়। ইউ-রোপীয় পণ্ডিতেরা ইহাকে ফ্রেঞ্চ হর্ণের (French horn) ন্যায় বলেন।

A. Cambell.

নাগ্‌রা (NAGRA, a well-known Indian instrument of percussion) ইহা ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ আনদ্ধযন্ত্র। এই যন্ত্র দুইপ্রকার ;—ক্ষুদ্র নাগ্‌রা (Small Nagra) এবং মহানাগ্‌রা (Great Nagra)। (See p. 101)

নাগরীট (NAGAREET, a species of kettle drum, common in Abyssinia) আবিসিনিয়া দেশে প্রচলিত একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

নাচ্‌থর্ণ (NACHTHORN, an organ-stop) অর্গ্যান যন্ত্রের একটী বন্ধনীবিশেষ।

নাজার্ড (NAZARD, an organ-stop) ইহাও অর্গ্যান্ যন্ত্রের একটী বন্ধনী।

নাফারি (NAFARI, an Indian trumpet) একটী ভারতবর্ষীয় শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ।

নাব্‌লা (NABLA, a musical instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মিসরীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। য়িহুদীজাতীরা ইহাকে নেবেল (Nebel) বলে। (See নেবেল)

নাব্লিয়ম্ (NABLIUM, a name of nabla) নাব্লা যন্ত্রের অন্যতর নাম।

নাসাট্ (NASSAT, a wind instrument of metal) ধাতুনির্ম্মিত একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

নাসিরি (NASIRI, a wind instrument common in Malay) মালাই দেশে প্রচলিত একটী শুষিরযন্ত্র। ভারতবর্ষের নাসির (Nasir) যন্ত্র উক্ত দেশে সমানীত হইয়া এরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

নিকলো (NICOLO, an ancient instrument similar to the hauthboys) ওবয়যন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন যন্ত্র।

নিসান (NISANA, an instrument of percussion of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

নুই (NUY, an Indian wind instrument) একটী ভারতবর্ষীয় শুষিরযন্ত্র।

নে (NAY, an Egyptian wind instrument of the bag pipe-kind) একটী মিসরীয় দ্বিনলজাতীয় শুষিরযন্ত্র। ইহার দুইটী নলেরই দৈর্ঘ্য সমান, কিন্তু কোন কোনটীর আবার একটী দীর্ঘতর থাকে। ইংরাজেরা ইহাকে সাধারণতঃ দার্ব্বিস ফ্লুট (Dervish flute) কহেন। (See p. 82) পূর্ব্বে ধর্ম্মমন্দিরে জিকার নামক নৃত্যকালীন এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত।

নেআম্বানা (NEI AMBANA, a Persian Bag-pipe) পারস্য-

দেশীয় দ্বিনল যন্ত্রবিশেষ। নে—নল এবং আম্বানা—স্থলী। (See p. 88)

নেকাভিম্ (NEKA·BHIM, a wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার স্বর মনোহর।

নেকেব (NEKEB, a wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একটী শুষিরযন্ত্র।

Ezek. xviii. 13

নেচিলথ্ (NECHILOTH, a wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

Psalm v. viii. iii. xxxi. xxxiv.

নেবেল (NEBEL, a Hebrew stringed instrument of the guiterkind) য়িহুদীদের গিতারজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আর একটী নাম নফর্ (Nofre)। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, এই যন্ত্র মিসর দেশ হইতে য়িহুদীরা লইয়া যায়। য়িহুদীদিগের আসোর নামক আর একটী যন্ত্র ইহারই ন্যায়, কিন্তু তাহাতে দশটী তার যোজিত থাকে। আর ইহার গলদেশ অতি সঙ্কীর্ণ বলিয়া ইহাতে বড় অধিক তার আবদ্ধ হইতে পারে না।

নৌবত (NOWBAT, the largest Indian kettle drum) ভারতবর্ষীয় সর্ব্ববৃহৎ নাগ্রাযন্ত্র। ইহাকেই মহানাগ্রা কহে। (See ps 101 and 111)

প

পকি (PAUKE, the kettle drum) কেটেলড্রমযন্ত্র। (See টিম্প্যানো)

পকিন্ সিম্বেল্ স্ (PAUKEN SYMBELS, were Hebrew and Greek instruments of percussion made of metal, corresponding to those used by the Janizaries in their military music) য়িহুদী এবং গ্রীক্‌দিগের এই গুলি একপ্রকার ঘনযন্ত্র ছিল। জানিজারিদের দ্বারা সমর-সঙ্গীতে এই-রূপ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

পট্ পটী (PATPATI, a musical instrument of children common in India) ইহা শিশুদিগের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহাকে একপ্রকার ডুগ্ ডুগীও বলা যাইতে পারে।

পণ্টলন বা পণ্টলিয়ন্ (PANTALON or PANTALEON, the name of harpsichord) হার্প্সিকর্ড যন্ত্রের একটী নাম। (See হার্প্সিকর্ড)

পফ্লগোনিয়ান্ ট্রম্পেট (PAPHLOGONIAN TRUMPET a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীক দিগের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

পমার (POMER, an ancient wind instrument) একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

পরিবাদিনী-বীণা (PARIBADINI-BINA, an ancient Hindoo stringed instrument mounted with seven strings)

হিন্দুদিগের সপ্ততন্ত্রবিশিষ্ট একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। অমরকোষ অভিধানে ইহার উল্লেখ আছে।

পর্ব্বম্ (PARVUM, a stringed instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী ততযন্ত্র।

W. C. Stafford.

পলিকর্ড (POLYCHORD, an instrument for the bow) একপ্রকার ততযন্ত্র ও ধনুর্দ্বারা বাদিত। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় এস্রার যন্ত্রের সঙ্গে ইহার কতকটা বস্তুগত্যা সম্বন্ধ আছে।

পলিপ্থঙ্গম্ (POLYPTHONGUM, a stringed instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র।

পলিপ্লেকট্রম্ (POLYPLECTRUM a musical stringed instrument of the ancients) প্রাচীনদিগের একপ্রকার সঙ্গীতসম্বন্ধীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

পলিপ্লেকট্রা (POLYPLECTRA, an insrument of many strings) একটী বহুতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র। পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্র প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রকারেরা তাহাকে " শততন্ত্রী বীণা " এই আখ্যা প্রদান করেন। (See p. 41)

পসিটিফ (POSITIF, a small organ) একটী ক্ষুদ্র অর্গ্যান্। ধর্ম্মমন্দিরস্থ বৃহদর্গ্যান্‌যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হয়।

পাখোয়াজ (PAKHOWAZ, the Persian name of a well-known Hindoo instrument of percussion called mridanga) হিন্দুদিগের সুপ্রসিদ্ধ মৃদঙ্গ যন্ত্রের পারস্য নাম। (See p. 96)। আরব ও পারস্য দেশেও এই যন্ত্রের প্রচলন আছে।

পাট্‌-কঙ্‌ (PAT-CONG, a musical instrument of the Siamese) শ্যামদেশীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহার আকার কারিলন্স্‌ (Carillons) যন্ত্রের ন্যায়। (See কারিলন্স্‌)।

পাটল (PATOL, a Burmese stringed instrument made like a crocodile) একটী ব্রহ্মদেশীয় কুম্ভীরাকৃতি তত-যন্ত্রবিশেষ।

পাটা (PATA, the wooden castagnettes of the Roman catholics of St. Domingo) সেণ্ট্‌ ডোমিঙ্গোস্থ রোমাণ কাথলিকদিগের কাষ্ঠনির্ম্মিত করতালযন্ত্র।

পাট্টি আ রেগ্‌লার্‌ (PATTE A REGLER, a small copper instrument) একটী তাম্রনির্ম্মিত ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র।

পাণ্ডিয়ান্‌ পাইপ্‌স্‌ (PANDEAN PIPES, a most ancient and simple musical wind instrument) বহুপ্রাচীন ও অনায়াসসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। কয়েকটী ভিন্ন ভিন্ন দৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট নল (Reeds) একত্র করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ঐ নলগুলির নিম্নভাগ আবদ্ধ, কেবল উপরিভাগ আচ্ছাদিত রাখিয়া ফুৎকারদ্বারা এই যন্ত্রের

বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। নলগুলি ভিন্নাকারের হওয়াতে স্বরের উচ্চনীচতার তারতম্য হয়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে ইহার প্রচলন ছিল।

পাণ্ডুরা (PANDURA, a guiter) একটী ততযন্ত্র বিশেষ।

পাণ্ডুরিণা (PANDURINA, a small stringed instrument) একটী চারিতন্ত্রবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ততযন্ত্রবিশেষ।

পাণ্ডুরি ফোর্ম্ম্ (PANDURI FORMME, a violin-like stringed instrument) বাহুলীনের ন্যায় একটী ততযন্ত্র।

পাণ্ডোরা (PANDORA, a small lute common in Poland) পোলণ্ড দেশে প্রচলিত একটী ক্ষুদ্র ততযন্ত্র।

পাম্বি (PAMBE, a small Indian drum) একটী ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র ঢক্কা।

পালাবিও মাগাদিস্ (PALAEO MAGADIS, a Greek musical instrument, more generally called *magadis*) গ্রীকদেশীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। সচরাচর ইহাকে মাগাদিস্‌যন্ত্র কহে। (See মাগাদিস্)

পান্‌স পাইপ্স্ (PAN'S PIPES, a very ancient wind instrument) একটী অতিপ্রাচীন শুষিরযন্ত্র। (See প্যাণ্ডিয়ান্ পাইপ্‌স্)

পান্‌স ফ্লোট (PAN'S FLOTE, an ancient wind instrument) একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

পিচ্-পাইপ্ (PITCH-PIPE, a small wind instrument) একটী ক্ষুদ্র শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

পিজ্‌ব্, পিপা, পিপিউ এবং পিব্ (PIJB, PIPA, PIPEAU and PIB) এইগুলি ক্রমান্বয়ে পাইপ্ যন্ত্রের দেনিশ, সুইদিশ, ফরাসী এবং ওয়েলশ্ নাম।

পিথাগোরিয়ান্ লায়ার (PYTHAGORIAN LYRE, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। (See অক্‌টাকর্ডম্)

পিনর্‌কন্ (PENORCON, an ancient instrument of the guiter species) গিতারজাতীয় প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে নয়টী তন্ত্রযোজিত থাকিত এবং অঙ্গুলির আঘাতে বাদিত হইত।

পিনাক (PINAKA, a Hindoo stringed instrument of the highest antiquity) হিন্দুদিগের প্রাচীনতম কালের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, মহাদেব এই যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। (See p. 69; *2nd* note in the same; and p. 90)

পিনাকী বীণা (PINAKI BINA, a most ancient Hindoo instrument) একটী বহুপ্রাচীন হিন্দুততযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম পিনাক। (See পিনাক)

পিফেরিণো (PIFFERINO) বা

পিফেরো (PIFFERO, pipe or bag-pipe) পাইপ কিম্বা ব্যাগ-পাইপযন্ত্র।

পিব্-কর্ণ (PIB-CORN, a wind instrument like a horn-pipe) হর্ণ-পাইপের ন্যায় একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ওয়েল্‌স্ দেশে ইহা সচরাচর দৃষ্ট হয়।

Archœologia, or Miscellaneous tracts relating to Antiquity, published in 1775. Vol. iii, p. 32.

পিভা (PIVA, a bag-pipe) একটী ব্যাগ-পাইপযন্ত্র।

পিয়াটি (PIATTI, symbals made of brass) পিত্তলনির্ম্মিত করতালযন্ত্র। এই যন্ত্রের দুইখানি দুইহস্তে লইয়া পরস্পর আঘাত করিলে অত্যন্ত ঝন্ ঝন্ শব্দ উদ্গত হয়। কিন্তু বৃহৎ জয়ঢাকের সহিত বাদিত হয় বলিয়া ইহার শব্দ কতকটা মিশিয়া যায়। দুইখানি করতাল একটী যন্ত্র বলিয়া গণনীয়।

পিয়ানিনো (PIANINO, a small piano forte) ক্ষুদ্র পিয়ানো-ফোর্টি যন্ত্র।

পিয়ানো ড্রয় (PIANO DROIT, upright piano forte) ঋজু পিয়ানোফোর্টি যন্ত্র।

পিয়ানো ফোর্টি গিটার (PIANO FORTE GUITER, an English guiter, strung with wire, and has a claveier of six keys, corresponding to its number of strings) একটী ইংরাজি ততযন্ত্র। ইহাতে ছয়টী চাবি এবং তদনুযায়ী ধাতব তার আবদ্ধ থাকে।

পিয়ানো ফোর্টি (PIANO FORTE, a well-known musical intrument) একটী সুবিখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। ইহাকে পিয়ানো ফোর্ট্ যন্ত্রও বলে। (See p. 48)

পূগী (POOGEE, an ancient wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

প্রাচীন কালে এই যন্ত্র মুখে বাদিত না হইয়া নাসিকায় বাদিত হইত বলিয়া ইহাকে নাস-যন্ত্রও কহিত। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ধর্ম্মমন্দিরে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। অধুনা উপলক্ষভেদে ঘটাতে মাঙ্গল্যকার্য্যের পরিবর্ত্তে আহিতুণ্ডিকেরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। (See ps 86 and 93) সোসাইটী ও ফিজিদ্বীপেও এবম্বিধ যন্ত্রের সমধিক প্রচলন দেখা যায়।

পেক্টিস্ (ECTIS, an ancient Grecian stringed instrument) একটী গ্রীসদেশীয় প্রাচীন তন্তযন্ত্রবিশেষ। এথিনিয়সের মতে সাফো (Sapho) কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

পেটিট্ টাম্বোর (PETIT TAMBOUR, a name of small drum) ক্ষুদ্র ডুমযন্ত্রের একটী নাম।

পেণ্টিকণ্টাকর্ডন্ (PENTECONTACORDON, a species of harp with fifty strings) পঞ্চাশতন্ত্রবিশিষ্ট একপ্রকার তন্তযন্ত্র। ইতালীয় অন্তর্গত নেপলবাসী ফেবিও কলম্ন (Fabio Colonna) নামক একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আদেশে এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

পেপা (PEPA, a Chinese wind instrument) চীনদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার স্বর অত্যন্ত তীব্র। এই স্বর-তীব্রতা কমাইবার জন্য সাম্হিন নামক আর একটী শুষিরযন্ত্র ইহার সহিত বাদিত হইয়া থাকে।

প্লজিওলা (PLAGIAULA, an ancient Roman wind instrument) একটী প্রাচীন রোমীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

প্লেক্‌ট্রম্‌ (PLECTRUM, an instrument used as a substitute for the fingers or bow, to produce sounds from stringes) তন্তুসমূহে অঙ্গুলি বা ধনুর পরিবর্ত্তে ইহাদ্বারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। সংস্কৃত ভাষায় এবম্বিধ যন্ত্রকে অঙ্গুলিত্র, তাড়নী এবং শলাকা কহে। পারস্য ভাষায় ইহার নাম মিজ্রাব্‌।

পোচ (POCHE),

পোচেট (POCHETTE) বা

পোচেটা (POCHETTA, small violin) ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র।

পোয়েট্‌স্‌ রবাব্‌ (POET'S REBAB) অর্থাৎ কবি-রবাব্‌। ইহা হিন্দুদিগের একপ্রকার একতন্তুবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ। ইহার সহিত একতন্ত্রিকার বিশেষ পার্থক্য নাই। (See p. 62)

পোষ্ট হর্ণ (POST-HORN, a common horn) একটী সাধারণ শৃঙ্গযন্ত্র। ডাকসম্বন্ধীয় কর্ম্মচারিগণের ইহা ব্যবহার্য্য।

ফ

ফটিঙ্কস্‌ (PHOTINX, a wind instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মৈসরদের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার বৃষশৃঙ্গের ন্যায়।

Dr. Burney and Apulenus.

ফণ্টিঙ্কস্ (PHONTINX, an ancient Egyptian flute resembling to Roman *plagiaula*) রোমকদিগের প্লজিওলার ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন মিসরীয় শুষিরযন্ত্র।

ফর্ম্মিঙ্ক্স্ (PHORMINX, a very ancient stringed instrument of the lyrekind) লায়ারজাতীয় একটী অতি প্রাচীন ততযন্ত্র। এবম্বিধ যন্ত্র আসিয়া দেশে সমধিক প্রচলিত ছিল। হোমরে ইহার উল্লেখ আছে। (See Pope's Translation of Homer's Illiad, Book IX. page 240)

ফাইড্স্ (FIDES, according to Festus, a species of lyre) ফেষ্টসের মতে ইহা একপ্রকার লায়ারযন্ত্র।

ফাইফ (FIFE, a small wind instrument of sharp or shrill intonation of the Indians of Brazil) ব্রেজিলস্থ ইণ্ডিয়ান্‌দের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা হইতে তীব্রস্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ফাইফর্ (FIFRE, a fife) । (See ফাইফ্)

ফাগ্ (FAG, the abbreviated name of fagott or fagotto) ফাগট বা ফাগটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম। (See ফাগট বা ফাগটো)

ফাগট বা ফাগটো (GAGOTT or FAGOTTO, a bassoon) বাসূনযন্ত্র। (See বাসূন)

ফাগোটিনো (FAGOTTINOE, a small bassoon) একটী ছোট বাসূনযন্ত্র।

ফাগটোন্ (FAGOTTONE, a double bassoon) ডবল বাসুন-যন্ত্র।

ফামোন (FAAMON, a name of a small Hebrew-bell used in churches) য়িহুদীদের ধর্ম্মমন্দিরে উপাসনার সময় যে ক্ষুদ্র ঘণ্টা ব্যবহৃত হয় তাহার নাম।

Exodus, xxviii, 33, &c.

ফিডল্ (FIDDLE, a stringed instrument of the violinkind) একপ্রকার বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা ধনুর্দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষ, আরব, পারস্য, চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিতে এই যন্ত্রের প্রচলন আছে। তবে কিনা দেশবিশেষে আবয়বিক প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। হিন্দুদিগের সারিন্দা, সারঙ্গ প্রভৃতি ততযন্ত্র এই জাতীয়। (See ps. 54 and 61)

Carl Engel's *Music of the Ancients.*

ফিডিকিউলা (FIDICULA, a stringed instrument resembling to fides or lyre) ফাইডস্ বা লায়ারের ন্যায় একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ।

ফিথেলি (FITHELE, the ancient name of fiddle) ফিডল্ যন্ত্রের প্রাচীন নাম।

ফিনিসি (PHŒNICI, a musical instrument of the ancient Phœnicians) প্রাচীন ফিনিসীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। তাঁহারা জাতীয় নামানুসারে এই যন্ত্রের নামকরণ করিয়াছিলেন।

ফিফে (FEIFE, the German name of the English pipe) জর্ম্মণ ভাষায় ইংরাজি পাইপের এই নাম।

ফিস্চিউলা (FISTULA, an ancient wind instrument resembling the modern flageolet, or *flute á bec*) আধুনিক ফ্লাজিওলেট্ কিম্বা ফ্লুট্ আবেক্ যন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র। (See ফ্লুট, p. 74 and note in the p 76)

— জর্ম্মণিকা (— GERMANICA, the German flute) জর্ম্মণীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

— ডল্সিস্ (— DULCIS, *tibia angusta*, the *flute á bec*) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহাকে " টিবিয়া অঙ্গুষ্ঠ " বা " ফ্লুট আ বেক্ " কহে।

— পানিস্ (— PANIS, *syringa panos*, the Pandean pipes, a wind instrument of the ancient Greeks, and of the highest antiquity) ইহা প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী প্রাচীনতম শুষিরযন্ত্র। ইহাকে "সিরিঙ্গা পানস" এবং "পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্স্" বলে। (See পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্স্)। আমাদের শৃঙ্গ শব্দের সহিত সিরিঙ্গা (Syringa) শব্দের অনেকটা উচ্চারণগত সাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহাতে এই বোধ হয় যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের শৃঙ্গযন্ত্র প্রাচীন গ্রীসে নামাপভ্রংশে সমানীত হইয়াছিল। আমাদের মহাদেব যেমন শৃঙ্গযন্ত্রপ্রিয়, প্রাচীন গ্রীকদের পান (Pan) দেবতাও সেইরূপ সিরিঙ্গা ভাল বাসি-

তেন। সেইজন্যই এই যন্ত্রের অন্যতর নাম “ সিরিঙ্গা পানস্ ” হইয়াছে অনুমিত হয়।

ফিশ্চিউলা পাষ্টোরালিস্ (FISTULA PASTORALIS, a wind instrument of the ancient Grecian shepherds প্রাচীন গ্রীসীয় মেষপালকদের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

— ভল্‌গারিস্ (— VULGARIS, a wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

— মিনিমা (— MINIMA, an organ-stop made of wood) কাষ্ঠনির্ম্মিত অর্গ্যান-বন্ধনীবিশেষ।

— হেল্‌ভেটিকা (— HELVETICA, the German flute) জর্ম্মণীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ফিস্‌হার্ম্মণিকা (PHYSHARMONICA, a remarkable musical instrument) একপ্রকার প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র। ইহা হেয়াকেল (Hackel) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং হাম্বর্গ নগরের বক্‌মান (Buschmann) দ্বারা উন্নতাকৃত। পাতলা ধাতব জিহ্বার (Metal tongues) কম্পনে অর্গ্যান্ যন্ত্রের রীড-পাইপের (Reed-pipes) ন্যায় ইহার ধ্বনি উদ্গত হয়। ফরাসী এবং [illegible] “ অর্গ এক্সপ্রেসিফ্ ” (Orgue expressif) নামক হার্‌মণিয়ম্ যন্ত্র এইরূপে গঠিত। বক্‌মানদ্বারা যে সকল [illegible]র্ম্মণিকা নির্ম্মিত, তাহারা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তাহাদের ভস্ত্রাসঞ্চালনক্রিয়া অতিসুন্দররূপে এবং আশ্চর্য্যকৌশলসহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ফুগারা (FUGARA, an ancient wind instrument) একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

ফুঙ্গা (PHUNGA, a Nepalese wind instrument made of copper) একটী তাম্রনির্ম্মিত নেপালীয় শুষিরযন্ত্র। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় সার্দ্ধতিন ফুট। নেপালদেশীয় নিবার জাতি এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

A. Cambell's *Notes on the Musical Instruments of the Nepalese.*

ফুলিয়া (PHULIA, a Nepalese instrument of the caratal-kind made of copper, &c.) নেপালীয়দের করতাল জাতীয় তাম্রাদি ধাতুনির্ম্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্র নেপালীয় নিবার ও পার্ব্বতীয় জাতিদের ব্যবহৃত।

Ibid.

ফোর্ট বীণ (FORT BIEN, the name of a species of piano-forte) একপ্রকার পিয়ানো ফোর্টি যন্ত্রের নাম।

ফ্লটান্টো (FLAUTANTO),

ফ্লটাণ্ডো (FLAUTANDO) বা

ফ্লটিনো (FLAUTINO, *flauto piccolo*, i. e. a small flute) "ফ্লটো পিকলো" অর্থাৎ ছোট ফ্লুটযন্ত্র। "পিকলো" (Piccolo) শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র। এইরূপ "ভায়োলিনো পিকলো" (Violino piccolo) অর্থাৎ ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র, ইত্যাদি।

ফ্লটো (FLAUTO, a species of flute) একপ্রকার ফ্লুট-

যন্ত্র। ইহা সচরাচর কাষ্ঠে নির্ম্মিত হয়, কিন্তু কখন কখন কাচ বা হস্তিদন্তেও গঠিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত বাজিতে পারে। (See ফ্লুট)। ইতালীয়েরা প্রায় "ফ্লুট" মাত্রকেই "ফ্লুটো" কহে।

ফ্লুটো ট্রাভার্সো (FLAUTO TRAVERSO, a traverse, or German flute) জর্ম্মণীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

— ডোল্‌সি (— DOLCE)। (See ফ্লুট আ বেক্)

— পিকলো (— PICCOLO, a small flute) ছোট ফ্লুটযন্ত্র। ইহার স্বর অতিশয় তীব্র।

ফ্লটোন (FLAUTONE, an unused bass-flute) একটী অপ্রচলিত খাদস্বরী ফ্লুটযন্ত্র।

ফ্লাজিওলেট (FLAGEOLET, a wind instrument *à bec*, i. e. with a mouth-piece) একটী ফুৎকার-নলবিশিষ্ট শুষিরযন্ত্র। আমাদের দেশে সানাই প্রভৃতি শুষিরযন্ত্রে এবম্বিধ "মাউথ্-পীস্" (Mouth-piece) অর্থাৎ ফুৎকার-নল সংলগ্ন করিতে হয়। (See ps. 74 and 79)। ফ্লাজিওলেট্‌যন্ত্র কাষ্ঠনলে নির্ম্মিত হইয়া থাকে এবং ইহার স্বর মৃদু অথচ মনোহর। কারল্ এঙ্গেল (Carl Engel) সাহেব বলেন প্রাচীন মেক্সিকীয়েরাও (Mexicans) এই যন্ত্র ব্যবহার করিত।

ফ্লাসিনেট্ (FLASCHINET, a name of flageolet) ফ্লাজিওলেটযন্ত্রের অন্যতর নাম। (See ফ্লাজিওলেট)

ফ্লুজেল্ (FLUGEL, the harpsichord) হার্পসিকর্ড যন্ত্র। (See হার্পসিকর্ড)

ফ্লুট (FLUTE, a wind instrument of considerable celebrity) একটী অতিপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্র। ইহা ইউরোপীয় ঐকতানিকায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দীর্ঘস্থায়ী স্বরের জন্যই ইহার ব্যবহার। এবং ঐকতানবাদ্যের স্বরসঙ্ঘাতের শ্রুতিকটুতা অপনোদন করিয়া শ্রুতিমাধুর্য্যের জন্য ইহাতে গমক (Shakes), আশ (Runs), সকলপ্রকার বিক্ষেপ প্রক্ষেপ (Skips) প্রভৃতি বিভাসিত হইতে পারে। এই যন্ত্র আসিরীয়, প্রাচীন মিসরীয় এবং য়িহুদীদিগের ছিল। কেরিয়া, সাইপ্রস্, আসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশেও ইহা ব্যবহৃত হইত। (See p. 74 and note in the p. 76)। এই যন্ত্র নানাপ্রকার, কিন্তু সাধারণতঃ বি-ফ্লাট (B-flat) ও ই-ফ্লাট (E-flat) এই দ্বিবিধ যন্ত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

— আ বেক্ (— A BEC, a common flute) সাধারণ ফ্লুটযন্ত্র।

— আলেমণ্ডি (— ALLEMANDE, the German flute) জর্ম্মনীয় ফ্লুটযন্ত্র।

— এ চেমিনী (—A CHEMINEE, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। (See ফ্লুট ডি রোসিউ)

— ক্রিউজ (— CREUSE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ফ্লুট ডা'মোর (FLUTE D'MOUR, a species of flute) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

— ডি ফরেট (— DE FORET, a species of wind instrument) এক প্রকার শুষিরযন্ত্র।

— ডি রোসিউ (— DE ROSEAU, a reed flute) একটী নলনির্ম্মিত ফ্লুটযন্ত্র।

— ডি লোর্স (— DE LOURS, a species of wind instrument of the bear-players) ভল্লুকক্রীড়কদের এক প্রকার শুষিরযন্ত্র।

— ডি সুইসি (— DE SUISSE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

— ডিস চাম্প্স্ (— DES CHAMPS, an organ-stop) একটী অর্গ্যানবন্ধনীবিশেষ।

— ডৌসি (— DOUCE, the name of a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষের নাম।

— পেটি (— PETTE, a wind instrument of metal) ধাতুনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

— সাম্পিটর (— CHAMPETRE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ব

বংশী (BANGSHI, a well known wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্র। ইহা বংশখণ্ডে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার নাম (বংশ-ইন্) বংশী

হইয়াছে। মুরলী, সরল,বংশী, লয়বংশী, বেণু প্রভৃতি শুষিরযন্ত্রগুলি বংশীজাতীয়। (See p. 72)

বক (BOCK, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিররযন্ত্র।

বন্দোর (BANDORE, a stringed instrument similar to a lute) ল্যুটযন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার ততযন্ত্র। লণ্ডননিবাসী জন রোস (John Rese) সাহেব কর্তৃক রাজ্ঞী এলিজেবেথের রাজ্যকালে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হয়।

বম্বিক্স (BOMBYX, a species of *chaulumeau* or pipe of the Greeks, spoken of by Aristotle; extremely difficult to play upon on account of its length) এরিস্তোতলের মতে ইহা গ্রীকজাতির একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। দৈর্ঘ্যবশত অতিকষ্টে ইহা বাদিত হইত।

বরু (BARU, a military Turkish wind instrument made of tin) একটী তুরুষ্কদেশীয় টিননির্ম্মিত সামরিক শুষিরযন্ত্র।

W. C. Stafford's *Oriental Music.*

বলৈকা (BALAIKA, a species of stringed instrument mounted with two strings or wires) ইহা একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে দুইটী তন্তু কিম্বা তার সংযুক্ত থাকে। নিবর (Niebuhr) সাহেব বলেন, এই যন্ত্রটী অতিপ্রাচীন এবং রুসীয়, তাতার, আরবীয় ও মৈসরদিগের ব্যবহৃত।

বল্লকী বীণা (BALLAKI BINA, a stringed instrument of the

ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার তত-যন্ত্রবিশেষ। অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে।

বসনেল্লি (BASSANELLI, an ancient wind instrument invented by the celebrated Giovanni Bassini, about the latter end of the sixteenth century) একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুপ্রসিদ্ধ জিওভনি বসিনি কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত।

বাঁশী (BANSHI, the corrupted name of bangshi) বংশী-যন্ত্রের নামাপভ্রংশ। (See বংশী)

বাকিওকলো (BACCIOCOLO, a musical instrument) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। টস্কনি প্রদেশের কোন কোন স্থলে এই যন্ত্র সচরাচর দেখা যায়।

বাগানা (BAGANA, a lyrkeind insrtument common in Abyssinia) আবিসিনিয়াদেশে প্রচলিত লায়ারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দশটী তার যোজিত থাকে। নিউবিয়ার কিসারের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। (See কিসার)

M. Villoteau.

বাঞ্জোর (BANJORE, an African guiter-like stringed instrument) একটী আফ্রিকাদেশীয় গিতার সদৃশ ততযন্ত্র। উক্ত দেশের কোন কোন জাতি এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

W C. Stafford.

বাটিল্লস (BATILLUS, an instrument made of metal)

একপ্রকার ঘনযন্ত্রবিশেষ। আর্মিনীয়জাতি কর্ত্তৃক ধার্ম্মলয়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

বান্দোরা (BANDORA, a species of ancient lute mounted with twelve steel-wires) ইস্পাৎনির্ম্মিত দ্বাদশটী তারযোজিত একপ্রকার প্রাচীন ল্যুটযন্ত্র।

বার্ড্ অর্গ্যান্ (BIRD ORGAN, a small barrel organ) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে পক্ষীর ন্যায় সুমিষ্ট স্বরোদ্গাম হয় বলিয়া ইহার এবম্বিধ নাম হইয়াছে। ফরাসীরা ইহাকে সেরিঁ (Serin) কহেন। এই যন্ত্র জর্ম্মণিদেশে সমধিক প্রচলিত।

বারিটন (BARYTON, the name of a beautiful toned instrument) একটী সুন্দর স্বরবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের নাম। (See ভায়োল ডি বোর্দোঁ)

বার্ব্বিটন্ বা বার্ব্বিটস্ (BARBITON or BARBITOS, a Greek stringed instrument invented by Alcæus or according to some authors by Anacreon) একটী গ্রীক্ তত-যন্ত্রবিশেষ। আল্‌কীয়স্ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত; কিন্তু কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তার মতে আনাক্রিয়ন্ এই যন্ত্রটীর আবিষ্কার করেন। বেকস (Bacchus) নামক দেবতার নামে ইহা উৎসৃষ্ট।

Strabo, Book X. C. 3.

বালাফো (BALAFO, a harmonicunkind stringed instrument of the Mandingos of Senigambia in Africa) আফ্রিকার

অন্তর্গত সেনিগাম্বিয়া প্রদেশবাসী মান্দিঙ্গোস্ জাতির হার্ম্মনিকন্‌জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে ইংরাজদের ডায়াটনিক্ স্কেল (Diatonic scale) অর্থাৎ শুদ্ধস্বরগ্রাম ব্যবহৃত হয়।

বালালাইকা (BALALAIKA, a stringed instrument common in Russia) রুসিয়াদেশে প্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ। চীনদেশীয় সান্‌হিন্ এবং জাপানদেশীয় সাম্‌সীন্ যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য প্রায় একইরূপ। এই যন্ত্র অতি প্রাচীন এবং পূর্ব্বাঞ্চল হইতে ইহার উৎপত্তি। (See p. 40)

বাসূন (BASSOON, a beautiful toned and well known wind instrument used in English concert) ইহা একটী সুন্দর স্বরবিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ এবং ইংরাজি ঐকতানবাদ্যে ব্যবহৃত। ইহাতে পূর্ব্বে কোন কুঞ্জিকা (key) ছিল না; সুতরাং তখন ইহাতে যে সকল স্বর বাজান কষ্টকর বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাকে সর্ব্বদা বাস্ ক্লেফে (Bass clef) বাঁধা হইয়া থাকে। কিন্তু বোকীনবাদকেরা (Bouquin-players) তিন চারি স্বর উপরে বাজাইয়া থাকেন বলিয়া ইহার স্বরগ্রাম সি ক্লেফে অথবা টেনর-ক্লেফে আবদ্ধ হয়। এই যন্ত্র ঐকতানবাদ্যে ভায়োলিন্‌-সেলোর ন্যায় সমান স্বরে বাঁধা হয় এবং সেই শেষোক্ত যন্ত্রের স্বর দ্বিগুণ করিবার জন্য শুষিরযন্ত্র সকলে

বাদনকালে খাদস্বর প্রদান করিয়া থাকে। বাসূনযন্ত্র কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হয়।

বাসেট্ বা বাসেটো (BASSET or BASSETTO, an unused instrument mounted with four strings) চারিতন্তুবিশিষ্ট একটী অপ্রচলিত যন্ত্র।

বাসেট্ হর্ণ (BASSET HORN, an uncommon but beautiful wind instrument made of wood, of the compass of three perfect octaves) একটী অপ্রচলিত, কিন্তু সুচারু শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ইহাতে পূর্ণ ত্রিসপ্তক আবদ্ধ থাকে। ইহাকে দেখিতে একটী বৃহদাকার ক্লারিওনেটের ন্যায় এবং ইহার অগ্রভাগ ঈষৎ বঙ্কিম। ইহা হইতে যে স্বর উদ্গত হইয়া থাকে, তাহা আবর্ত্তল, পুষ্ট এবং মধুর। এই যন্ত্রের স্বর "সোলো-পাসেজেতে" (Solo passeges) অর্থাৎ অনন্যগতসিদ্ধ-বাদনে অধিকতর প্রীতিব্যঞ্জক বোধ হয়। এবং ইহার মনোহারিতা-শক্তি অতি চমৎকার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইংরাজি ঐকতানবাদ্যে ইহার বড় প্রচলন দেখা যায় না।

বাসো (BASSO, the double bass) ডবল বাসযন্ত্র।

বাস্ জীজ (BASS GEIGE, the violincello) ভায়োলিন্ সেলোযন্ত্র।

বাস্ ডবল্ (BASSE DOUBLE, a large sized double bass) বৃহজ্জাতীয় ডবলবাসযন্ত্র।

বাস্ ডি ওবয় (BASSE DE HAUTHBOIS) বা
— ডি ক্রিমোন্ (— DE CREMONE, the ancient French name of fagotto or bassoon) ফাগটো বা বাসূনযন্ত্রের ফরাসী নাম।
— ডি ফ্লুট্ আ বেক্ (— DE FLUTE A BEC, a species of wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষির-যন্ত্র।
— ডি ফ্লুট ট্রাভার্সীর (— DE FLUTE TRAVERSIRE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।
— ডি ভয়োলন্ (— DE VIOLON, the double bass or contre bass) ডবলবাস্ বা কণ্ট্রিবাসযন্ত্র।
— ডি ভায়োলি (— DE VIOLE, the violincello) ভায়োলিন্সিলোযন্ত্র।
— ডি হার্মণি (— DE HARMONI, the ophicleide or tuba) শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা পিত্তলে বৃহদাকারে নির্ম্মিত এবং সামরিক বাদ্য বা পূর্ণ ঐকতানবাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
বাস্ড্রম্ (BASS DRUM, a great military drum) বৃহজ্জাতীয় সামরিক ড্রমযন্ত্র।
বাস্ ফ্লোট (BASSE FLOTE, an ancient wind instrument) একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ।
বাহয়া (BAHYA, a common kettle drum used by the vil-

lagers of India) ভারতবর্ষীয় গ্রাম্যলোকদের একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

বিউঘ (BEAUGH, a Nepalese wind instrument) একটী নেপালীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। নিবারজাতি কর্ত্তৃক ইহা ব্যবহৃত। ইহা দৈর্ঘে নয় ইঞ্চি এবং ...টটী ছিদ্র সমন্বিত।

বিডন্ ডি বাস্ক্ (BEDON DE BASQUE, a small drum with cymbals) করতালযুক্ত ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। অঙ্গুলির আঘাতে ইহা বাদিত হয়। আমাদের দেশের করতালবিশিষ্ট খঞ্জনী যন্ত্রের সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।

বিপঞ্চী বীণা (BIPANCHI BINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। (See p. 35)

বিসেরা (BISSERA, a wind instrument made of pewter) টিন ও সীসধাতুমিশ্রিত উপাদানে নির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

বিসেক্স্ (BISSEX, a guiterkind instrument of twelve strings) দ্বাদশতন্তুবিশিষ্ট গিতারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

বিসেন (BISEN, an oval formed Chinese musical instrument) একটী চীনদেশীয় ডিম্বাকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার ঊর্দ্ধভাগে দুইটী এবং নিম্নভাগে তিনটী ছিদ্র আছে। পীঠ

(Pere Amiot) সাহেব বলেন যে তিন সহস্র পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

বীন (BEEN,) বা

বীণা (BINA, a remarkable and pleasing toned stringed instrument of the Hindoos of the highest antiquity) হিন্দুদিগের অতিপ্রসিদ্ধ ও সুস্বরবিশিষ্ট অতিপুরাতন তত-যন্ত্রবিশেষ। (See ps 4 to 16 and 4th note, p. 47)

বীণাভা (VENABHA, the Singhalese name of bina) বীণা-যন্ত্রের সিংহলীয় নাম।

বুক্সিনম্ (BCUCEINUM, a species of military instrument of the ancient Romans) প্রাচীন রোমকদের একপ্রকার যুদ্ধযন্ত্র।

বক্সিনা (BUCCINA, a Hebrew-wind instrument made of sheep horn &c.) একটী হিব্রুজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। মেষশৃঙ্গ বা অন্যান্য পশুশৃঙ্গে ইহা নির্ম্মিত। য়িহুদীরা এই যন্ত্র মিসর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।

Padre Martini.

বুনি (BUNI, a harpkind Egyptian instrument) একটী হার্প জাতীয় মিসরদেশীয় যন্ত্রবিশেষ। ইহাকে “ বেণ ” (Ben) বা বেণি (Beni) বলে। (See p. 16)। কোন কোন পুস্তকে এই যন্ত্রের নাম “ তেবুনি ” (Tebuni) এইরূপ লিখিত আছে, কিন্তু ‘ তে ’ অব্যয় শব্দমাত্র।

Description de l'Egypte.

বৃহড্‌ড্রম (GREAT DRUM, a well-known European military, instrument of percussion) একটী সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। এবম্বিধ যন্ত্র আমাদের দেশের জগঝম্প, দুন্দুভি প্রভৃতির ন্যায়। (See জগঝম্প and দুন্দুভি)। এরূপ যন্ত্র মিসরে এবং আসিরিয়া প্রভৃতি আসিয়ার অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে।

বেঃ (BEH, a Nepalese wind instrument made of reed) একটী নলনির্ম্মিত নেপালদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে সাতটী ছিদ্র আছে।

বেকেন (BECKEN, an instrument of percussion of the ancient Greeks and Hebrews) প্রাচীন গ্রীক এবং হিব্রুদিগের একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

বেকো পোলাক্কো (BECCO POLACCO, the Italian name of the large bag-pipe) বৃহদ্ব্যাগ্‌পাইপের ইতালীয় নাম। ইতালীর কোন কোন স্থলে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বেড়িগোদীয়া (BERRIGODEA, a species of long drum common in Ceylon) সিংহলীয়দের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটী কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং মুখদ্বয় হরিণচর্ম্মাচ্ছাদিত। উল্লিখিত ব্যক্তিরা হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাজাইয়া থাকে।

John Davy's *Music of Ceylon.*

বেণ্টবা (BENTWA, an African stringed instrument made of a flexible stick) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। একটী স্থিতিস্থাপকগুণপেত যষ্টিকে ধনুরাকারে বক্র করিয়া তাহার একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত একখণ্ড বেত্রত্বক টানিয়া বাঁধিতে হয় এবং ওষ্ঠাধরে চাপিয়া একটী শলাকাদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

W. C. Stafford.

বেরি (BERI) । (See বেড়িগোদিয়া)। আমাদের "ভেরী" যন্ত্র সিংহলে এই নামে অভিহিত। (See p. 105)

বেল (BELL, a well-known instruemnt of percussion made of metal) একটী ধাতুনির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্র। ইহা পুরাকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ শুভকর্ম্ম সম্পাদনের জন্য ইহার ব্যবহার হয় বলিয়া ইহাকে মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে। হিন্দুরা ইহাকে ঘণ্টা কহে। (See ঘণ্টা)। লাদাক (Ladak) দেশীয় বৌদ্ধপুরোহিতদের নিকট এই যন্ত্র দ্রিল্‌বু (Drilbu) বলিয়া অভিহিত এবং পৌরহিত্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ বড় বড় ঘণ্টা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্মমন্দিরে (Church) ব্যবহৃত হয়। তাহার নাম "চর্চ বেল্" (Church-bell)। (See জয়ঘণ্টা)। চীন প্রভৃতি দেশেও ইহার সবিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

বোকীন (BOUQUIN, a rude instrument) একপ্রকার গ্রাম্যযন্ত্র। গোপালকদিগের দ্বারা ইহা ব্যবহৃত। পূর্ব্বে এই যন্ত্র ঐকতান-বাদনে প্রচলিত ছিল।

বোজেন্ ফ্লুজেল্ (BOGEN FLUGEL, a clavier or keyed instrument, played with bow, invented in the year 1757) একপ্রকার সকুঞ্জিক বাদ্যযন্ত্র। ইহা ধনুর্দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

বোনাঙ্গ (BONANG, an instrument of percussion of the Japanese) যাবাবাসীদের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

বোন্দা (BONEDAH, a Burmese instrument of percussion) একপ্রকার ব্রহ্মদেশীয় আনদ্ধযন্ত্র। ইহাতে ভিন্নাকারের কতকগুলি ঢকা সংলগ্ন থাকে। বাদকেরা সবলে সেইগুলি বাজায়।

W. C. Stafford.

বোম্বার্ডন (BOMBARDON, a musical instrument) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। "ওফিক্লিড" (Ophicleide) বা "বাস্ ডি হার্মনি" (Bass de harmoni) এবং এই যন্ত্র একইরূপ।

বোম্বার্ডি (BOMBARDE) বা

বোম্বার্ডো (BOMBARDO, an ancient wind instrument of hauthdoy-kind) ওবয়জাতীয় একপ্রকার প্রাচীন শুষির-যন্ত্র।

বোলো (BOULOW, an African stringed instrument of the

harpkind) একটী হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আফ্রিকার অন্তর্গত গিনি-উপকূল ও সেনিগাম্বিয়াবাসী কাফ্রিরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার আর একটী নাম ওম্বাই (Ombi)। (See ওম্বাই)। লতা অথবা মূলদ্বারা ইহার তার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ব্যাং (BANG, an Indian musical instrument for children) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় বাদ্যযন্ত্র। একটী ছোট পাতলা মৃত্তিকাপাত্রের মুখভাগ টেঁপাম স্তের চর্ম্মে আচ্ছাদন করিয়া তাহার মধ্যভাগে একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র করিতে হয়। একগাছি একপ্রান্তে ক্ষুদ্র শলাকাবদ্ধ অশ্বপুচ্ছ তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া একটী চিক্কণ বেত্রখণ্ডে উহার অপর প্রান্ত আবদ্ধ করত ঘুরাইলে এই যন্ত্র হইতে একপ্রকার শব্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘুরাইবার সময় বেত্রসংলগ্ন অশ্বপুচ্ছের প্রান্তভাগ কিঞ্চিৎ শিথিল রাখিয়া জলদ্বারা সিক্ত করিতে হয়।

ব্যাগ্-পাইপ্ (BAG-PIPE, a species of ancient wind instrument) একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র। যদিও ইহা এক্ষণে সমধিক ব্যবহৃত হয় না বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে আসিয়ার সকল দেশে এবং মিসরে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। উত্তমরূপ অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হওয়া গিয়াছে যে, এই যন্ত্র খৃষ্টের জন্মপরিগ্রহের পূর্ব্বেও আসিয়ায় ব্যবহৃত হইত। টার্স্স্ ও গিলিসিয়ার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে এবম্বিধ কতকগুলি যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে;

সুতরাং ইহার প্রাচীনত্বসম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ করা যাইতে পারে না। হিন্দুগণ এই যন্ত্রকে "তিত্তি" (Titty) বা "তৌর্ত্তি" (Tourti) কহেন। (See p. 86 and তিত্তিরী or তিত্তিরী)। এই যন্ত্র পারস্যদেশে "নে আম্বানা" (Nei ambana) এবং মিসরদেশে "জুক্কোয়ারা" (Zouqquarah) বলিয়া অভিহিত। (See নে আম্বানা and জুক্কোয়ারা)

ব্যুগল (BUGLE, a well-known European military wind instrument of shrill sound) একটী তীব্রস্বরবিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা পিত্তলদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। সৈন্যদিগকে, বিশেষতঃ অশ্বারোহী সৈন্যগণকে দূরাহ্বান অথবা যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইবার জন্য নিনাদিত হইয়া থাকে। ইহাতে সি, জি, সি, ই, জি, ই (C, G, C, E, G, E) অর্থাৎ সা, প, সা, গ, প, গ এই সকল স্বরই নির্গত হয়। ইহা অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ব্যুগলযন্ত্রে সাতটী চাবি থাকে। ইংলণ্ডে তাহাকে "কীড্ ব্যুগল" (Keyed Bugle) বলে। (See কীড্ ব্যুগল)। ফ্রান্সদেশে এই যন্ত্র "কর্-আ-ক্লেফ্স্" (Cor-a-clefs) বা "ট্রুম্পেট্ আ ক্লেফ্স্" (Trumpette a clefs) নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের "রণশৃঙ্গ" যন্ত্রের সহিত ব্যুগলযন্ত্রের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধ আছে। (See p. 84)

ব্রাট্‌সি (BRATCHE, the German name of viola or tenor viola) ভায়োলা বা টেনর ভায়োলাযন্ত্রের জর্ম্মণীয় নাম।

ব্লক-ফ্লুট (BLOCK FLUTE, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

ব্ল্যাডার্ এণ্ড ষ্ট্রীং (BLADDER AND STRING, a stringed instrument of the rustics) গ্রাম্যদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহা হইতে অধিকাংশ খাদস্বরই নির্গত হয়।

ভ

ভল্‌গা (VOLGA, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

ভায়িলি (VIELEE, the hurdy-gurdy) হার্ডি-গার্ডিযন্ত্র। (See হার্ডি-গার্ডি)

ভায়োলঞ্জেন্ (VIOLUNGEN, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ।

ভায়োল্ ডা'মোর (VIOL D'MOUR, an instrument of the violinkind) একটী বাহুলীনজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

ভায়োলন্ বা কণ্ট্রা ভায়োলন্ (VIOLON or CONTRA VIOLON, the double bass or contra basso) ডবল বাস্ বা কণ্ট্রা বাসোযন্ত্র।

ভায়োলনো (VIOLONO, the double bass) ডবল্‌বাস্-যন্ত্র।

ভায়োলন্সিলি (VIOLONCELLE) বা

ভায়োলন্সিলো (VIOLONCELLO, a well known stringed instrument) একটী সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। টারডু (Tardieu) নামক জনৈক ফরাসী যাজক কর্ত্তৃক এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। তিনি গত শতাব্দীর প্রথমভাগে টারাস্কন্ (Tarascon) প্রদেশে বাস করিতেন। সেই সময়ে এই যন্ত্রের পাঁচটীমাত্র তন্তু ছিল। কিন্তু, বোধ হয়, পঁচিশ বৎসর পরে বরডট্ (Berdaut) দ্বারা ইহাতে আর চারিটী তন্তু সংযুক্ত হইয়াছে। জর্ম্মণিদেশে ইহাকে ভায়োলন্সেল (Violoncell) কহে। ইংলণ্ডের অপভাষায় ইহার নাম বাস (Bass)।

ভায়োলা (VIOLA) বা

— ডা ব্রাসিও (— DA BRACCIO, the tenor violin) টেনর ভায়োলিন্ অর্থাৎ মধ্যস্বরী বাহুলীনযন্ত্র।

— ডি আমোর (— DE AMOUR, a beautiful stringed instrument) একটী সুন্দর ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা সাধারণ ভায়োলার ন্যায় লম্বা। ইহাতে ছয়টী তন্তু এবং চারিটী রৌপ্যতার সংবদ্ধ থাকে। এক্ষণে ইহার বড় প্রচলন নাই।

— ডি গাম্বা (— DE GAMBA, an uncommon stringed instrument) একটী অপ্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার ভায়োলন্সেলোর ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ, অধিক সানুনাসিক এবং ক্ষীণস্বর। ইহাতে ছয় কিম্বা সাতটী তন্তু সংযোজিত থাকিত। এই

যন্ত্র সৃষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ডদেশে ব্যবহৃত হয় এবং তথায় বহুদিন পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সি, এবেল (C. Abel) নামক একজন ব্যক্তি এই যন্ত্রবাদনে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার ব্যবহার কমিয়া আসিয়াছে। ফরাসী ভাষায় ইহার নাম " বাস্ ডি ভায়োল্ " (Bass de viole) ।

ভায়োলা ডি বোর্দোঁ। (VIOLA DE BORDONE, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

ভায়োলিন্ (VIOLIN, a well-known stringed instrument) একটী সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইহা ঐক্যতান (Orchestra) প্রভৃতি বাদ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে চারিটী মাত্র তন্ত্র সংযোজিত হয়। উক্ত চারিটী তন্ত্র হইতে চারিটী মুক্ত স্বর (Open notes) বিনির্গত হইয়া থাকে। এবং উক্ত তন্ত্র চতুষ্টয়ের বিভিন্ন স্থানে অঙ্গুলিদ্বারা চাপিত হইলে যে সকল স্বর নির্গত হয়, তাহাদিগকে উক্ত স্বরচতুষ্টয়ের বিরুদ্ধে বদ্ধস্বর (Stopped notes) বলে। অঙ্গুলি চাপনের চাতুর্য্যানুসারে এই যন্ত্রে দ্বি-স্বর, ত্রিস্বর, চতুঃস্বর পর্য্যন্তও নিঃসারিত হইতে পারে। তাহাকে ইংরাজীতে " কর্ড " (Chord) এবং আমাদের দেশে স্বরসমষ্টি বা স্বরসংযোগ বলে। ফিটিস্ (Fetis), সনেরাট (Sonnerat) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় সঙ্গীতগ্রন্থলেখকগণ বলেন যে, পঞ্চ সহস্র বৎসর অতীত হইল লঙ্কাধিপতি রাজা রাবণ " রাবণাস্ত্র "

নামে যে একটী ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র স্বনামে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই ইউরোপীয় "ভায়োলিন্" যন্ত্র তাহারই অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে। (See p. 67)। ইউরোপের মধ্যে প্রথমে ইতালীদেশীয় স্ত্রাডিভেরি এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু এই যন্ত্র তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষ ও আসিয়ার অন্যান্য দেশে প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় "রবাব", চীনদেশীয় "উরহীন্" ও জাপানদেশীয় "কোকিউ" এ সকল একজাতীয় যন্ত্র। (See উর্হীন, কোকিউ and p. 26)

ভায়োলিনো (VIOLINO, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র।

ভায়োলিনো পিকলো (VIOLINO PICCOLO, small violin) ক্ষুদ্র বাহুলীনযন্ত্র।

ভায়োলিন্সেলো (VIOLENCELLO)। (See ভায়োলিন্সিলো)

ভায়োলেটা (VIOLETTA, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে তিন হইতে ছয়টী পর্য্যন্ত তন্ত্র যোজিত থাকে। ইহার আর একটী নাম "সপ্রেণো" (Soprano)।

ভার্জ্জিনেল (VIRGINAL, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম 'স্পিনেট্' (Spinet)। (See p. 47; 3rd note in the same and স্পিনেট্)

ভিসাণ্ডশ্চি (VISSANDSCHI, a wind instrument of the Negros) নিগ্রোদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

ভেঁপু (BHENPU, a wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা তালপত্র প্রভৃতিতে নির্ম্মিত হয়। বালকেরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে।

ভেরী (BHERI, an ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। অধিকন্তু একপ্রকার শুষিরযন্ত্রেরও নাম ভেরী। (See p. 85)

ম

মঞ্জিরা (MANJIRA, a name of mandira) মন্দিরা যন্ত্রের অন্যতর নাম। (See মন্দিরা)

মড্ডু (MADDU, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুজাতির একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র। অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে।

মধুকরী (MADHUKARI, a wind instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র বিশেষ।

মনুএল্ বা মোনলস্ (MANUALE or MANAULOS, a wind instrument of the ancient Egyptian instrument in the from of a bull's-horn) প্রচীন মৈসরদিগের বৃষ-শৃঙ্গাকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

মনোকর্ড (MONOCHORD, a stringed instrument mounted with one string) একতন্তুবিশিষ্ট একপ্রকার ততযন্ত্র। স্বরের উচ্চনীচতার নিয়ম পরিষ্কাররূপে বুঝাইবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মন্দর (MANDORA, a lutekind stringed instrument) একটী ল্যুটজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য ১৮ ইঞ্চি এবং ইহাতে চারিটী তন্তু যোজিত থাকে।

মন্দিরা (MANDIRA, small castanets of the Hindoos made of metal) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। সঙ্গীতের তাল নিরূপণার্থ ব্যবহৃত হয়। এই যন্ত্র করতালজাতীয়। (See করতাল)। কিন্তু ইহা সভ্যযন্ত্রের অন্তর্গত।

মরব্বা (MARABBA, a species of stringed instrument of the Arabs) আরবদিগের একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার তুম্বীপট্টে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক অশ্বপুচ্ছ আবদ্ধ করিতে হয়।

মর্দ্দল (MARDDALA, a rude instrument of percussion of the Hindoos used by the hill-tribes) হিন্দুদিগের একপ্রকার গ্রাম্য আনদ্ধযন্ত্র। ইহা সাঁওতাল প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতিদের ব্যবহৃত। এই যন্ত্রটী প্রাচীন ও মৃদঙ্গের অনুকরণে সৃষ্ট হইয়াছে। (See p. 96)

মহতী বীণা (MAHATIBINA, a most ancient and well-known stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদি-

গের অতিপ্রাচীনতম এবং অতিপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 3)

মাকালাথ্ (MACHALATH, a flutekind wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদিগের বংশীজাতীয় শুষিরযন্ত্র-বিশেষ। বাইবেলধৃত গীতাবলির (Psalms) মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে ইহা অভিনয়বিশেষের নামমাত্র। য়িহুদীদিগের "গিটিথ্" যন্ত্রসম্বন্ধেও এইরূপ দ্বিমত। (See গিটিথ্)

মাকোল (MACHOL, a flutekind wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদিগের বংশীজাতীয় একটী শুষিরযন্ত্র। সে দেশের নৃত্যকালে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু কাহার কাহার মতে ইহা উক্ত দেশের নৃত্যবিশেষ।

Carl Engel

মাগাদিস্ (MAGADIS, a stringed instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মিসরীয়দের একপ্রকার ততযন্ত্র বিশেষ। কেহ কেহ বলেন ইহা শুষিরযন্ত্র। মাগাদিস্, নাব্লা, শম্বুকা বার্ব্বিটন প্রভৃতি মিসরীয় যন্ত্র সমূহ যদিও মিসরের, তথাপি ইহারা বিদেশীয় নামধারী। এই সকল এবং আসিয়াস্থ অন্যান্য যন্ত্রবিষয়ে শিক্ষা করিবার জন্য পিথাগোরস্ (Pythagorus) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিতগণ মিসরের অভ্যুদয়কালে সে দেশে গিয়াছিলেন। বলিতে কি, ইউরোপীয় সঙ্গীতের অধি-

কাংশ আসিয়াস্থ ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে নীত হইয়াছে। ইউরোপীয় সঙ্গীতকুতূহলী পণ্ডিতগণ এ কথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া থাকেন।

Carl Engel.

মাগাস্ (MAGAS, an ancient Egyptian musical instrument) একটী প্রাচীন মিসরীয় সঙ্গীতযন্ত্র। (See মাগাদিস্)

মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা (MAGREPA or MAGREPHA, a bag-pipekind wind instrument of the Hebrews) য়িহুদী-দের ব্যাগ-পাইপজাতীয় দ্বিনল যন্ত্রবিশেষ। (See p. 88)

মাঘল (MAGHOL, a species of Hebrew stringed instrument) একপ্রকার য়িহুদীয় ততযন্ত্র। (See মাচল)

মাচল (MACHOL, or MACHUL, a Hebrew stringed instrument mounted with eight strings) একটী য়িহুদী জাতীয় অষ্টতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

মাটালান (MATALAN, a small flute of the American-Indians) আমেরিকীয় ইণ্ডীয়দের একপ্রকার ক্ষুদ্র ফ্লুটযন্ত্র। বেয়াডিয়র (Bayadere) নামক নৃত্যে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

মান্ট্রোমেল্ (MANTROMMEL, a German stringed instrument) একটী জর্ম্মণীয় ততযন্ত্রবিশেষ। কিন্তু

নামগত সাদৃশ্য ধরিতে গেলে ইহা আনদ্ধজাতীয় যন্ত্র-বিশেষকে বুঝাইয়া থাকে।

মাণ্ডোলা (MANDOLA, a flat-sounded guiter) কোমল-স্বরী গিতারযন্ত্র।

মাণ্ডোলিন্ বা মাণ্ডোলিনো (MANDOLINE, or MANDOLINO, a guiterlike stringed instrument with fretts) গিতারের ন্যায় সারিকাযুক্ত ততযন্ত্র। আমাদের রুদ্র-বীণার সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। (See p. 28)। এই যন্ত্রকে বেহালার ন্যায় সুরবদ্ধ করিতে হয়।

মাফ্রাকিথা (MAFRAKITHA, a species of Hebrew wind instrument) একপ্রকার য়িহুদীদের শুষিরযন্ত্রবিশেষ। (See মাস্রোকিথা বা মাস্রাকিতা)

মারাউয়ে (MARAOUEH, an Egyptian instrument of metal) একপ্রকার ঘনযন্ত্র। একখানি রৌপ্যনির্ম্মিত চক্রে তাম্রগঠিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা সংযোজনপূর্ব্বক ইহা নির্ম্মিত হয়। মিসরীয় কপ্ট্ (Copt) নামক খৃষ্টধর্ম্মা-বলম্বীরা শুভকর্ম্মে এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

মারিম্বা (MARIMBA)। (See আম্বিরা)

মারোক্ (MAROUCH)। (See ম্যাম্)

মার্লাইন্ (MERLINE, a small organ, invented for the purpose of teaching black birds) একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিগণের স্বরশিক্ষাবিধায়ক যন্ত্র।

মাস্রোকিথা বা মাস্ত্রাকিতা (MASCHROKITHA or MASTRACHITA, an ancient Hebrew wind instrument like the ancient Egyptian *syrinx* and modern *pandean-pipes*) প্রাচীন মিসরীয় সিরিঙ্কস্ এবং আধুনিক পাণ্ডিয়ান্ পাইপ্স্ যন্ত্রের ন্যায় একটী প্রাচীন য়িহুদীয় শুষির-যন্ত্র। সাতটী নল একটী বাক্সের মধ্যে পার্শ্বাপার্শ্বি স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ইহার একটী মুখ, সেই মুখে ফুৎকার দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

Danniel, iii. 5, 7, 10 and 15.

মিঙ্গিনিম্ (MINGHINIM, a stringed instrument of the Hbrews) য়িহুদীদের একটী তন্তযন্ত্রবিশেষ। কার্চার (Kircher) সাহেবের মতে বাহুলীনের ন্যায় ধারণদণ্ড-বিশিষ্ট একখণ্ড কাষ্ঠে কতকগুলি তাম্র এবং কাষ্ঠ-গুটিকা সংস্থাপনপূর্ব্বক শোণ-রজ্জু এবং লৌহ-শৃঙ্খ-লিকাবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত করিতে হয়। বাদনকালে সেই সকল গুটিকা হইতে পরিষ্কার এবং উচ্চস্বর সমুৎপন্ন হইয়া থাকে।

মিনিম্ (MINNIM)। (See মাকানাথ্)

মির্ (MIR, a species of wind instrument) ট্রম্পেট্ যন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা কখন কখন চারি গজ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং ইহাতে উচ্চ ও তীব্রস্বর নির্গত হইয়া থাকে। যদিও বন্যজন্তুদিগকে ভয়প্রদর্শ-

নের নিমিত্ত ইহার ব্যবহার, তথাপি ইহার স্বরমাধুর্য্য অনেকটা আছে। সুইদিশ রাখাল-রমণীরা ইহা ব্যবহার করে।

মিস্রোকিথা (MISCHROKITHA)। (See মাস্রোকিথা বা মাস্ত্রাকিতা)

মুরজ (MURAJA, an ancient instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র। মৃদঙ্গের সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বস্তুত, ইহাকে মৃদঙ্গ বলা যাইতে পারে। (See p. 96)

মুরলী (MURALI, a most ancient and wellknown wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী অতি প্রাচীন এবং অতিপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ। (See p. 75)। ইহা সচরাচর অখণ্ডিত বংশনলে নির্ম্মিত এবং আটটী ছিদ্র সমন্বিত। এই যন্ত্রটী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়তম।

মুসেট (MUSSETTE, a wind instrument like a small bag-pipe) ক্ষুদ্র ব্যাগ্‌পাইপের ন্যায় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

মৃদঙ্গ (MRIDANGA, a wellknown and *most ancient* instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী সুপ্রসিদ্ধ এবং অতিপ্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 9)। অমরকোষে অঙ্ক্য, আলিঙ্গ, ঊর্দ্ধক প্রভৃতি আরো কয়প্রকার মৃদঙ্গের উল্লেখ আছে।

মেৎজিলোথ, (METHZELOTH, a symbalskind instrument

of the Jews) য়িহুদীদের সিম্বলজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (See জেল্‌জেলিম্‌)

মেজ্জোফোর্টি (MEZZOFORTE, a species of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

মেট সাঙ্গ্‌ (MET SANG, a Persian instrument with two strings) একটী পারস্যদেশীয় দ্বিতন্ত্রবিশিষ্টযন্ত্র।

মেৎজিল্‌থিম্‌ (METHZILTHIM, a musical instrument of the Jews) য়িহুদীদের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। (See জেল্‌জেলিম্‌)

মেনানিম্‌ (MENAANIM, a systrumkind musical instrument of the Hebrws) য়িহুদীদের সিস্ত্রমজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। বাইবেলধৃত দ্বিতীয় সামুয়েল্‌ নামক পরিচ্ছেদের ৬ষ্ঠ, অধ্যায়ের ৫ম, পঁক্তিতে এই যন্ত্রের উল্লেখ আছে।

মেনিকর্ড (MANICHORD, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ((See স্পিনেট্‌)

মেরিন্‌ ট্রম্পেট্‌ (MARINE TRUMPET, a rude instrument with a long neck, mounted with only one string) একটী গ্রাম্য ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার ধারণদণ্ড দীর্ঘ এবং ইহাতে একটীমাত্র তন্তু যোজিত থাকে।

মেলোডিকন্‌ (MELODICON, a species of musical instrument) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। কোপনহেগেন নগরনিবাসী রিফেল্‌ (Riffel) নামক জনৈক ব্যক্তি

দ্বারা নির্ম্মিত। ইহাতে যে প্রকার কতকগুলি ধাতুর আকুঞ্চিত রেখা (Bars) আছে, তদ্দ্বারাই শব্দ নির্গত হয়।

মেলোডিকা (MELODICA, a clavier instrument) একটী চাবিযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে জে এ, ষ্টীন্ (J. A. Stien) কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত।

মেশেক (MESHEK, a wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইউরোপীয় কেলটিক জাতির ব্যাগপাইপের ন্যায় ইহার আকার। রাজপুতেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

Music by Lieut-Col James Tod.

From Annals and Antiquities of Rajast'han.

মেস্কল (MESCAL, a Turkish wind instrument) একটী তুরুস্কদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। তেইশটী অসমান বেত্রনলদ্বারা ইহা নির্ম্মিত এবং ফুৎকারের কৌশলে ইহাতে তিনপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন স্বর সমুদ্গত হয়।

মোনলো (MONAULO, a wind instrument of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রিকদিগের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। কেহ কেহ বলেন ফ্রিজিয়া (Phrygia) দেশ হইতে কাদোমসের (Cadomus) স্ত্রী হার্ম্মণিয়া (Harmonia) এই যন্ত্র আনয়ন করেন। কিন্তু অন্য পণ্ডিতগণ বলেন, মিনার্ভাদেবী (Minerva) ইহার সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মোহাল্লী (MOHALLI, a Nepalese flageolet) নেপালদেশীয় নিবারজাতির শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ম্যাম্ (MAM, a wind instrument of the ancient Egyptians, of the bag-pipekind) প্রাচীন মিসরীয়দের ব্যাগ-পাইপজাতীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহা মিসরীয় রমণী-দের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। বৃটিশ মিউজিয়মে একটী ঈদৃশ যন্ত্রবাদিকার প্রতিকৃতি স্থাপিত রহিয়াছে।

An account of Manners and Customs of the Modern Egyptians, by, E. W. Lane. 5th Edition. London, 18..

য

যশঃপটহ (JASHAHPATAHA, an ancient instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র। যুদ্ধে জয়লাভের পর জয়ীপক্ষ হইতে এই যন্ত্র বাদিত হইত। অমরকোষে ইহার উল্লেখ আছে।

যোড়ঘাই (JORRGHY, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। (See p. 103)

র

রঙ্গ বা লুয়ঙ্গ (RONGO or LUONGO, a species of hunting horn common in Africa) আফ্রিকায় প্রচলিত এক-প্রকার শিকার-শৃঙ্গ।

রবণ (RABANA, a most ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের অতিপ্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ।

ইহাও রাবণাস্ত্রের ন্যায় ধনুর্যোগে বাদিত হইত। (See রাবণাস্ত্র বা রবণাস্ত্রম্)। এই যন্ত্র যে পরে পারস্যদিগের প্রসিদ্ধ "রবাব্" এবং পরিশেষে "রেবেব্" ও "রেবেক্" হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইহা হিন্দুদিগের "অমৃত" (Omrito) নামক আর একটী প্রাচীন ততযন্ত্রের ন্যায়। (See অমৃত)। এই উভয় যন্ত্র এবং "রাবণাস্ত্র" আরবদেশীয় প্রসিদ্ধ "কেমান্‌গে আ গুজ্" ও "রেবাব্" যন্ত্রের সদৃশ। ইহাদের আকারসাদৃশ্য দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, কেমান্‌গে আ গুজ যন্ত্র উহাদের আকারদর্শনে নির্ম্মিত হইয়াছে। (রু+অন= রবণ) এইরূপে ইহা সিদ্ধ হইয়াছে।

M. Fetis.

রবরী (REBELLE, a species of stringed instrumen) এক-প্রকার ততযন্ত্র।

রবাব (REBAB, a wellknown and ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম রুদ্রবীণা। (See p. 26)। কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্রটী পারস্য-দেশীয়, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় উহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ রবাব্ শব্দে 'রব করোতি যঃ স ইতি রবাব' এই ব্যুৎপত্তিই সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের আকারসাদৃশ্য রবণের ন্যায়। হিন্দুরবাব

পূর্ব্বে ধনুর্যোগে বাদিত হইত। কিন্তু এখন পারস্য-দেশীয়েরা ও আরবীয়েরা অঙ্গুলিত্র দিয়া বাজাইয়া থাকেন। ইহা যে ধনুর্দ্বারা বাজান যায় না এমন নহে। ক্রফোর্ড (Crawford) সাহেব বলেন, ভারতীয় মহাসাগরস্থ দ্বীপমালাবাসীরা ধনুর্দ্বারা এই যন্ত্রের বাদন-ক্রিয়া সম্পন্ন করে। স্বরবীণার সহিত রবাব্‌যন্ত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। (See ps. 52 and 67)

Crawford's *Indian Archipelago.*

রলান্টি তাম্বুরো (RULLANTE TAMBURO, a smal military drum) একটী ছোট সামরিক ঢক্কাবিশেষ।

রসিগ্‌নল্ (ROSSIGNOL, a little instrument for immitating the warbling of a bird) পক্ষিবিশেষের স্বরানুকরণার্থ একপ্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্রবিশেষ।

রাকেট বা রাঙ্কেট্ (RACKETT or RANKETT, an extremely old wind instrument, made of wood) অতি-প্রাচীন কালের একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

রাঙ্কুয়েট্ (RANQUET, a wind instrument) একটী শুষির-যন্ত্রবিশেষ।

রান্‌নান্ (RAN-NAN, an instrument of metal of the Siamese) [illegible] ঘনযন্ত্র।

রাপেল্ (RAPPEL, a musical instrument of the Egyptians similar to the great drum) বৃহৎঢক্কার ন্যায় একপ্রকার মিসরীয় বাদ্যযন্ত্র।

রাবণ (RABANA, a species of kettle drum used in India) ভারতবর্ষপ্রচলিত একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

J. F. Danneley.

রাবণাস্ত্র বা রাবণাস্ত্রম্ (RABANASTRA or RABANASTRAM, a most ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী অতিপ্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ। ধনু দিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইত। কথিত আছে, এই যন্ত্র সিংহলাধিপতি প্রবলপ্রতাপ রাবণ কর্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহা তাঁহার নামে খ্যাত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ "রেবাব্" যন্ত্রের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। হিন্দুদিগের "রাবণ" ও "রবণ" এ উভয় প্রাচীন [illegible] এবং এক ব্যুৎপত্তিসিদ্ধ [illegible] ফেটিস্ (M Fetis) সাহেব বলেন যে, [illegible] এই যন্ত্রের [illegible] (See p. 67 and 1st note in the p 69)

রাবণি (RABANI, an instrument of percussion of the Singhalese) সিংহলীয়দের এ[illegible] আনদ্ধযন্ত্র। উহাদের কোন কোন আনদ্ধযন্ত্রে ঘণ্টিকা সংলগ্ন থাকে, কিন্তু ইহাতে তাহা নাই। বাদকেরা বামহস্তে ধারণ করিয়া দক্ষিণ করে এই য[illegible]জাইয়া থাকে। বিশেষতঃ সিংহলদ্বীপের [illegible] জন স্ত্রীলোক ইহাকে ভূতলে স্থাপন করিয়া বাজা[illegible]। বোধ হয় লঙ্কাবাসীরা

রাবণপুত্র (রাবণ + ষ্ণি = রাবণি) অর্থাৎ মেঘনাদের নামে এই যন্ত্রের নামকরণ করিয়াছে। (W. C. Stafford) কোন কোন ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিত বলেন যে, আফ্রিকাদেশের নিগ্রোদিগেরও এই নামে একবিধ আনদ্ধযন্ত্র আছে।

রিগল বা রিগেল্ (RIGOL or REGALE, an ancient musical instrument) একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। কতকগুলি ভিন্নাকারের কাষ্ঠখণ্ডে উহা নির্ম্মিত হইয়া হস্তিদন্তের বর্ত্তুলশির্ষক যষ্টির আঘাতে বাদিত হইত।

রিগাবিলম্ (RIGABILUM, a very [illegible]l instrument) একটী অতিপ্রাচীন বাদ্যয[illegible] Du Cange) মতে এই যন্ত্রটী অর্গ্যানযন্ত্রের সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মালয়ে কণ্ঠস্বর সহযোগে ব্যবহৃত হইত।

রিল্চ (RILCH, a species of Russian lute) একপ্রকার রুসদেশীয় ল্যুটযন্ত্র।

রিলেক্ (RILEK, a Russian stringed instrument resembling the lyre) লায়ারযন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার রুসীয় তত যন্ত্র।

রীসেন্ হার্ফি (RIESEN HARFE, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র।

রুঞ্জা (RUNJA, an ancient Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্র।

রুবেব্ (RUBEBE, a rebab-like stringed instrument, but mounted with one or two strings) একটী রবাবের ন্যায় ততযন্ত্র, কিন্তু ইহাতে এক বা দুইটীর অধিক তন্ত্র থাকে না। (See ps. 27 and 28)

রুয়ানা (RUANA, the corrupted name of rabana) রবণ-যন্ত্রের নামাপভ্রংশ।

[illegible] (REBEC, an oriental trebab) পূর্ব্বাঞ্চলীয় রবাব পুরাকালে ইউরোপীয় ধর্ম্মার্থ যোদ্ধৃগণ কর্ত্তৃক জেরু-সালম হইতে উক্ত যন্ত্র ইউরোপে নীত হয়। নীত হইবার পূর্ব্বে ইহার নাম "রেবেব" (Rebebbe) ছিল। কিন্তু পরে ইহার তন্ত্রসংখ্যার এবং অন্যান্য বিষয়ের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়া, এখন গ্রাম্য-দিগের বাদ্ধলীনজাতীয় যন্ত্রবিশেষ (Rustic fiddle) [illegible] " নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

[illegible] ROTE or ROTA, a species of European [illegible] একপ্রকার ইউরোপীয় ততযন্ত্র।

রোশনচৌকী (ROWSHANCHOWKI, a wellknown wind instrument common in India and Persia) ভারতবর্ষ ও পারস্যদেশে প্রচলিত একটী সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ। (See p. 81)

রোশনচৌকী সর্ণা (ROWSHANCHOWKI SURNA)। (See রোশনচৌকী)

র‍্যাটল্ (RATTLE, an African musical instrument) এ-

কটী আফ্রিকাদেশীয় বাদ্যযন্ত্র। একটী তুম্বীর ভিতর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড পূরিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহা আমাদের দেশের ঝুমঝুমীর ন্যায়।

ল

লঙ্গো বা এম্বাঙ্কিস (LONGO or EMBANKIS, an instrument of metal common in Congo) একপ্রকার ঘনযন্ত্র। একখণ্ড ধনুকাকার পিত্তল তারে দুইটী ক্ষুদ্র লৌহ-ঘণ্টা আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। কঙ্গোদেশীয় উচ্চবংশীয়েরা দুইটী ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন।

লটি (LAUTE, the German name of lute) ল্যুটযন্ত্রের জর্ম্মণীয় নাম।

লাপা (LAPA, a wind instrument of the Tartars, made of copper) তাতারদিগের তাম্রনির্ম্মিত একটী শুষিরযন্ত্র বিশেষ। ইহার দৈর্ঘ্য নয় ফুট।

লায়রা পিথাগোরী (LYRA PYTHAGORÆ, a strinegd instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। (See লায়ার গিতারী and আৰ্কিকর্ডি)

— বর্ব্বরিণা (— BARBERINA, a stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্র। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জিও, বাপ্ট, দোনি (Gio, Bapt. Doni) নামক জনৈক ব্যক্তি ইহা প্রথম নির্ম্মাণ করেন। এই যন্ত্রের আর একটী নাম "আম্ফিকর্ডন" (Amphichordon)

লায়রা লেস্‌বিয়া (LYRA LESBIA, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। এরিয়ন্‌ (Arion) লিসবস (Lesbos) দ্বীপে ইহা বাজাইতেন।

লায়ার (LYRE, a celebrated stringed instrument among the Greeks and Romans, of which the invention is ascribed to Mercury. This instrument is of the greatest antiquity, and has, in consequence, often varied both in its form and in its number of strings) গ্রীক এবং রোমকদের একটী প্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। তাঁহাদের মতে মার্করি দেবতা কর্ত্তৃক ইহা সৃষ্ট। এই যন্ত্রটী অতিপ্রাচীনতম কালের এবং সেইজন্য ক্রমশঃ ইহার আকার ও তন্তুসংখ্যা সম্বন্ধে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। মিসরীয়, মিডবীয়, আবিসিনীয় এবং য়িহুদী জাতিরা হার্পযন্ত্রের ন্যায় এই যন্ত্রকে স্ব স্ব রুচ্যনুসারে অঙ্গ ও তন্তুগত পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করেন।

— অব মার্কারি (— MERCURY, an ancient instrument of four strings) একটী চারিতন্তুবিশিষ্ট প্রাচীন ততযন্ত্রবিশেষ।

— গিতারি (— GUITARRE, a modern instrument of six strings) একটী ষট্‌তন্তুবিশিষ্ট আধুনিক ততযন্ত্র।

— ডি ভায়োল্‌ (— DE VIOLE, an ancient stringed instrument) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। ইহা একস্বরী লায়ারযন্ত্র বিশেষ।

লায়ার বর্ব্বরিণা (LYRE BARBERINA, a stringed instrument) একটী তন্তযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে পঞ্চদশটী পর্য্যন্ত তন্তু যোজিত থাকে এবং ইহা ধনুদ্বারা বাদিত হয়। এস্‌রারযন্ত্রের সহিত ইহার কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে।

লারিগট (LARIGOT, a pipe or flagcolet of the shepherds) মেষপালকদের পাইপ্‌ বা ফ্লাজিওলেটযন্ত্র।

লিউটো (LIUTO, the lute) ল্যুটযন্ত্র।

লিগ্‌নিয়ম্‌ সল্‌টিরিয়ম্‌ (LIGNEUM PSALTERIUM, a species of stringed instrument) একপ্রকার তন্তযন্ত্রবিশেষ। ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং দেখিতে ডল্‌সিমার (Dulcimer) যন্ত্রের ন্যায়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড-নিবাসী গুসিকো (Gusikow) নামক একজন য়িহুদী একবার এই যন্ত্র এরূপ কৌশলের সহিত বাজাইয়াছিলেন যে, তচ্ছ্রবণে শ্রোতামাত্রেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। জর্ম্মণিদেশে এই যন্ত্রকে "ষ্ট্রো ফিডল্‌" (*Strohfiedel,* straw fiddle) এবং ফ্রান্সদেশে ক্লকিবয় (*Claquebois*) কহে।

লিচাক (LICHAKA, a wind instrument, made of reed, common in Africa) একটী নলনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ। আফ্রিকাবাসী কাফ্রিজাতীয় বাচাপিন্‌ নামক জাতি ইহা ব্যবহার করে।

W. C. Stafford

লিটুয়স্ (LITUUS, a wind instrument in the shape of the Sacred Rod of the Augurs) অগরদিগের পূত-যষ্টির ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটী শুষিরযন্ত্র। এই জন্য ইহার এতাদৃশ সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রাচীনদিগরে শৃঙ্গযন্ত্র অর্থাৎ কর্ণুয়া (Cornua) বা টিউবার (Tuba) সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। ইহার আকার প্রায় ঋজু, কেবল শিরোভাগ কিঞ্চিৎ বক্র।

লিটুয়ো (LITUO, the ancient clarion) প্রাচীন ক্লারিওন্ যন্ত্র।

লিন্সিয়া (LINCIA, a stringed instrument) একটী তন্তযন্ত্র বিশেষ। (See পোণ্টিকণ্টাকর্ডন্)

লিরা (LIRA, the lyre of the ancient Greeks and Egyptians) প্রাচীন গ্রীক এবং মিসরীয়দের লায়ারযন্ত্র।

— টেডেস্কা (— TEDESCA, the German lyre) জর্ম্মণদেশীয় লায়ারযন্ত্র।

— ডা গাম্বা (— DA GAMBA, a stringed instrument) একপ্রকার তন্তযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দ্বাদশ হইতে ষোড়শটী পর্য্যন্ত তন্ত যোজিত থাকে।

— ডা ব্রাসিয়া (— DA BRACCIA, an ancient Italian stringed instrument) একটী প্রাচীন ইতালীয় তন্তযন্ত্রবিশেষ। অঙ্গুলিপট্টে (Finger-board) পাঁচটী এবং তৎপার্শ্বে দুইটী, এই সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী তন্ত ইহাতে

যোজিত থাকে। ইহার আর একটী নাম "ইতালীয় লায়ার" (Italian lyre)

লিরা পগনা (LIRA PAGANA)। (See লায়ার)

— বর্ব্বরিণা (— BARBERINA)। (See লায়ার বর্ব্বরিণা)

— রষ্টিকা (– RUSTICA, a species of lyre of the ancient shepherds of Italy) ইতালীদেশের প্রাচীন মেষপালকদের একপ্রকার লায়ারযন্ত্র।

— হেক্সাকর্ডিস্ (— HEXACHORDIS, a species of lyre mounted with six strings) একটী ষট্‌তন্তুবিশিষ্ট লায়ারযন্ত্র।

লিরেসা (LIRESSA, a bad lyre) একটী অপকৃষ্ট লায়ার যন্ত্রবিশেষ।

লিরোণ (LIRONE, an uncommon stringed instrument of eleven or twelve strings) একটী একাদশ বা দ্বাদশ তন্তুবিশিষ্ট অপ্রচলিত ততযন্ত্র। ষোড়শ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্র ইতালীদেশে ব্যবহৃত হইত। ইহার আর একটী নাম "ভায়োলা ডি বোরদোঁ" (Viola de bordone)

— পারফেটো (— PERFETTO)। (See লিরা ডা গাম্বা)

লুথ্ (LUTH, the French name for the lute, a musical instrument, which, since the invention of the harp, is totally laid aside) ল্যুটযন্ত্রের ফরাসী নাম। "হার্প-

যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াবধি এই যন্ত্রের ব্যবহার লুপ্ত হইয়াছে।

লোটিন্ (LOTINE, a wind instrument) একপ্রকার শুষির যন্ত্র। এথিনিয়সের (Athenœus) মতে ইহা আলেক্‌জান্দ্রিয়াস্থ " ফটিঞ্জ " (*Photinge*) যন্ত্রের ন্যায় নির্ম্মিত। তিনি আরো বলেন যে, আফ্রিকার লটস্ (Lotos) বৃক্ষের ত্বকে ইহার নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হইয়া থাকে।

ল্যুট্ (LUTE, a musical stringed instrument) একটী সঙ্গীতসম্বন্ধীয় ততযন্ত্র।

— আর্চি (— ARCHI)। (See আর্চিলিউটো।)

— থিওর্বো (— THEORBO)। (See থিওর্বো)

ল্যুর (LURE, a rustic wind instrument) একটী গ্রাম্য শুষির যন্ত্রবিশেষ। ইহা পশুশৃঙ্গ অথবা কাষ্ঠনলে নির্ম্মিত হয়। কখন কখন হস্তিদন্তেও গঠিত হইয়া থাকে। ইহা স্কন্দানেভীয়জাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত।

শ

শঙ্খ (SHANKHA, a most ancient wind instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী অতিপ্রাচীনতম শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা পূর্ব্বে সামরিক ও মাঙ্গলিক উভয় বিষয়েই ব্যবহৃত হইত। এক্ষণে কেবল মাঙ্গল্য কার্য্যেই ইহার প্রচলন। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বীররসপ্রধান মহাকাব্যের যেখানে যেখানে যুদ্ধবর্ণনা আছে, সেই সেই স্থানেই এই যন্ত্রের

উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খের নাম "পাঞ্চজন্য শঙ্খ" (Panchyajanya shankha) এবং অর্জ্জুনের শঙ্খের নাম "দেবদত্ত শঙ্খ" (Devadatta shankha) বলিয়া লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত উক্ত গ্রন্থে আরো কয়েকপ্রকার শঙ্খের নাম দেখা যায়। হিন্দুগণ বৃহজ্জাতীয় শঙ্খকে "মহাশঙ্খ" (Mahashankha) বলেন। শঙ্খকে সমুদায় শুষিরযন্ত্রের আদি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় বৌদ্ধদিগেরও মন্দিরে বাদিত হইয়া থাকে। ইংরাজেরা ইহাকে "কঞ্চ ট্রম্পেট্" (Conch trumpet) বলেন। (See p. 85)

শম্ (SHAWM, a wind instrument of the ancient Hebrews) প্রাচীন য়িহুদীদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে "ওবয়" (Hauthboy) বা "কর্ণেট" (Cornet) যন্ত্রের ন্যায়।

শরদ (SHARAD, a stringed instrument common in India, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশপ্রচলিত ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 28)

শাফার্ ফীফ (SCHAFARFEIFE, a species of bag-pipe) একপ্রকার ব্যাগ্-পাইপ্ অর্থাৎ দ্বিনলযন্ত্র।

শামাই (SHAMI, a species of wind instrument of the Arabs) আরবদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম "চামাই" (Chami)

শারদীয় বীণা (SHARADIA BINA,)। (See p. 28)

শালিশিম্ (SHALISHIM, a species of stringed instrument of the Jews) য়িহুদীদের একপ্রকার ততযন্ত্র-বিশেষ। ইহার আকার ত্রিকোণ।

I. Sam. xviii, 6.

শুক্তিপট্ট (SHUKTIPATTA, a musical instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

শৃঙ্গ (SHRINGA, the Hindoo horn) হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্র। ইহা নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। (See ps 83 to 85).

শোফার্ (SHOPHAR, a trumpetkind wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদিগের শৃঙ্গজাতীয় শুষিরযন্ত্র-বিশেষ।

শোফারথ্ (SHOFEROTH, an ancient wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। সলমন (Solomon) এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন।

Psalm, xcviii 6.

শ্রুতিবীণা (SHRUTI BINA, a stringed instrument of the ancient Hindoos) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্র বিশেষ। সঙ্গীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্র্যারী (SHRYARRI, a wind instrument) একপ্রকার শুষির যন্ত্র। সপ্তদশ খৃষ্টশতাব্দীতে ইহার প্রচলন ছিল।

ষ

ষট্‌তালী (SATTALI, a species of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার ঘনযন্ত্র। (See p. 109)

ষ্টিকাডো (STICCADO, a musical instrument) একটী বাদ্য যন্ত্রবিশেষ। ডবলিউ, সি, ষ্টাফোর্ড (W. C. Stafford) সাহেব বলেন যে, ফরাসীরা ইহাকে "ক্লকিবয়" (Claquebois) বলেন। ভিন্নবিধ কাষ্ঠখণ্ডে এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয় এবং ইহাতে কেবল শুদ্ধস্বরগ্রাম (Diatonic scale) বাদিত হইয়া থাকে। যে শলাকাদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহার অগ্রভাগ একপ্রকার কোমল পদার্থে মণ্ডিত।

ষ্টীরষ্টক্ (STEERSTUCK, an ancient name of the harpsichord) হার্পসিকর্ডযন্ত্রের প্রাচীন নাম।

ষ্টেণ্টরফনিক্ টিউব্ (STENTORPHONIC TUBE, according to Chambers, a speaking trumpet) চেম্বর্স সাহেবের মতে একপ্রকার বাগ্‌ভাষী শৃঙ্গযন্ত্র। মহাকবি হোমরপ্রণীত ইলিয়দের মধ্যে ষ্টেণ্টর (Stentor) নামক যে একজন বীরপুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে, তিনি এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে পারিতেন যে, পঞ্চাশৎ ব্যক্তি একতানে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিলেও তাঁহার শব্দের তুল্য হইত না। সেই ভীমরবী ব্যক্তির নামে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। মহাবীর সেকেন্দর সা (Alexander the Great) এই যন্ত্রবাদন-

দ্বারা ছয় ক্রোশ দূর হইতে স্বীয় সেনাগণকে আহ্বান করিতে পারিতেন।

স

সঙ্কো (SANKO, a species of stringed instrument common in Africa) একপ্রকার ততযন্ত্র। একটা অপ্রশস্ত বাক্সের উপরিভাগে কুম্ভীরচর্ম্ম আচ্ছাদনপূর্ব্বক, তাহাতে আটটি তন্ত্র যোজিত করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। একটী ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। আফ্রিকাবাসী আশান্টী এবং ফাণ্টী নামক জাতিরা ইহা ব্যবহার করে।

সন্ (SAUN, a species of Burmese stringed instrument) একপ্রকার ব্রহ্মদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে তেরটী তন্ত্র যোজিত থাকে এবং সেগুলি পট্টনির্ম্মিত। এই সকল তন্ত্রর শেষভাগে রজ্জু গুটিকা আবদ্ধ থাকে। সেই সকল গুটিকা যন্ত্রের বক্রিমভাগে এরূপভাবে সংযত থাকে যে, তন্ত্রগুলিকে ইচ্ছামত টানিয়া রাখিবার জন্য, তাহাদিগকে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে চালিত করিতে পারা যায়। আসিরিয়া দেশেও এবম্বিধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল।

সনোমিটর (SONOMETRE, an instrument employed to determinethe mathamatical proportions of sounds) স্বরের মাত্রামাপক যন্ত্রবিশেষ। (See মনোকর্ড)

সমর (SUMARA, a species of wind instrument) এক-

প্রকার শুষিরযন্ত্র। দুইটী অসম নলে ইহা নির্ম্মিত। ইহার ক্ষুদ্র নলযোগে গীত গাওয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত বড়টীর দ্বারা স্বর দেওয়া হয়।

সম্ফোনিয়া (SUMPHONIA, a bag-pipekind wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের ব্যাগ্‌পাইপজাতীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। (See p. 88) বাইবেলান্তর্গত দানিয়েলাধ্যায়ে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। ইতালীদেশীয় কৃষীজীবীরা ইহাকে "জাম্পোগ্‌না" (Zampogna) বলে। (See জাম্পোগ্‌না)

সম্বল (SAMBALL, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার মৃদঙ্গের ন্যায়, কিন্তু স্বরমাধুর্য্য বড় নাই।

সম্বুকস্‌ (SAMBUCUS, an ancient musical instrument resembling the lute) ল্যুটযন্ত্রের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র।

সম্বুকা (SMBUCA, a Grecian stringed instrument) একটী গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। (See p- 25 and *2nd.* note p. 46)

সরাব (SARABA, an instrument of percussion common in India) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। একখানা সরার উপরিভাগ পাতলা চর্ম্মে আচ্ছাদন করিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়। বালকেরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে। ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন।

সরূদা (SAROODA, the corrupted name of *sharad*) শরদযন্ত্রের নামাপভ্রংশ।

সর্ণা (SURNA, a wind instrument common in India and Persia) একটী ভারতবর্ষ এবং পারস্যদেশপ্রচলিত শুষিরযন্ত্রবিশেষ। নববাদ বা নৌবৎবাদ্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। (See ps. 116 and 117)

সর্ণাই (SURNI, the Malayan name of surna) সর্ণাযন্ত্রের মালাই নাম।

সর্দন্ (SORDUN, an extremely ancient wind instrument) একটী অতিপ্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে বাসূন্‌যন্ত্রের ন্যায়।

সর্দনি (SORDONI, the Italian name for an ancient wind instrument corresponding to the bassoon) বাসূন্‌যন্ত্রের ন্যায় একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষের ইতালীয় নাম।

সর্ভালেট্ (CERVALET, an ancient wind instrument) একটী প্রাচীন শুষিরযন্ত্র। ইহার স্বর বাসূনের ন্যায়।

সল্‌টিরিও টর্চেস্কো (SALTERIO TURCHESCO, according to Bonnani, an ancient portable harp, placed generally in Turkish ladies' apartments) বোনানি সাহেবের মতে ইহা একটী প্রাচীন হার্পযন্ত্রবিশেষ। তুরুস্কদেশীয় ধনবতী স্ত্রীলোকদিগের গৃহে ইহা সচরাচর থাকিত।

সল্টিরিও টেডেস্কা (PSALTERIO TEDESCA, an Italian name for the *hackbret* or symbal, an instrument of percussion) হাক্‌ব্রেট্‌ অথবা সিম্বল নামক ঘনযন্ত্রের ইতালীয় নাম।

— টেডেস্কো (— TEDESCO, an Italian musical instrument of the dulcimerkind) একটী ইতালীদেশীয় ডল-সিমারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। কিন্তু তদ্দেশীয় লোকেরা ইহাকে জর্ম্মণিদেশোৎপন্ন বলে। অতি প্রাচীনকাল হইতে পারস্যদেশেও এরূপ যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। তাহার নাম সান্তির (Santir)। (See সান্তির)

সল্টিরিণ্‌ (PSALTERIN, a dulcimerkind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের ডল্‌সিমারজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। দানিয়েলে ইহার উল্লেখ আছে। গ্রীক্‌ "সল্টিরিয়ন' (Psalterion) যন্ত্র হইতে ইহার উৎপত্তি। বোধ হয়, ইহা হইতে আধুনিক পূর্ব্বাঞ্চলীয় ডল্‌সিমারজাতীয় "সান্তির" নামক যন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

সল্টিরিয়ন্‌ পার্সিয়ানম্‌ (PASLTERIUM PERSIANUM, a Persian instrument with strings of the harp species, and of a triangular form) পারস্যদেশীয় হার্পজাতীয় এবং ত্রিকোণিক ততযন্ত্রবিশেষ।

সল্টিরিয়ম্‌ (PSALTERIUM, an instrument of percussion of the trianglekind) ট্রায়ঙ্গলজাতীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। কিন্তু তাহা অপেক্ষা ইহার স্বর মৃদু। কেহ কেহ

বলেন যে দুইটী হস্তিদন্তনির্ম্মিত শলাকা কিম্বা চর্ম্মাচ্ছাদিত কাষ্ঠশলাকার আঘাতে এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

সল্‌সিও (SALCIO, a species of wind instrument) এক প্রকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

সাইড্‌ ড্রম (SIDE DRUM, a military instrument of percussion) একটী সামরিক আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

সাক্‌বট্‌ (SACKBUT, a wind instrument of the trumpet kind) ট্রম্পেটজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

সাক্স্‌ হর্ণ (SAX HORN, a military wind instrument) একটী সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

সাক্সোফোন্‌ (SAXOPHONE, a military wind instrument) একটী সামরিক শুষিরযন্ত্র।

সাঞ্চু (SANCHOO, a stringed instrument common in western Africa) একটী ততযন্ত্র। পশ্চিম আফ্রিকায় ইহার প্রচলন দেখা যায়। বিশেষতঃ গিনি-উপকূলবাসীরা ইহা ব্যবহার করে। ইহার আকার ক্ষুদ্র।

সানাসেল (SANASEL, an Abyssinian sistrumkind instrument) একটী আবিসিনিয়াদেশীয় সিস্ত্রম্‌জাতীয় যন্ত্রবিশেষ। তদ্দেশীয় খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে ইহার প্রচলন। তথাকার পুরোহিতেরা বলেন যে, ইহা বাজাইলে উপদেবতারা পলায়ন করে। প্রাচীন মিসরদেশেও পুরোহিতেরা উক্ত উদ্দেশে এই যন্ত্র ব্যবহার করিতেন।

ইহার মিসরীয় নাম "সেশেশ" (Seshesh)। (See সেশেশ)

Villeteau.

সান্তর (SANTUR, a Turkish instrument corresponding to the cymbal) সিম্বলের ন্যায় একপ্রকার তুরুষ্কদেশীয় যন্ত্রবিশেষ।

সান্তির (SANTIR, a stringed instrument of the Persians) পারস্যদিগের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা আকারে ও গঠনে অবিকল জর্ম্মণীয় "হ্যাক্‌ব্রেট" (Hackbret) যন্ত্রের ন্যায়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন যে, প্রাচীন ডল্‌সিমারের সঙ্গে ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

Hommaire de Heli.

সান্‌সিন্ বা সান্‌সিম্ (SANSIN or SANSIM, a Japanese guiterkind stringed instrument) একটী জাপানদেশীয় গিতারজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে তিনটীমাত্র তার যোজিত থাকে। (See p. 40)। চীনদেশীয় "সান্‌হিন্" (Sanheen) যন্ত্রও অবিকল এইরূপ। (See সান্‌হিন্)

Meijlan.

সান্‌হিন্ (SANHEEN, a Chinese stringed instrument) একটী চীনদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার সহিত জাপানদেশীয় সান্‌সিন্ বা সান্‌সিনের অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই শব্দনির্গমনচ্ছিদ্র থাকে না—উভয়েরই গলাদি

দীর্ঘ—উভয়েরই তিনটী তার এবং তিনটী দীর্ঘকোণ যোজিত থাকে, এবং উভয়ই অঙ্গুলিত্র দ্বারা বাদিত হয়। বিশেষের মধ্যে এই যে, সান্‌হিনের আকার গোল এবং উদরদেশ টান নামক একপ্রকার সর্পের চর্ম্মে আবদ্ধ থাকে, কিন্তু সান্‌সিন্ বা সাম্‌সিমের আকার চতুষ্কোণ এবং ধনিপট্টক অপরবিধ চর্ম্মে আচ্ছাদিত। রুসীয় "বালালাইকা" (Balalaika) নামক যন্ত্রেরও আকার প্রায় এবম্বিধ।

M. Hommaire de Hell.

সাপুসিনয় (CHAPEAUCHINOIS, a Turkish military instrument of metal) একটী তুরুষ্কদেশীয় সামরিক ঘন-যন্ত্র। একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধাতবখণ্ডে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার ঘণ্টা যোজিত করিয়া ইহা নির্ম্মিত হয়।

সাবেকা (SABEKA, a stringed instrument of the Chaldeans) কাল্‌দীয়দের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। গ্রীক্-সম্বুকার সহিত ইহার অনেকটা সাদৃশ্য আছে।

সায়্‌টেন্ হার্ম্মণিকা (SAITEN HARMONICA, a clavic. instrument) একটী চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ। ১৭৮৮ খৃঃ-অব্দে আন্দ্রিয়াস্ ষ্টীন্ (Andrias Stein) ইহার আবিষ্কার করেন।

সারঙ্গী (SARANGI, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 54)

সারিন্দা (SARINDA, a stringed instrument of the hindoos) হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্র। (See p. 61)

সার্পেন্ট্ (SERPENT,) বা

সার্পেন্টোনো (SERPENTONO, a military wind instrument) একটী সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার স্বর কর্কশ ও গভীর এবং ইহা দেখিতে কতকটা সর্পের ন্যায়।

সাল্পিঙ্ক্স্ (SALPINX, an ancient Grecian cornet) একটী প্রাচীন গ্রীসীও তুরীযন্ত্রবিশেষ।

সালম্প্রেট্ (SALUMPRET, a wind instrument common in Malay, &c.) মালাইদেশ প্রভৃতিতে প্রচলিত একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

সালুমু (CHALUMEAU, a species of ancient rustic flutet একপ্রকার প্রাচীন গ্রাম্য শুষিরযন্ত্র।

সিউরি (SEWURI, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে চারিটী ইস্পাতের এবং একটী পিত্তলের তার যোজিত থাকে।

সিঙ্গার্স রবাব্ (SINGER'S REBAB, a stringed instrument of the Hindoos, mounted with two strings) অর্থাৎ গায়ক রবাব। ইহা হিন্দুদিগের একটী দ্বিতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

M. Fetis.

সিটোল (CITOLE, the dulcimer) ডল্সিমারযন্ত্র। (See p. 47)

সিণ্ডাপ্সি বা সিণ্ডাপ্সস্ (SCINDAPSE or SCINDAPSUS, an ancient stringed instrument with four steel-strings) একটী ইস্পাৎনির্ম্মিত চতুষ্টন্তুবিশিষ্ট প্রাচীন ততযন্ত্র-বিশেষ।

সিতার্ণ (CITTERN, the guiter) গিতারযন্ত্র।

সিথারি (CITHARI, a stringed instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে সাত কিম্বা নয়টী তন্তু যোজিত থাকে।

সিথারিস্তীনি (CYTHERISTIENNE, a particular species of flute of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদের একপ্রকার বিশিষ্টরূপ শুষিরযন্ত্র।

সিনি-কেমান্ (SINE-KEMAN, a violinkind stringed instrument of the Turks) তুরুষ্কদের একটী বাহুলীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

সিনুরা (CYNURA, a species of lyre, according to Musonius) মুসোনিয়সের মতে ইহা একপ্রকার লায়ারযন্ত্র।

সিনেলেন্ (CINELLEN, the cymbals) সিম্বলযন্ত্র।

সিন্নস্ (CINNOS, a stringed instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে ছয় হইতে নয়টী পর্য্যন্ত তন্তু যোজিত থাকে। ইহার তুম্বীটী গভীর হওয়াতে, স্বরও গভীর। ধনু কিম্বা অঙ্গুলিদ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয়।

সিফ্লেট্ (SIFFLET, a small wind instrument) একটী

ক্ষুদ্র শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে "হুইসল্" (Whistle) কহেন।

সিফ্‌লেট্ ডি পান্ (SIFFLET DE PAN, pandean pipes) পাণ্ডিয়ান পাইপ্‌স্‌যন্ত্র।

সিবি (SIBI, an ancient Egyptian wind instrument) একটী মিসরীয় প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ। পূর্ব্বে ইহা অস্থি-দ্বারা নির্ম্মিত হইত। কিন্তু নলযষ্টি বা কাষ্ঠদ্বারাও ইহার নির্ম্মাণবিধি সম্পন্ন হইতে পারিত। (See p. 74)

সিমিকন্ (SIMICON, a stringed instrument of thirty-five strings, of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের পঁয়ত্রিশটী তন্তুবিশিষ্ট একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

সিমেণ্টিরিয়ন্ (SEMENTERION, an ancient instrument of percussion) একটী প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। এক খণ্ড কাষ্ঠে ইহা নির্ম্মিত হইত। প্রাচীন গ্রীকধর্ম্মযাজকেরা ভক্তগণকে একত্রীভূত হইবার জন্য একটী যষ্টি দ্বারা ইহা বাজাইতেন।

সিম্ফোনিয়ন্ (SIMPHONION, a musical instrument invented by F. F. Kaufmann) এফ্, এফ্ কফ্‌মানের আবিষ্কৃত একটী বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ইহাতে পিয়ানো, ফ্লুট, ক্লারিওনেট প্রভৃতি যন্ত্রের স্বর উৎপন্ন হইতে পারে।

সিম্বল বা সিম্বলম্ (CYMBAL or CYMBALUM, an instrument of percussion of the ancient Greeks and

Hebrews) প্রাচীন গ্রীক এবং য়িহুদীদের একটী আনদ্ধ-যন্ত্রবিশেষ। জে, এফ্, দানিলি (J. F. Danneley) সাহেব বলেন যে, ইহা মৃত্তিকানির্ম্মিত এবং দেখিতে ইংরাজী কেটেলড্রমের ন্যায় হইত।

সিম্বল ডা'মোর (CEMBAL D'AMOUR, a clavier instrument like harpsichord or organ) হার্পসিকর্ড বা অর্গ্যানের ন্যায় একটী চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

সিম্বলম্ অব্ সেণ্ট্ জিরোম (CYMBALUM OF TS. JEROME, a musical instrument) একটী বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

সিম্বল্স্ (CYMBALS, military instruments of percussion, made of metal) ধাতুনির্ম্মিত সামরিক ঘনযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রগুলি দেখিতে আমাদের করতাল যন্ত্রের ন্যায়।

সিম্বলো অম্নিকর্ডো (CEMBALO OMNICHORDO, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাকে "প্রটিয়স" (Proteus) যন্ত্রও বলে। ফ্লোরেন্স্নিবাসী ফ্রান্সিস্কো মিজেটি (Francesco Migetti) ইহা আবিষ্কার করেন।

— এঞ্জেলিকা (— ANGELICA, a species of harpsichord) একপ্রকার হার্পসিকর্ডযন্ত্র।

সিল্হার্মনিকন্ (CYLHARMONICON, a wooden harmonica) কাষ্ঠনির্ম্মিত হার্ম্মণিকাযন্ত্র। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে

সাঙ্গেরহাসেন (Sangerhasen) দেশীয় অর্গ্যান্ নির্ম্মাতা উথি (Uthe) কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত।

সি-শেল (SEA-SHELL, a wind instrument of the ancient Mexicans) প্রাচীন মেক্সিকীয়দের একটী শুষির-যন্ত্রবিশেষ। ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিয়া লইলে শঙ্খকেই বুঝায়।

সিস্তর্ (SISTRE, a musical instrument of the ancients and moderns) প্রাচীন এবং আধুনিকদিগের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীনেরা একটী ধাতব যষ্টিকে ডিম্বের ন্যায় বক্র করিয়া উহা নির্ম্মাণ করিতেন। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, ঐশী (Isis) দেবী কর্ত্তৃক ঐ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আধুনিকদের এই যন্ত্র একপ্রকার গিতারের ন্যায়।

— ডিস্ নিগ্রেস্ (— DES NEGRES, a musical instrument formed of a piece of iron, furnished with small bells) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টাযোজিত একটী লৌহনির্ম্মিত ঘনযন্ত্র।

সিস্ত্রম্ (SISTRUM, an ancient musical instrument used by the priests of Isis and Osiris) একটী প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ঐশী এবং ওসিরিস্ দেবতার পুরোহিতেরা ইহা ব্যবহার করিতেন। (See সিস্তর)

সিস্ত্রা (SISTRA, an ancient musical instrument) একটী প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (See সিস্ত্রম্)

সুওবাইল বা সুয়েভ্ (SUABILE or SUAVE, the English flute) ইংরাজী ফ্লুটযন্ত্রবিশেষ।

সুজু (SHOEZOEU, a Japanese instrument of percussion of the bellkind) জাপানদেশীয় ঘণ্টাজাতীয় ঘনযন্ত্র বিশেষ। ফ্রান্সদেশীয় "গ্রিলট্" (Grelets) এবং জর্ম্মণিদেশের "শেলেন" (Schellen) যন্ত্রের সঙ্গে ইহার সমধিক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। ইহাতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা একটী দণ্ডে সংলগ্ন থাকে। ইহা মিসর-দেশীয় কপ্ট্ (Copts) নামক খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের নিকট "মারাউয়ে" (Maraoueh) নামে প্রসিদ্ধ। (See মারাউয়ে)। মেক্সিকোদেশেও ইহার প্রচলন সমধিক। এবম্বিধ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা দক্ষিণ আমেরিকাস্থ পেরুদেশে, তিব্বতদেশস্থ লাদাকপ্রদেশের বৌদ্ধপুরোহিতদিগের নিকট "ড্রিল্বু" (Drilbu) নামে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

Mr. Cunningham on Ladak.

সুর বাহার (SURA BAHAR, a modern wellknown stringed instrument ; common in India) ভারতবর্ষপ্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ আধুনিক ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 34)

সুরমণ্ডল বা স্বরমণ্ডল (SURAMANDALA or SWARA-MANDALA, the Indian dulcimer) একপ্রকার ভারত-বর্ষীয় ততযন্ত্র।

সুরশৃঙ্গার বা স্বরশৃঙ্গার (SURASHRINGARA or SWA-

RASHRINGARA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 31)

স্থরসীতা (SURASEETA, a stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের ততযন্ত্রবিশেষ।

স্থলামাই (SULAMI, a wind instrument of the Arabs) আরবদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

স্থলিঙ্ (SULING, a wind instrument of the Malay tribes) মালাইজাতিদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা স্বতঃসিদ্ধ, স্থতরাং অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয় না।

সেতার (SETAR, a modern and well-known oriental stringed instrument common in India, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশপ্রচলিত একটী স্থপ্রসিদ্ধ আধুনিক পূর্ব্বাঞ্চলীয় ততযন্ত্র। ভারতবর্ষের অতিপুরাতন ও অতিপ্রসিদ্ধ কচ্ছপী বীণার অনুকরণে আমীর খস্রু ইহা নির্ম্মাণ করেন। (See p. 21)

সেমিকন্ (SEMICON, an instrument of the ancient Greeks, mounted with thirty-five strings) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী পঞ্চত্রিংশতন্তুবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ।

সেমেন্‌গে (SEMENGE, a species of Arabian stringed instrument) একপ্রকার আরবদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র তাম্বুরার ন্যায়, কিন্তু ইহার তব্লীটী অলাবুর না হইয়া নারিকেলের খোলে নির্ম্মিত হয় এবং ইহাতে তন্তু কিম্বা অশ্বপুচ্ছ সংযোজিত হইয়া

থাকে। আরবীয়েরা ধনুর্দ্ধারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করে। উক্তদেশের ভ্রমণকারী বা ভিক্ষুকেরাই নর্ত্তকীগণের সহিত ইহা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়।

সেরিনিট্ (SERENETTE, a barrel organ for the education of Canary birds) বারেল্ অর্গ্যানযন্ত্র। কানারী পক্ষীগণকে ইহাদ্বারা শিক্ষা দেওয়া হয়।

সেলিস্ (CHELYS, the Greek name of the lute) ল্যুট্‌ যন্ত্রের গ্রীক্ নাম।

সেশেশ্ (SESHESH, an Egyptian sistrumkind instrument) একটী মিসরদেশীয় সিস্ত্রমজাতীয় যন্ত্র। (See সানাসেল)

সেস্কুইয়াল্টেরা বা টীর্সি কুইণ্ট (SESQUIALTERA or TIERCEQUINTE, a wind instrument composed of two flutes) দুইটী ফ্লুটনির্ম্মিত একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার একটী ফ্লুট হইতে পঞ্চম এবং অপরটী হইতে গান্ধার স্বর নির্গত হয়।

সোলামানী (SOLAMANIE, a Turkish wind instrument made of reed or wood) নল বা কাষ্ঠনির্ম্মিত তুরুষ্ক দেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। উক্তদেশীয় মার্লাভি (Merlavi) নামক সন্ন্যাসীসম্প্রদায় ইহা ব্যবহার করেন।

সৌম্ (SOUM, a harpkind instrument of the Burmese) ব্রহ্মদেশীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ।

স্কলিসিম্ (SCALISCHIM, a species of bag-pipe) এক প্রকার দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ।

স্পাস্সাপেন্সীর (SPASSAPENSIERE, the Jews-harp) জুস্হার্প যন্ত্র। (See জুস্-হার্প)

স্পিনেট্ (SPINET) বা

স্পিনেটো, (SHINETTO, an ancient species of clavier or keyed instrument, now out of use) একপ্রকার প্রাচীনকালের সারিকা বা চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ। (See ps. 3 to 4 and 4th. note p. 47)। এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই। এই যন্ত্রের আর একটী নাম " কাউচেড্হার্প " (Couched harp)।

স্বরদম্ (SWARADAM, a wind instrument of the Malay tribes) মালাইজাতিদের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র।

স্বরবীণা (SWARABINA, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্র বিশেষ। (See p. 52 and রবাব্)

হ

হপ্ট্ওয়ের্ক (HAUPTWERK, the large organ) বৃহদর্গ্যান্ যন্ত্র।

হরণাব (HORANAWA, a wind instrument of the Singhalese) সিংহলীয়দের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। সানাই যন্ত্রের ন্যায় ইহারও পূর্ব্বার্দ্ধভাগ কাষ্ঠে এবং অপরার্দ্ধ ভাগ পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত।

হর্ডিগর্ডি (HURDY GUDRY, a well knowa striuged instrument, and the same with the *sambuca* or *barbiton* of the ancient Greeks) প্রাচীন গ্রীকদিগের সাম্বুকা বা বার্ব্বিটনযন্ত্রের ন্যায় একটী সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্রবিশেষ। রজন (Rosin) দ্বারা ইহার তার গুলি মার্জ্জিত করিয়া বাজাইলে একপ্রকার উৎকৃষ্ট অনুরণন হইয়া থাকে।

হর্ণ (HORN, a wellknown wind instrument) একটী সুপ্রসিদ্ধ শুষিরযন্ত্রবিশেষ। হিন্দুরা ইহাকেই সাধারণতঃ শৃঙ্গযন্ত্র কহেন। (See p. 83)। ইহা ওবয় (Hauthboy) যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর, কিন্তু উহার ন্যায় সরল নহে। এই যন্ত্র দেখিতে বক্রাকার এবং ওবয় অপেক্ষা ঘোরতর, সম্পূর্ণতর ও কোমলতর স্বর নিঃসারণ করিতে পারে। বাদনকালে অঙ্গুলির প্রক্ষেপপ্রণালী অবিকল ওবয়যন্ত্রের ন্যায়। সুতরাং যাহা উহাতে বাজান কঠিন, তাহা ইহাতেও কঠিন বোধ হইয়া থাকে।

হর্ণ-পাইপ্ (HORN-PIPE, a musical wind instrument common in Wales) ওয়েল্সপ্রদেশপ্রচলিত একটী শুযন্ত্রবিশেষ। ইহা একটী কাষ্ঠনলে নির্ম্মিত। সেই নলের নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে এক একটী করিয়া কতিপয় ছিদ্র আছে এবং উহার দুইদিকে দুইটী শৃঙ্গ সংলগ্ন থাকে। বাদক ফুৎকারযোগে একটী শৃঙ্গে বায়ুসঞ্চালন করিতে থাকে, অপরটী হইতে ঐ বায়ু বাদকের

ইচ্ছাধীন অঙ্গুলিপ্রক্ষেপের কৌশলে বিবিধ স্বরমিশ্রিত হইয়া বহির্গত হইয়া যায়। স্কচ্ দিগের একজাতীয় নৃত্যেরও নাম হর্ণ-পাইপ্।

J. F. Danneley.

হর্পা (HAWRPA, the name of harp of the Iceland tribes) হার্পযন্ত্রের আইস্লণ্ডীয় নাম।

হল্কিয়া (HAULKYA, an instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

হাইড্রলিকন্ (HYDRAULICON, a musical instrument of the ancient Egyptians) প্রাচীন মৈসরদিগের এক প্রকার বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা অবিকল আমাদের সপ্তশরাবযন্ত্রের ন্যায়, সুতরাং ইহারও স্বরপাত্রগুলি জলপূর্ণ করিয়া বাজাইতে হইত। (See p. 108) এথেনিয়স (Athenæus) বলেন যে, দ্বিতীয় টলেমি ইউয়রগিতিসির (Ptolemy Euergetes) রাজত্বকালে আলেক্জান্দ্রিয়ানিবাসী তিসিবিয়স (Ctesibius) কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

হাজর (HAZUR, a triangle-formed stringed instrument of the Hebrews, mounted with ten stringed) য়িহুদীদের দশতন্ত্রবিশিষ্ট ত্রিকোণাকার ততযন্ত্রবিশেষ।

হাটামো (HATAMO)। (See কাবারো)

হামার ক্লেভিয়ার (HAMMER-CLAVIER, the piano forte) পিয়ানো ফোর্টি যন্ত্র।

হার্প্ (HARP, a wellknown musical instrument strung of seven to-twenty-four strings) একটী অতিপ্রসিদ্ধ বাদ্য-যন্ত্র। (See p. 16)। ইহাতে সাত হইতে চব্বিশটী পর্য্যন্ত তন্ত্র যোজিত থাকে। এই যন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিকোণাকারেরই অধিক দৃষ্ট হয়। ইহাতে সাতসপ্তক পর্য্যন্ত বাঁধা হইতে পারে। বাঁধিবার কৌশলে সেই সাত সপ্তকে আবার চৌদ্দ সপ্তকেরও কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। অধুনা মেং ডিজি (M. Dizi) ইহাতে আর একটী অতিরিক্ত সপ্তক বসাইয়াছেন। উহাদ্বারা সুরের অনুরণন বিলুপ্ত হয়।

হার্প্-বেল (HARP-BELL, a species of stringed instrument) একপ্রকার ততযন্ত্রবিশেষ। চেম্বার্স (Chambers) সাহেব বলেন যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ শলাকাবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

হার্প্সিকর্ড (HARPSICHORD, a stringed instrument mounted with the strings of wire) একটী ধাতবতার যুক্ত ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 48) কাকপক্ষদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। মধ্যকালে (Middle century) ইহার অধিকতর প্রচলন ছিল।

হার্পা (HARPA)। (See হার্প্)

হার্পি (HARPE)। (See হার্প)

হার্পি ডবল্ বা ডবল হার্প (HARPE DOUBLE, or DO-

UBLE HARP, a stringed instrument composed of two harps) দুইটী হার্প যোজিত ততযন্ত্রবিশেষ।

হার্পি ফ্লুট, (HARPE FLUTE, a clavier wind instrument) একটী চাবিযুক্ত শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

হার্পু (HARPU, a harpkind stringed instrument of the Fins) ফিন্‌দিগে হার্পজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

হার্ফি (HARFE, the German name of harp) হার্পযন্ত্রের জর্ম্মণীয় নাম।

হার্ফেন্‌ফ্লীট (HARFEN FLŒTE)। (See হার্পি ফ্লুট)

হার্মণিকর্ড (HARMONICHORD, a piano-fortelike musical instrument) পিয়ানো ফোর্টির ন্যায় একটী বাদ্যযন্ত্র। ইহার ধ্বনি বেহালাযন্ত্রের ন্যায়। কফ্‌মান (Kaufmann) কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত।

হার্মণিকা (HARMONICA, musieal glasses, so named from the purity of their sounds) কাচনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র। ইহার স্বর পরিষ্কার বলিয়া এরূপ নাম হইয়াছে। (See p. 108)। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন্ ইহা আবিষ্কার করেন। ইহাতে যে সকল কাচনির্ম্মিত স্বর-ফলক আছে (Glass-bars) আছে, সেই গুলিতে অঙ্গুলি বা ক্ষুদ্র মুদ্গারদ্বারা আঘাত করিলে সুমিষ্ট স্বরোদ্গম হইয়া থাকে। ডব্‌লিউ, সি, ষ্টাফোর্ড্ (W. C. Stafford) সাহেব বলেন যে, ব্রহ্মদেশের এবম্বিধ একটী যন্ত্রকেও হার্মণিকা বলে। ইহার আকার নৌ-

কার ন্যায় এবং মধ্যদেশ শূন্য। ঐ যন্ত্রে কাচের পরিবর্ত্তে ধাতব স্বরফলক অন্যোন্যভাবে সংলগ্ন থাকে। লক্ষ্ণৌস্থ চিত্রশালায় (Musium) একটী উক্তদেশীয় এরূপ যন্ত্র স্থাপিত আছে, কিন্তু উহা বংশনির্ম্মিত পাতলা পাতলা স্বরফলকে (বাঁখারিতে) আচ্ছাদিত।

হার্ম্মণিকাল কানন (HARMONICAL CANON, a stringed instrument of the ancient Greeks mounted with one string) প্রাচীন গ্রীকদিগের একতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ। কথিত আছে, পিথাগোরস (Pythagorus) গ্রীসদেশে সর্ব্বপ্রথমে এই যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষে এই যন্ত্র নামভেদে বহুকাল পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল—মহাদেবের পিনাকযন্ত্র তাহার নিদর্শনস্থল। পিনাকযন্ত্র হইতেই অস্মদ্দেশীয় একতন্ত্রিকার সৃষ্টি। গ্রীসনিবাসী পিথাগোরস যৎকালে ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়েই পিনাক বা একতন্ত্রিকার অনুকরণ করিয়া স্বদেশে হারমণিকা কাননের সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন।

হার্ম্মণিসিলো (HARMONICELLO, an instrument corresponding in appearance to the violincello, mounted with five gut-strings, under which are placed upon a separet finger-board, ten others of wire) ভায়োলিন্সিলোর ন্যায় একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে পাঁচটী

চর্ম্মতন্তু যোজিত থাকে এবং তন্নিম্নে আর একখানি পৃথক্ অঙ্গুলিপট্টকে দশটী ধাতব তন্তু সংযুক্ত করিতে হয়।

হার্ম্মোনোমিটার (HARMONOMETRE, an instrument for meausuring harmonic proportion) স্বরসমষ্টিপরিমাপক-যন্ত্রবিশেষ।

হিয়ার্পি (HARPE, the Anglo-Saxson name of harp) হার্প যন্ত্রের এঙ্গোসেক্সন নাম।

হুড়ুক, হুড়ুক্কা বা হুড়ুক্কা (HURRUK, HURRUKA or HURRUKKA, a rustic instrument of percussion of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী গ্রাম্য আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। এতদ্দেশীয় কাহার প্রভৃতি রমণি বেহারারা ইহা ব্যবহার করে। ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র করতাল। সিংহলীয়-দের উদকীযন্ত্রও এইরূপ। হুড়ুক্কার অপভ্রংশ নাম উদকী। (See উদকী)

হুয়েরা-পুহুরা (HUAYRA PUHURA, a wind instrument of the ancient Peruvians of America) আমেরিকার প্রাচীন পিরুভীয়দের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা প্রস্তর বা নলদ্বারা নির্ম্মিত।

হুয়েহুয়েটল্ (HUEHUETL, a drumkind instrument of the Mexicans) মেক্সিকীয়দের ডমরুজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটী দুই হস্ত পরিমিত একখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত এবং তাহার বহিঃপ্রদেশ নানাবিধ চিত্রে খো-

দিত হইত। খোলটীর মুখদ্বয় মৃগচর্ম্মদ্বারা উত্তমরূপে আচ্ছাদিত থাকিত। গম্ভীর (Grave), মধ্যম (Central) বা তীব্র (Acute) স্বরোদ্গমের জন্য মুখবদ্ধ চর্ম্ম দুইখানিকে শিথিল, মধ্যম বা দৃঢ় করিয়া বন্ধন করিতে পারা যাইত। উক্ত জাতিয়েরা অঙ্গুলির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করিত।

হেগব (HAGUB, a species of wind instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা নলে নির্ম্মিত হইত। বাইবেলে ইহার উল্লেখ আছে।

হেপ্টাকর্ড (HEPTACHORD, a stringed instrument mounted with seven strings) একটী সপ্ততন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ। এরূপ কথিত আছে যে, মার্কারি দেবতা এই যন্ত্র বাজাইতেন।

হেমিওপ্ (HEMIOPE, a small fife or flute with three holes) তিনটী ছিদ্রবিশিষ্ট একটী ক্ষুদ্র ফাইক্ বা ফ্লুট যন্ত্র।

হেলিকন্ (HELICON, a stringed instrument of the Greeks) গ্রীক্দিগের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। জে, এফ্, দানিলি (J. F. Danneley) সাহেব বলেন যে, ইহা একপ্রকার "মনোকর্ড" (Monochord) যন্ত্র।

হোবয় (HAUTHBOY or HAUTHBOIS, an European wind instrument) একটী ইউরোপীয় শুষিরযন্ত্রবি-

শেষ। ইহা দৈর্ঘ্যে আট ফুট এবং কাষ্ঠ অথবা উৎকৃষ্ট কাংস্যদ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। ইহার ফরাসী উচ্চারণ "ওবয়"। আমাদের দেশের 'রৌশনচৌকী' (Rowshanchowki) নামক শুষিরযন্ত্রও অনেকটা এই রূপ। (See p. 81)। ইহা ইংরাজী "হর্ণ" (Horn (অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সরল। ইহার আর একটী নাম "ওবয়ি" (Oboe)।

হোবয় ডা'মোর (HAUTHBOY D'AMOUR, a small hauth bois)একটী ক্ষুদ্র ওবয়যন্ত্র। ইহার স্বর অতি কোমল।

হোভনিভ্ (HOVENEVE, a species of wind instrument of the Singhalese) সিংলীয়দের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র-বিশেষ।

ক্ষ

ক্ষুদ্র ঘন্টা (KSUDRA GHUNTA, a small bell of the Hindoos) হিন্দুদিগের ছোট ঘণ্টাযন্ত্র। (See ঘণ্টিকা)

ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা (KSUDRA GHUNTICA)। (See ঘুংগুর বা ঘুমুর)

LIBRARY
CALCUTTA

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।

RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE
LIBRARY